



একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা, সম্মুখে দাঁড়াইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা ।
গলায় চাপার মালা আসাবাড়ি হাতে, ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম দাঁড়াইল পথে ।

রূপরামের ধর্মমঞ্জল

প্রথম খণ্ড

(বন্দনা হইতে লাউসেন-চুরি পাল্য পর্যন্ত)

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত

শ্রীমুকুমার সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম-এ

সম্পাদিত



সাহিত্য-সভা

বর্তমান

১৩৫১

ঐপ্রাণদ্ব্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি-এল,
বর্তমান সাহিত্য-সভা সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রাকর—ঐজিদিবেশ বহু বি. এ.
কে. পি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

বাহার মনীষা বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনায়
বিচিত্র আলোকপাত করিয়াছে সেই
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বিজ্ঞানিধি
মহাশয়ের কয়কমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গিত হইল ।

রূপরামের কাব্যের প্রথম খণ্ড বাহির হইল। প্রকাশিত অংশ সমগ্র কাব্যের প্রায় তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি অংশ প্রকাশিত হইবে।

প্রস্তুত গ্রন্থের উপজীব্য প্রধান পুথিগুলি আমরা বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার জন্ত সংগ্রহ করিয়াছি। প্রত্যন্ত পল্লীগ্রামে পুথিসংগ্রহ যে কি ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্তের বোধগম্য হইবার নয়। পুথি নষ্ট হয় হউক, তথাপি কেহ সহজে তাহা হাতছাড়া করিতে চাহেন না। বংশানুক্রমিক অথবা স্বকীয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহু সংস্কারের বাধা পুথি-হস্তান্তরের প্রবলতম অন্তরায়। শিক্ষিত ব্যক্তির বহুকাল পূর্বেই পূর্বপুরুষের যত্নের ধন পুথির তাড়া বিমুক্ত হিন্দুঘাতে পুষ্করিণীনারে অথবা গোময়কুণ্ডে বিসর্জন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ষাঁহারা এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছেন তাঁহার তথাকথিত অমূল্য-শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের প্রধান অপরাধ দারিদ্র্য। ধর্মঠাকুরের “দেউলিয়া”দের দারিদ্র্য এখন দেবতাকেও দেউলিয়া করিয়াছে। দীন দেবতার পূজাপদ্ধতির পুথিপত্র অবহেলিত হইবারই কথা। তথাপি অনেক ধর্মসেবক এখনও যে বহুযত্নে পুথিপত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহা সবিশেষ সৌভাগ্যের কথা। আরও আনন্দের কথা হইতেছে আমাদিগকে ইহাদের অকুণ্ঠিত সাহায্য। ধর্মঠাকুরের মহিমা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে আনিয়া ইঁহার, পরম আগ্রহে নিজেদের “ধর্মের ধন” আমাদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ষাঁহার রূপরামের কাব্যের পুথি দিয়া অথবা তাহা সংগ্রহে সাহায্য করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত আর বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার এবং সমগ্র বাংলা দেশের কৃতজ্ঞতাজন হইয়াছেন এইখানে তাঁহাদের নাম করিয়া আমাদের নতি জানাইতেছি।

আমাদের আদর্শ, বেঙ্গা গ্রামের পুথি, ত্রীযুক্ত পদ্মপতি কুণ্ড ও তদীয় আত্মীয়-স্বর্গের সহায়তায় এবং ত্রীযুক্ত নিরাপদ পণ্ডিতের সৌজন্যে আমরা ব্যবহার করিতেছি। নন্দরদীঘি গ্রামের পুথি ত্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দে-র আন্তরিক চেষ্টায় এবং সংস্কৃতিমান্ ডোম-পণ্ডিত^১ আনকীনাথের উৎসাহে সংগৃহীত হইয়াছে। হরিপুর গ্রামের পুথি পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের প্রাণপাত পরিশ্রমে ও ত্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাস্তের চেষ্টায় পাওয়া গিয়াছে। জগৎপুরের পুথি ত্রীযুক্ত

১। ইঁহার বংশানুক্রমে টোপ চলাইতেছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ ছাত্রও পড়ে। ব্রাহ্মণের জায় পূজা-অর্চনাসহ ইঁহাদের বৈদিক অধিকার।

কালীপদ মণ্ডলের ও শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের দ্বারা এবং শ্রীযুক্ত কেশরনাথ পণ্ডিতের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। পীলখী গ্রামের পুথি শ্রীমান্ অজিতকুমার কুণ্ডুর বিশেষ সন্ধানে ও অবিনাশচন্দ্র পণ্ডিতের সৌজ্ঞেয় অধিগত হইয়াছে। কাজোড়ার পুথি শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়, এম্-এ, সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ধর্মপোতার পুথি শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহায়তায় ও শ্রীযুক্ত স্বর্ষেণ পণ্ডিতের সৌজ্ঞেয় আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ভূমিকায় ধর্মঠাকুরের ও তাঁহার সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রূপ-রামের পরিচয় এবং তাঁহার কাব্যরচনার কালও আলোচিত হইয়াছে এবং আমাদের উপজীব্য পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রূপরামের কাব্যের সমালোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্ত মূলতুবি রহিল।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের তুলিকাম্পর্শে বাঙ্গালার এই প্রাচীন কাব্যটি মণিকাঞ্চনযোগে সৌভাগ্য লাভ করিল। তাঁহাকে আমাদের সন্তক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ, এম্-এ, রূপরামের যাত্রাপথের নকশা আঁকিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমুকুমার সেন

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

সূচিপত্র

ভূমিকা

১ ধর্মঠাকুর ও তাঁহার স্বরূপ	...	১২/০
২ ধর্ম-সাহিত্য	...	৫২/০
৩ ধর্মমঙ্গলের কবি	...	১/০
৪ রূপরাম চক্রবর্তী	...	১১/০
৫ রূপরামের কাব্য-রচনাকাল	...	১৫/০
৬ রূপরামের কাব্যেব পুথির বিবরণ	...	১৫০/০

অশুদ্ধি-সংশোধন

...	২৭
-----	----

সঙ্কেত-অক্ষর

...	২৭
-----	----

রূপরামের ধর্মমঙ্গল

১ বন্দনা পালা	...	১
গণেশ-বন্দনা	...	১
ধর্ম-বন্দনা	...	৩
ঠাকুরাণী-বন্দনা	.	৫
সরস্বতী-বন্দনা	.	৯
বিপ্র-বন্দনা	...	১০
দিগ্-বন্দনা	...	১২
আত্মকাহিনী	.	১৮
২ স্খাপনা পালা	...	২২
৩ আত্ম ঢেকুর পালা	...	৩৭
৪ রঞ্জার বিবাহ পালা	...	৫৮
৫ লুইচন্দ্র পালা	...	৭৫
৬ শালে-ভর পালা	...	৮৭
৭ লাউসেন-জন্ম পালা	...	১০২
ঐ পরিশিষ্ট	...	১১২
৮ লাউসেন-চুরি পালা	...	১২৫

ভূমিকা

১ ধর্মঠাকুর ও তাঁহার স্বরূপ

ধর্মঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব একটি প্রাচীনতম অমুঠান। আধুনিক সময়ে ইহা পশ্চিম বঙ্গে—অর্থাৎ বর্দ্ধমান-বিভাগে—সীমাবদ্ধ। ভাগীরথীর খাত সরিয়া যাওয়ার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরের অনেকখানি অংশ এখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইসব অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও অবলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু একদা যে এই পূজা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্তিতে যে “দেল” (অর্থাৎ দেউল) ও “পাট” পূজা হয় তাহা ধর্মঠাকুরের গাজনের অমুঠান বিশেষের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। বগুড়ায় যোগীর ভবনে ধর্মঠাকুরের “গাদি” এখনও বর্তমান।

বাঙ্গালার পশ্চিম-উত্তর সীমান্তের বাহিরেও ধর্ম-পূজার ক্রীণ চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। বিহারে যে “ছট্-পরব” (যজ্ঞী-পর্য) ব্রত প্রচলিত আছে তাহার অমুঠানের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার কোন কোন অমুঠানের আশ্রয় মিল আছে। পার্থক্যও কম বিশ্বয়জনক নয়। ধর্ম-পূজার সঙ্গে লাউ গাছের ও লাউ ফলের একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ছট্-পরবে ব্রতধারিণীকে ব্রতের দিনে লাউ খাইতে হয়, আর ধর্মঠাকুরের গাজনে পুত্রৈষিণী ত্রিভিনীকে লাউ খাইতে এবং লাউ গাছ পুতিতে নাই। কোন কোন স্থানের গাজনে লাউ-চারা পোতা অমুঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।^১ ধর্মঠাকুরের গাজনে “সান্নজাত” বা “সান্জাত”, ছট্-পরবে “সঞ্জৎ”।

ধর্মঠাকুরের সাহিত্যে যে বিশিষ্ট সৃষ্টিপত্তন কাহিনী পাওয়া যাইতেছে তাহার সঙ্গে ঋগবেদের দশম মণ্ডলের ১২২ সূক্তের সঙ্গে সর্বিশেষ ঐক্য আছে। আবার এই “নাসদীয়” সূক্তের সঙ্গে পলিনেশীয় জাতিদের বিশিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্বাস্যবহ সামঞ্জস্য আছে। ইহা হইতে এই অমুঠান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে ধর্ম-পূজার মৌলিক রূপ এদেশে অষ্টিক জাতির দ্বারাই আমদানি হইয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের এই পূর্ব প্রান্তে আর্ধ্য ধর্ম-অমুঠানের মিশ্রণে এই ক্রীণ অনার্য্য বীজ ধর্মঠাকুরের পরিপুষ্ট ব্যক্তিত্বে ও ঘরভরা গাজনের সাড়ম্বর অমুঠানে পরিণত হইয়াছে।

মধ্য ভারতের আদৌ দ্রাবিড়ভাষী (অধুনা প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষী) গোণ্ডিগের পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মায়নের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। উভয় কাহিনীর মূল যে একই জুহাতে সন্দেহ নাই। গোণ্ডিগের কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।^১

সৃষ্টির পূর্বে বিশ্ব ছিল জলময়। ভগবান্ একটি পদ্মপত্রের উপর বসিয়া ভাসিতেছিলেন। তাঁহার পাশে ছিল ভক্ত সহদেব পণ্ডিত পর্বতপ্রমাণ পৃথি হাতে করিয়া। পৃথিবী সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ তাঁহার গা হইতে এক বিন্দু মলা তুলিয়া একটি কাক সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্থলের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ছয় মাস ঘুরিয়াও কাক স্থলের সন্ধান পাইল না। তাহার বসিবার স্থান এবং খাদ্য-পানীয়ও মিলিল না। চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর জলের মধ্যে ছিল এক বিরাট কূর্ম, নাম চক্রমল ছত্রী। তাহার পা ছিল সমুদ্রের তলায়, মাথা ঠেকিয়াছিল আকাশে। কূর্মের হাতের উপর গিয়া কাক বসিলে কূর্ম বলিল, ‘কে তুমি? আমি বারো বছর অনাহারে আছি। তোমাকে খাইব।’ কাক বলিল, ‘ভগবান্ আমাকে মাটির সন্ধানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ছয় মাস ঘুরিয়াও সন্ধান পাইলাম না। আমিও ক্ষুধাতুর।’ কূর্ম তাহাকে বসিতে বলিয়া মাটির সন্ধানে অতলে ডুব দিল।

সমুদ্রের তলায় নামিয়া কূর্ম জানিল যে নল রাজা ও নল-রাণী পৃথিবীকে খাইয়া ফেলিয়া নরকে চলিয়া গিয়াছে। কূর্ম সেখানে গিয়া দেখিল যে পৃথিবীকে গিলিয়া তাহারা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। কূর্ম গিয়া তাহাদের গলা টিপিয়া ধরিলে তাহারা এক দলা মাটি উগবাইয়া দিল। দলাটুকু কূর্ম কাকের হাতে ভপবানের কাছে পাঠাইয়া দিল এক চিঠি দিয়া। মাটি পাইয়া ভগবান্ তাহা সাত টুকরা করিলেন এবং পদ্মপত্রের আসন ছিঁড়িয়া তাহাতে সাতটি বাটি করিয়া প্রত্যেক বাটিতে এক এক টুকরা রাখিয়া দিলেন। আটদিন পরে সেগুলি বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি সেই মাটি মছন করিতে লাগিলেন আটদিন ধরিয়া। মাটির টুকরাগুলি আশামুরূপ বাড়িতেছে না দেখিয়া ভগবান্

^১ *Songs of the Forest : The Poetry of the Gonds*, Shamrao Hivale and Verrier Elwin, 1935, পৃ ১৮-২২ জট্টয়া। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা *B. C. Law Commemoration Volume*-এ প্রকাশিত হইবে।

সহদেব পণ্ডিতকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহদেব পণ্ডিত পুণি খুলিয়া বসিল। আট দিন নয় রাত্রি লাগিল শুধু প্রথম পাতাটি পড়িতে। পুণির প্রথম পাতা পড়িয়া পণ্ডিত উপদেশ দিল পবনের সাহায্য লইতে। পবন আসিয়া বাটির মাটি নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে লাগিল আর ঠাকুর মনন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে পৃথিবী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইল। তাহার পর উদ্ভিদ, গোরু ও অজ্ঞান পশু, এবং মানুষ।

এই কাহিনীর শেষ অংশে যে শস্ত্র-উৎপত্তির বর্ণনা আছে তাহার সঙ্গে ধর্মায়নে (এবং শিবায়নে) প্রোক্ত ধানের জন্মকথার কিছু কিছু মিল আছে। গোণ্ড-কাহিনীতে লুইচন্দ্র-আখ্যায়িকা ও ধান্ধ-উৎপত্তি-আখ্যায়িকা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথবা এমনও হইতে পারে যে উভয় আখ্যায়িকা মূলতঃ অভিন্ন ছিল এবং সেই অভিন্ন মৌলিক কাহিনীর বীজ গোণ্ডের পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

শিক্ষিতসমাজে ধর্মঠাকুরের পরিচয় প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ধর্মঠাকুরের পূজায় বাকলা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি প্রদর্শন করিয়া।^১ এদেশে তখন সবেমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের ও পালি সাহিত্যের চর্চা শুরু হইয়াছে। ষাঁহারা ইংরেজির সাহায্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও ভারতীয় বিস্তার আলোচনা করিতেন তাঁহার সেকালের ফ্যাশন অনুসারে প্রাচীন সব কিছু প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্ম অথবা তথাকথিত বৌদ্ধ যুগে টানিয়া লইয়া যাইতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও এই “বৌদ্ধ” মোহ কাটাইতে পাবেন নাই। তাঁহার পুণি-সংগ্রহকারীর কাছে ধর্মপূজাপদ্ধতির দুইটি অর্ধাচীন পুণি পাইয়া তিনি সহজেই “বৌদ্ধ” কাদে পড়িলেন। সেই হইতে আজিও আমরা ধর্মঠাকুরের কিছুমাত্র খোঁজ না রাখিয়া বলিতেছি—ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা!

শাস্ত্রী মহাশয়ের ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অনুমান নির্ভর করিয়াছে এই কয়টি স্ত্রের উপর :

১। Proceedings for December 1894, p. 135; Journal, Pt. I, no. 1, pp. 55-61, pp. 65-68. বাকলা ভাষায় এই মত তিনি প্রচার করিয়াছিলেন প্রথমে সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৯০৪) “ধর্মরত্ন” প্রবন্ধে।

(ক) শ্রুতপুরাণে ধর্মের ধ্যানলোকে^১ ধর্মঠাকুরকে বলা হইয়াছে “শ্রুতমূর্তি” এবং “নিরঞ্জন”,

(খ) ধর্ম-পূজার একটি ছড়ায়^২ ধর্ম-উপাসকদিগকে “সদ্ধর্মী” বলিয়া উল্লেখ,

(গ) অপর একটি ছড়ায় “সিংহলে” ধর্মদেবতার “বহুত সনমান”-এর উল্লেখ,^৩

(ঘ) ধর্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধ চৈত্যের প্রতিরূপ।

এই চারিটি স্মৃতি যে নিতান্ত ক্ষীণ এবং যে আদৌ ভারসহ নয় তাহা একে একে দেখাইতেছি।

(ক) ধর্মপূজাবিধানে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে বহুস্থলে নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। এখানে “নিরঞ্জন” ও “শ্রুত” শব্দের অর্থ নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। ধর্মঠাকুর ধবলমূর্তি, তাই তিনি নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন। ধর্মঠাকুর সূর্য্যদেবতা। সূর্য্যদেবও “শ্রুতদেহ” এবং নিষ্কলঙ্ক ও নিরাকার।^৪ বাঙ্গালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের অপভ্রংশ গানে পাই—“স্মরণ নিরঞ্জন পরম পহু”। ইহা বৌদ্ধ সহজযানের উপর ধর্ম-পূজার প্রভাব জ্ঞাপন করিতে পারে। নাথপন্থী শৈবেরাও “শ্রুত” ও “নিরঞ্জন” শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইটি শব্দের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন মৌলিক সংঘর্ষ ধরা চলে না।

বস্তুতঃ বৌদ্ধ সহজাচারের সঙ্গে ধর্ম-পূজার কিছু সাক্ষাৎ সংঘর্ষ মিলিয়াছে। চর্যাপদে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের যে সাধনরহস্য বিবৃত হইয়াছে তাহার একটু প্রতিক্রিয়া পাইয়াছি ধর্মঠাকুরের গাজনের অস্থান বিশেষের ছড়ায়। সহজাচার্য্য কাকুপাদ লিখিয়াছিলেন,

নগর বাহিরি রে ডোখি তোহোরি কুড়িআ

ছোই ছোই যাইসি বান্ধগ নাড়িআ।

ঘরভরা গাজনের শেষ অস্থান ঘরভাঙ্গার ছড়ায় পাইতেছি,

পথুর-পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া,

ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।

নাথ শৈবাচার্য্যেরাও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ধর্মের গাজনে আদি-নাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ এই চারি সিদ্ধার উদ্দেশে ফুল দিতে

১। ধর্মপূজাবিধান পৃ ৭০।

৩। শ্রুতপুরাণে মুদ্রিত “নিরঞ্জনের রূপা” জটুবা।

২। ঐ পৃ ৫৭, ১৩৭।

৪। ধর্মপূজাবিধান পৃ ৫২, ১৫১।

হয়। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মপুরাণে মীননাথের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামদাস আদ্যক ধর্মঠাকুরকে শূন্তনাথ বলিয়া তাঁহার দেহভঙ্গ্য হইতে পাঁচ সিদ্ধার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।^১ বিজ্ঞ শত্রুয়ের নিবন্ধে নাথপন্থার সঙ্গে ধর্ম-পূজার মিলন দেখা যায়।

(খ) “নিরঞ্জনের কৃপা” ছড়ায় “সদ্বর্মায়ে করয়ে বিনাশ” এই ছত্রে “সদ্বর্মা” পাঠ সম্পূর্ণরূপে কল্পিত। আমাদের সংগ্রহে আট দশখানি “শূন্তপুরাণ”—এর পুথি আছে। কোথাও এই পাঠ নাই। আছে “সদ্বর্মেতে করিএ পয়ান” কিংবা “সাদ্বজনে করয়ে বিনাশ”, অথবা “সদ্বর্মায়ে (অর্থাৎ অধর্মীর বিপরীত—ধার্মিক ব্যক্তিকে) করয়ে বিনাশ”। শূন্তপুরাণের উপজীব্য পুথিতেও এই পাঠই আছে।

(গ) “সিংহলে” পাঠ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন অতএব ভ্রান্ত। “ধর্মদেবতা” পাঠ অজ্ঞানপ্রসূত। অনেক সময় ছত্রের কিংবা পাতার শেষে পুথি-লেখক ধর্মঠাকুরের নাম অথবা “ত্রীশ্রীধর্ম” এইরূপ লিখিতেন। শূন্তপুরাণের সম্পাদকের উপজীব্য পুথিতে এইরূপ “ধর্মদেবতা” লেখাটিকে মূলের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।^২

(ঘ) ধর্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধ চৈতন্য নহে, কৃষ্ণ-মুক্তি। কৃষ্ণের উদ্গত চারি পা ও মুখকে শাস্ত্রী মহাশয় চৈতন্যস্থিত পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ ধর্মঠাকুরের আসন এবং প্রতীক। কৃষ্ণমূর্তির পিঠে প্রায়ই ধর্মের পাদুকা অথবা পদচিহ্ন আঁকা থাকে।

উলুকবাহনঃ ধর্মং দেবং তেজোময়াত্মকম্।

ইদানীং কৃষ্ণপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ নমোহস্ত তে ॥^৩

হাত পাতিয়ে ধর্ম স্বজিলেন সৃষ্টি।

পাদুকা স্থাপিব লএ কৃষ্ণের পিঠি।^৪

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের অনেক ঐতিহ্য ও কল্পনা ধর্মঠাকুরে পরিণতি লাভ করিয়াছে, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়।

(১) ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য্যদেবতা। ইনি পক্ষিবাহনও বটেন, ধবল-অশ্বযুক্ত রথারূঢ়ও বটেন। বাহন উলুক যমের প্রতীক। যমও সূর্য্যের পুত্র। কৃষ্ণ^৫

১। পৃ ৭, ১০। ২। শূন্তপুরাণ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। ধর্মপূজাবিধান, পৃ ৮৮। ৪। আমাদের সংগৃহীত পুথি।

সূর্যদেবতার প্রতীক। তাই কুর্খ ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ। কঙ্কপের (স্বর্ষাৎ কঙ্কপের) সঙ্গে সূর্যের উপমা শতপথ-ব্রাহ্মণে (৭-৫-১-৫) পাওয়া গিয়াছে।

সূর্যদেবতা উজ্জল শুভ্রবর্ণ, নিকলক। তাঁহার সব কিছুই শ্বেতবর্ণ। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শ্বেতী রোগ হয়। রোগ এবং আরোগ্য উভয়েরই দেবতা সূর্য। ধর্মঠাকুরের ব্যাপার পঞ্চম বেদের অন্তর্গত (“বেদপঞ্চমগোচর”)। আয়ুর্কৌদও পঞ্চম বেদ।

(২) ইনি শ্বেত-অম্বাবোহী (“ধবল-খচর”) সিপাহী-বেশধারী (ঈরানীয়) সূর্য্যও বটেন। এই বেশে তিনি কচিং ভক্তগণ দেখা দিয়া থাকেন।

শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে,

দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে।

মুসলমান আমলে ইনি সহজেই রাজশক্তির প্রতিমূর্তি ধারণ করিলেন।

হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা,

অবশেষে বোলাইলে গোড়ের রাজা।^১

হাতে নিলে তীর কামঠা পায়ে দিয়া মোজা,

গোঁড়ে বলান গিয়া ধর্ম মহারাজা ॥^২

ইহার প্রীতি টাপা ফুলে ও টাপা কলায়। গাজনের বিস্তৃত অস্থ্যানে ধর্মঠাকুর রাজচক্রবর্তী বটেন। তাই ইহার পরিকরবর্গের মধ্যে প্রাচীন ভারতেব পদিক-দ্বিগের নাম ও উপাধি পাইতেছি। যেমন, মহারানা, পট্টমহাদেবী, মহাপাত্র, পড়িহার (প্রতীহার), উঠাসিনী (ঔখিতাসনিক), ধামাতকনী (ধর্ম্মাধিকরণিক), শান্তিবিগ্রহী (সান্ধিবিগ্রহিক), জলহরি (জলভরিক), চামরনেউগী (চামর-নিয়োগী) ইত্যাদি নাম পাইতেছি। ধর্মঠাকুরের মূল সেবকের নাম পণ্ডিত, সহায়িকার নাম আমিনী (আম্মায়িকা)।

পুরাণপ্রোক্ত শ্বেতবর্ণসমী নিকলক বা কঙ্ক অবতার এই কল্পনারই রূপান্তর।

নয় মুরুতে গোসাঞি কলকিনী রূপ,

কলক মারিয়া বুলে ঘোড়ায় রাউত।^৩

১। আম্মাদের সংগৃহীত পুথি।

২। ধর্মপূজাবিধান, পৃ ২১৫।

৩। ধর্মপূজাবিধান পৃ ২১৬।

(৩) বৈদিক বরুণদেবতা। ইনি পুত্রবর-প্রদানকারী এবং পশু-ও নর-বলি-প্রিয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যে রোহিত-শুনঃশেক কাহিনী আছে তাহারই অর্কাটীন সংস্করণ পাইতেছি ধর্মমন্ডলের লুইচন্দ্র পালায়। বেদে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, ধর্মমন্ডলে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লোহিত (অর্থাৎ রোহিত)-চন্দ্র। ‘ঘরভরা’ (অর্থাৎ পুত্রলাভ) গাজন ইহারই প্রীতিকল্পে পুত্রোষ্টি যজ্ঞ। গাজনে যে ছাগ বলি দেওয়া হয় তাহা বরুণেরই উদ্দেশ্যে। বলিও দেওয়া হইত বৈদিক প্রথামত। বলির পূর্বে পশুবন্ধন স্তম্ভের ও বরুণপাশের পূজা হয়।^১

(৪) ডোম চাঁড়াল প্রভৃতি ঘোঁড়া জাতির রণদেবতা। ইহার নৈবেদ্য মত্ত, মাংস, পিষ্টক। অনেক স্থানে গাজনে এখনও ধর্মঠাকুরকে মত্তে স্নান করানো হইয়া থাকে। গুড়পিঠা তো দিতেই হয়। হাঁস, ছাগ ও শূকর বলি হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানে ধর্মঠাকুরের যে নাম পাওয়া যায় তাহা হইতেও বোঝা যায় যে ইনি রণদেবতা ছিলেন। যেমন—যাত্রাসিদ্ধি, ফতেসিংহ, দলুরায়, বাঁকুড়ারায় ইত্যাদি। ধর্মঠাকুরের আসল পূজারী হইতেছে ডোম, চাঁড়াল, ধোপা, বারুই, গুড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতি। ধর্মঠাকুরের এই আদিম রূপকে লক্ষ্য করিয়াই বৃন্দাবনদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

মত্ত মাংস দিয়া কেহ যক্ষ-পূজা করে।

(৫) অনার্য দেবতা যিনি কুচ্ছ সাধনে, দৈহিক নির্যাতনে—শালে ভর দিলে—পরিতুষ্ট হন। স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিলে (“হাকন্দ সেবন” করিলে) ইহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

(৬) অনার্য শিলাদেবতা। শালগ্রাম পূজা ইহারই প্রকারভেদ। শালগ্রাম শিলা বর্ন্তুল, ধর্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ (অর্থাৎ মোটামুটি কচ্ছপ আকার)।

(৭) সন্ন্যাসী অথবা ফকীর মুক্তিধারী দেবতা। ইনি শনিবারে ঠিক দুপুর বেলা ভক্তগণকে অমুগ্রহ করিয়া দেখা দিয়া থাকেন। রূপরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা,

সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা।

গলায় চাপার মালা আসা-বাড়ি হাথে

ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম দাণ্ডাইল পথে।

সীতারাম দাস বলিয়াছেন,

সীতারাম দাস গান ধর্মের চরণে,

ফকীরের বেশে ধর্ম দেখা দিল বনে ।

উত্তর ও দক্ষিণপশ্চিম রাঢ়ে এখনও শেওড়া, নিম ও অম্বরূপ গাছের তলায় শনিবার ঠিক দুপুর বেলায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। অগ্রে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা না হইলে ধর্মের পূজা আরম্ভ হইতে পারে না।

ধর্মঠাকুরের এই সন্ন্যাসী-ফকীর রূপকল্পনা হইতে পরবর্তী কালে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।

(৮) ধর্মঠাকুরের আদিমতম রূপ যাহাই হউক না কেন, যে রূপে তাঁহাকে পাইতেছি তাহা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট। তাই যে-রূপে তিনি সূর্য্যদেবতা সে-রূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্মঠাকুরের সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে মহাবিষ্ণু-রূপেই বিশেষভাবে পাইতেছি। আর যে-রূপে তিনি কুচ্ছ সাধক ব্রাহ্মণ্যদের উপাস্ত সে-রূপে তিনি শিবের স্বরূপ লাভ কবিয়াছেন। এইজন্য অনেক স্থানে ধর্মের গাজন এখন শিবের গাজনে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং ধর্মঠাকুরের প্রথম সৃষ্ট আত্ম অম্বরূপ নীল (অর্থাৎ উলুক) শিবের গাজনে নীলাবতী রূপ ধারণ কবিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে ধর্মঠাকুর প্রায়ই বিষ্ণুর কিংবা শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

(৯) ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া সেকালের তাবৎ স্থানীয় দেবদেবী পূজাভাগ পাইয়াছিলেন। বাসলী (অর্থাৎ কালী), জাম্বুলী (অর্থাৎ মনসা), ভগবতী (পর্কটবাসিনী গো-রক্ষিণী দেবতা), পণ্ডাস্বর (পুণ্ড্রাস্বর, অর্থাৎ আখবাড়ির দেবতা), লৌহজজ্ঞ (লৌহকারদিগেব দেবতা)^১, ডামরশত্রু (ডামরস্বামী), প্রভৃতি যাবতীয় ডাকিনী শাকিনী যক্ষ রক্ষ ক্ষেত্রপাল ইত্যাদি উপদেবতা ধর্মের আবরণ-দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন।^২ ধান-চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও কাংস্ত কার্য প্রভৃতি তাবৎ দেশীয় বৃত্তি (industry) ধর্মঠাকুরের গাজন উপলক্ষ্যে বহুমানিত হইয়াছিল।^৩ স্মৃতিরূপে সব-রকমে বাঙ্গালা দেশের আদিম সংস্কৃতি ধর্মপূজার মধ্যে সংহত হইয়াছিল।^৪

১। শাস্তিপুত্রের অদ্বৈত লোহাজজ্ঞ দেবতা আছেন। ইনি এমন শক্তিরূপে পূজিত হইতেন।

মহাভারতে ও পুরাণে ধর্মরাজ যমের নামান্তর। যম সূর্যের পুত্র। এখানে “ধর্ম” এই নামের সঙ্গে সূর্যপূজার প্রাচীন যোগাযোগ পাইতেছি। যমের ভগিনী যমুনা, তাঁহার বাহন কূর্ম। কূর্মের উপর দণ্ডায়মান যমনার প্রাচীন মুষ্টি পাওয়া গিয়াছে। এখানে সূর্য-পূজার সঙ্গে কূর্মের আর একটি যোগসূত্র মিলিতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে “ধর্ম” শব্দটি কূর্ম-বাচক কোন প্রাচীন অনার্য (কোল-জাতীয়) শব্দের সংস্কৃত রূপ। হয়ত এই রূপ “দডম্” বা “দরম্” ছিল। এই সঙ্গে কূর্ম-বাচক “দুডী” বা “দুলি” শব্দ লক্ষণীয়। এই শব্দ অশোক-অনুশাসনে এবং চর্যাপদে পাওয়া গিয়াছে।

২ ধর্ম-সাহিত্য

ধর্মঠাকুর-সম্পর্কীয় রচনা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে “শূন্যপুরাণ”-জাতীয় ধর্মপূজাবিধান নিবন্ধগুলি। “শূন্যপুরাণ” নামে যাহা নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩১৪) তাহা দুইতিনখানি খণ্ডিত ধর্মপূজা-বিষয়ক কড়চা মাত্র। “শূন্যপুরাণ” নামটি চমকপ্রদ ও বুদ্ধগম্ভীর হইলেও যথার্থ নয়। আমরা অনুরূপ আটদশখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু কোথাও এই নাম পাই নাই। কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র সৃষ্টিবর্ণনার পুঁথিতে “শূন্যশাস্ত্র” এই নাম পাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিতত্ত্বটুকুই যথার্থ “শূন্যশাস্ত্র” বা “শূন্যপুরাণ”, কেন না শুধু এই অংশে শূন্য (বৈদিক “তুচ্ছ”) হইতে সৃষ্টির অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশ “সৃষ্টিপুরাণ” নামেও চলে।

ধর্মপূজা-সম্পর্কীয় নিবন্ধগুলির আসল নাম হওয়া উচিত “রামাই পণ্ডিতের কড়চা”। প্রত্যেক ছড়ার বা পদের ভূমিতায় “রামাই” বা “শ্রীযুত রামাই” নাম পাই। রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না বলা কঠিন। তবে ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত যে এই নাম বা উপাধি ধারণ করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ধর্মপূজাবিধান নিবন্ধগুলিতে আছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আছে। আবার ইহা প্রাচীনতম মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেও দেখা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের লেখাতেও এই বর্ণনা পাইয়াছি। লুইচন্দ্র (বা হরিশ্চন্দ্র) পালা ধর্মপূজাবিধানে এবং ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। মনে হয়, এই কাহিনীটি ধর্মঠাকুরের আদি উপাখ্যান, এবং রামাই পণ্ডিতের নাম এই উপাখ্যানের সঙ্গেই যুক্ত। সদা ভোমের কাহিনী এই উপাখ্যানের উপক্রমণিকা।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল

ধর্মপূজাবিধানে অনেকগুলি ছড়া আছে। তাহার কতকগুলি হইতেছে দেহতত্ত্ববিহীন হৈয়ালী অর্থাৎ “বোলান” বা যোগশিক্ষাবিহীন প্রাক্তান্তরমালা। দেবোপাসনায় বা যজ্ঞকার্যে এইরূপ ছড়া-কাটাকাটি খুব প্রাচীন প্রথা। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববহু আর ঋত্বিকের মধ্যে এইরূপ “ব্রহ্মোক্ত” হইত। ব্রহ্মোক্তের ভাব ঘাহাই হউক ভাষায় শ্রীলতার গণ্ডী সর্বত্র রক্ষিত হইত না। পরবর্ত্তী কালে বাকো-বাক্যের নিদর্শন পাই মহাভারতের বনপর্বে বক-মুখিষ্ঠির-সংবাদে। বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীতেও ইহার নিদর্শন আছে। বাংলায় ধর্মপূজার বাহিরে বোলানের নিদর্শন আছে নাথপন্থীদের কড়চা গ্রন্থে। তরঙ্গায় ও কবিগানে ইহার অন্ততর পরিণতি ও পর্য্যাবসান হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে নিরঞ্জন-পন্থী (নাথ-পন্থী) শৈব যোগীদের কড়চায় বাংলা “বোলান” ও হৈয়ালীর অমুবাদ বা প্রতিধ্বনি পাইতেছি। নিয়োক্ত ছত্রগুলির মূল নিঃসন্দেহ বাংলা।

গোরক্ষ—(স্বামী !) কোন দেখিবা কোন বিচারিবা কোন লে ধরিবা সার।

কোন দেখি মন্তক মুড়াইবা কোন লে উত্তরিবা পার ॥

মচ্ছিন্ন—(অবধু !) আপা দেখিবা অনত বিচারিবা তত লে ধরিবা সার।

গুরুকা শব্দ দেখি মন্তক মুড়াইবা ব্রহ্মজ্ঞান লে উত্তরিবা পার ॥^১

কয়েকটি ছড়ায় ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত আছে। “নিরঞ্জনের উদ্ভা” এই ধরণের ছড়া। আমাদের সংগৃহীত পুথিতে “ঘরভাঙ্গা”-র ছড়াও এই শ্রেণীর। কোনও এক বিরাট ধর্মের দেউল বিধ্বস্ত হইয়াছিল বিদেশী বিধর্মী সৈন্তের আক্রমণে। হয়ত এই স্থান ছিল জাজপুর (উড়িষ্যায় অথবা দক্ষিণরাঢ়ে)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে ধর্মমঙ্গল বা ধর্মায়ন কাব্য। কশ্যপ-নন্দন লাউ-আদিত্য লাউসেন রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র কীর্্তি দেখাইয়া অবশেষে হাকন্দ সেবন দ্বারা পশ্চিম-উদয় করাইয়া মর্ত্যভূমিতে ধর্মঠাকুরের পূর্ণ পূজা উদ্‌ঘাপন করিয়াছিলেন—ধর্মায়ন কাব্যের ইহাই মূলকথা। ধর্মমঙ্গল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট মৌলিক ধারা। ইহাকে আশ্রয় করিয়া বাংলা দেশের ঐতিহ্য লোকগাথা এবং উপকথা মহাকাব্যের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।
✓ বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বীররসের অভিব্যক্তি ধর্মমঙ্গল কাব্যেই হইয়াছে।

১। মচ্ছিন্ন-গোরখবোধ [গোরখ-বাণী, ডাক্তার গীতাধর দত্ত বড়ুখোয়ালা সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্যসম্মেলন প্রায়গ হইতে প্রকাশিত], পৃ ১৮০। শ্রীযুক্ত হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ছবিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

“মঙ্গল” শব্দের অর্থ দেবতার বন্দনোগীতি বা তত্বপলক্ষ্যে গীত কাহিনী। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে দেবতার মাহাত্ম্যসূচক বিস্তৃত কাহিনী-কাব্য বুঝাইতে। ধর্মের মাহাত্ম্যপ্রাপক কাব্য তাই ধর্মমঙ্গল অনাদিমঙ্গল, অনাত্মমঙ্গল, নিরঞ্জনমঙ্গল—কচিং রামায়ণের অনুরূপে ধর্মায়ন— ইত্যাদি নামে প্রথিত হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গল কৃষ্ণমঙ্গল-শ্রেণীর কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল শ্রেণীর নয়। অর্থাৎ ইহাতে অগ্নি দেবদেবীর উপাসকের উপর নির্ভাতন অথবা অনিচ্ছুরের নিকট জোর করিয়া পূজা আদায়ের চেষ্টা নাই। শুধু ঢেকুর পালাতেই দেবদেবী-বিরোধের কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহা কাহিনীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধর্মমঙ্গল-কাহিনী ঐতিহাসিক নয়। কাব্যের কোন পাত্র-পাত্রীকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না, যদিও কচিং লাউসেনকে বজ্রালসেনের বংশধর বলা হইয়াছে। তবে ইহাতে বাঙ্গালার কিছু রাষ্ট্রিক এবং অনেকটা সামাজিক ইতিহাসের প্রতিবিম্বন হইয়াছে। এই প্রতিবিম্বন রূপরাম ও শ্রীশ্রাম পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীনতর কবির লেখায় ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। খেলারাম ধর্মমঙ্গলকে “গৌড়-কাব্য” বলিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য (epic) বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।

৩ ধর্মমঙ্গলের কবি

রূপরাম চক্রবর্তী ছাড়া আমরা আঠার জন ধর্মমঙ্গল কবির হৃদিশ পাইয়াছি। তন্মধ্যে খেলারাম চক্রবর্তী ছাড়া আর সকলেই কাব্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। ধর্মমঙ্গলের কবিরা সকলেই রাঢ়ের লোক। সহদেব চক্রবর্তীর কাব্যের নামাস্তর ধর্মমঙ্গল হইলেও ইহা ধর্মমঙ্গল কাব্যের পর্যায়ে পড়ে না বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না। তথাকথিত “আদি কবি” ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাল্পনিক বস্তু।^১

(ক) শ্রীশ্রাম পণ্ডিত

শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ পুঁথির খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। আমাদের কাছে যে খণ্ডিত পুঁথি আছে তাহাই প্রাচীনতম। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি

পুরাপুরি শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের নয়। ইহা ধর্মদাসের কাব্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রতিলিপি মাত্র। পুথির প্রথম দিকেই শুধু মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ভনিতা আছে। খণ্ডিত পুথির ভাষা ও বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে যে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্য রূপরামের কাব্য হইতেও প্রাচীনতর। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত উত্তর রাঢ়ের, সম্ভবতঃ সেনভূম পরগনার, অধিবাসী ছিলেন।

(খ) খেলারাম চক্রবর্তী

খেলারামের কাব্যের পুথি হারাধন দত্ত ছাড়া কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।^১ দত্ত মহাশয় বদনগঞ্জের নিকট শ্যামবাজার গ্রামে দলুয়ায় ধর্মঠাকুরের পূজারী জেলে পণ্ডিতদের বাড়িতে খেলারামের পুথি দেখিয়া তাহা হইতে যে কয় ছত্র তাঁহার “গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত” প্রবন্ধে^২ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাই খেলারামের কাব্য আলোচনায় আমাদের একমাত্র সম্বল। উদ্ধৃতিতে আমরা কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে এইরূপ নির্দেশ পাই

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন,
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।

ইহা হইতে ১৪৪২ শকাব্দ (ভুবন বায়ু শক) অর্থাৎ ১৫২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দ অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু “ভুবন শকে বায়ু”—এইরূপ প্রয়োগবীতি সাধুও নয় চলিতও নয়। উদ্ধৃত পৃষ্ঠ ভ্রান্ত বলিয়া আমাদের নিশ্চিত ধারণা। খেলারামের সুপ্রাচীনত্বের বিক্ষেপে একটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রাচীন দেবদেবীর মঙ্গল কাব্য প্রায়ই বহুলপ্রচারিত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য। খেলারাম ষোড়শ শতাব্দীর কবি হইলে তাঁহার কাব্যের আসল অথবা ভেজাল পুথি নিশ্চয়ই লুপ্ত হইত না। রূপরাম সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। তাঁহার কাব্যের পুথি পাওয়া যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত।

খেলারামের পুথির অল্পসঙ্খ্যানে আমরা তাঁহার বাসভূমি ভাবুরসে-পশ্চিমপাড়া গ্রামে পিয়াছিলাম। সেখানে একখণ্ড পতিত ভূমি খেলারামের বাস্তু বলিয়া

১। মণেন্দ্রনাথ বসু খেলারামের কাব্যের একাধিক পুথি দেখিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন [বিদ্যকোষ, অষ্টাদশ ভাগ, পৃ ৩৫]।

২। জগৎকৃষ্ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, পৃ ৩৪৬-৪৭ ত্রুটয়।

নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে এক বৃক্ষের মুখে খেলারাম-স্বাক্ষীর এই পদ্যার
শ্লোকটি শুনিয়াছিলাম :

খেলারাম চক্রবর্তী শণ কাটছেন বসে,
ধর্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে।

বলা বাহুল্য উক্ত ছত্র দুইটির ভাষা একান্তভাবে আধুনিক।

(গ) রামদাস আদক

রামদাস আদক রূপরাম চক্রবর্তীর পরবর্তী কবি। ইঁহার কাব্য রচিত
হইয়াছিল ১৫৮৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে।^১ রামদাসের ধর্মমঙ্গল বলিয়া
যাহা ছাপা হইয়াছে তাহার বারো আনাই ভেজাল।^২ ভেজালের অধিকাংশ
আবার রূপরামের কাব্য হইতে নেওয়া। বাকি চারি আনার পাঠও নিতান্ত
আধুনিক। রামদাসের মূল পুথির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। রামদাস ছিলেন
ভূরগুট পরগনার লোক। জাতিতে কৈবর্ত।

(ঘ) সীতারাম দাস

সীতারাম দাসের নিবাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ে ইন্দাসের নিকট স্থখসায়ের গ্রামে।
ইঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখা হয় ১০০৪ মঙ্গ সালে অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।^৩
সীতারাম একটি মনসামঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে
১০১৪ মঙ্গ সাল অর্থাৎ ১৭০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দ।^৪ সীতারামের কাব্যরচনার ইতিহাস
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। সীতারাম কায়স্থ ছিলেন।

(ঙ) ধর্মদাস

শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের মত ধর্মদাস উত্তররাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান
হয়। উত্তররাঢ়ে প্রাপ্ত শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের এবং রূপরামের কাব্যের পুথিতে
ধর্মদাসের রচনা বিস্তর চুকিয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত তথাকথিত
শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের কাব্যের পুথি প্রকৃত পক্ষে ধর্মদাসের। শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের ভনীতা
অল্প অংশেই আছে। এইসব অংশ আবার শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের অল্প পুথির রচনার

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮৫। ২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত (১৯৪৫)। ৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮০। ৪। প্রবন্ধমালা ১ (বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা),
পৃ ১৯।

সঙ্গে মেলে না। বিশ্বভারতীর পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ হইতেছে ১৬২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাই ধর্মদাসের কাব্যরচনাকালের নিম্নতম সীমা।

এই পুঁথি হইতে ধর্মদাসের এই টুকুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় যে তিনি ছিলেন জাতিতে বেনে, আর তাঁহার নিবাস ছিল বসর গ্রামে।

ধর্মদাস বণি র রচন স্থসার,
প্রভুর পিরী - হরি বল একবার। [পৃ ২৬ ক]
বাছা ধর্মদাস গীত করিল রচন। [পৃ ১৭২ খ]
ধর্মদাস বণিকের সরস রচন। [পৃ ২১৬ ক]
রচিল ধর্মের দাস বসরে যার স্থিতি,
দ্বিজরূপে রূপা যারে কৈল যুগপতি। [পৃ ২৩১ ক-খ]

ধর্মদাস বহুস্থলে নিজেকে “শিশু” বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন-পদতলে করিঞা বিশ্বাস,
রচিল ধর্মের গীত শিশু ধর্মদাস ॥ [পৃ ১০০ খ]
অবধানে শুন সভে ধর্মের পুরাণ,
শিশু ধর্মদাস গীত প্রভুপদে গান। [পৃ ২৩০ ক]
বিরচিল হীনবুদ্ধি শিশু ধর্মদাস। [পৃ ২৪১ খ]

(চ) ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ন

ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্নের নিবাস ছিল বর্দ্ধমানের অল্প দূরে, দামোদরের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর গ্রামে। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের বৃত্তিভোগী ছিলেন। ঘনরামের সম্পূর্ণ কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয় ১২৮৯-৯০ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে। মাসে মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইত। ১২৯১ সালে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। ঘনরামের কাব্যের প্রথম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। ঘনরামের কাব্য রচিত হয় ১৬৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে।

সম্প্রতি ঘনরামের রচিত ‘সত্যনারায়ণরসিন্দু’ অর্থাৎ সত্যনারায়ণের পাঁচালী কাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে।^১

১। প্রকাশক বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ।

রাঢ়ের কবিরা, বিশেষ করিয়া “মঙ্গল” কাব্যের কবিরা, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের ধারা অনুসরণ করিয়া স্বীয় কাব্যরচনা-উপলক্ষ্যে দেবীমুখ্য ও আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ঘনরামের মুদ্রিত কাব্যে এইরূপ আত্মকাহিনী নাই। আমাদের সন্দেহ ছিল যে এই অংশটুকু সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইচ্ছা করিয়া বাদ দিয়াছেন।^১ সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি, মূল কাব্যে আত্মকাহিনী ছিল। ঘনরামের কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি দেখি নাই, সুতরাং আত্মকাহিনীর মূল বর্ণনা পাই নাই। তবে কৃষ্ণপুরের নিকটবর্তী নাড়ুগ্রাম-নিবাসী ধর্মমঙ্গল-গায়ন শ্রীযুক্ত অমলাচরণ পণ্ডিতের নিকট ইহার গল্লাংগ অবগত হইয়াছি।^২

ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা। কবি সবিশেষ রামভক্ত ছিলেন।

(ছ) রামচন্দ্র বাঁড়ুজা

আমোদর-তীরবর্তী চামোট গ্রাম-বাসী রামচন্দ্র বাঁড়ুজা ১০৩৮ মল্লাঙ্গে অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চামোট বাঁড়ুজা জেলায় বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত। কবির পিতার নাম জীবন, মাতার নাম মহামায়া। রামচন্দ্রের কাব্যের প্রথমার্দ্ধ (কানডার সম্বন্ধ পালা অবধি) সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকার সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে ব পরিশিষ্টরূপে ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। মল্লভূমে রামচন্দ্রের কাব্যের প্রসার অল্প হয় নাই।

(জ) নরসিংহ বসু

বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে দামোদরের দক্ষিণ ভাগে শাখারী গ্রাম-নিবাসী নরসিংহ বসু ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সম্ভবতঃ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতার নাম নবমল্লিকা।^৩

(ঝ) হৃদয়রাম সাউ

হৃদয়রাম সাউ বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। ইহার কাব্য লেখা হয় ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। হৃদয়রামের কাব্যের একটিমাত্র পুথির সন্ধান পাওয়া

১। প্রথম সংস্করণে (প্রথম খণ্ড ১২৮৯) এইস্থলে তারকাচিহ্ন থাকায় এই সন্দেহ দূরতর হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (চতুর্থ সংস্করণ) ক্রষ্টাব্দ।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (চতুর্থ সংস্করণ) ও সংবাদ (শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৮) ক্রষ্টাব্দ।

সিঁয়াছে। ইহা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত নারদ্র গ্রামের নিকটবর্তী উচকরন গ্রামে আছে।^১ কদম্বরাম জাতিতে শুঁড়ি।

(এ) প্রভুরাম মুখুটি

মল্লভূমেব অধিবাসী প্রভুরাম মুখুটির কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথি ১০৭৩ মল্লান্দে অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অহুলিখিত হইয়াছিল।^২ প্রভুরামের পিতার নাম জানকীরাম।

(ট) শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র

শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ্বে মল্ল-রাজ গোপালসিংহের অন্ত্যতম সভাকবি ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাহার মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছে ভাগবতামৃত বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। কবিচন্দ্র একখানি ছোট ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি দেখি নাই।

(ঠ) গোবিন্দরাম বাঁড়জ্যা

গোবিন্দরাম বাঁড়জ্যার ধর্মমঙ্গল কাব্যের ১০৭১ মল্লান্দে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অহুলিখিত পুথির উল্লেখ পাওয়া যায়।^৩

(ড) মাণিকরাম গাঙ্গুলি

মাণিকরাম গাঙ্গুলি নিবাস ছিল হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহা—আধুনিক বেলটে—গ্রামে। ইহার কাব্যরচনাকাল হইতেছে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে।^৪ মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের পুথি পণ্ডিত দিয়া নকল কবাইয়া লইয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই নকল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩১২ সালে। আমরা মাণিকরামের কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাইয়াছি। এই কাব্যের পুথি আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। প্রকাশিত কাব্য নকল করার দোষে ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ। বিস্তৃত সংস্করণ অতীব বাঞ্ছনীয়।

মাণিকরাম বচিত শীতলামঙ্গলের একাধিক পুথি আমরা পাইয়াছি। কাব্যটির পরিচয় বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকায় বাহির হইয়াছে।^৫

১। বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১২১ ড্রষ্টব্য। ২। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পুথি (গভর্নমেন্ট সংগ্রহ) ৫৫৪১। ৩। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭২-৮৪।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮০৪ ড্রষ্টব্য।

৫। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রবন্ধমালা ১, পৃ ৩০-৩৪।

(ঢ) রামনারায়ণ

রামনারায়ণের ধর্মমঙ্গলের যে পুথি হইতে বঙ্গসাহিত্যে পরিচয়ে^১ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১১২৩ সালে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কলিখিত বলিয়া কথিত। রামনারায়ণ সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র জানা গিয়াছে যে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল রামকৃষ্ণ নামে।

(ণ) নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্র

নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্রের ধর্মমঙ্গল কাব্যের খণ্ডিত পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদ্যের কবির ভাইদের নাম পাওয়া যাইতেছে।

রামেশ্বর শ্রাম লক্ষ্মীকান্ত জ্যেষ্ঠ আছে,
হিদ্‌ নিমাক্ষের বড় নিধিরাম রচে।

(ত) ক্ষেত্রনাথ (দ্বিজ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের ধর্মমঙ্গলের পাঁচটি মাত্র পাতা আছে।^২ প্রাপ্ত অংশটুকু লাউসেন-চুরি পালাব। পুথি বিশেষ প্রাচীন নয়।

(থ) রামকান্ত রায়

রামকান্ত রায়ের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে দামোদরের দক্ষিণ তীর হইতে কিয়দূরে সেহারা গ্রামে। ইহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল ১১২৭ সালে অর্থাৎ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে। রামকান্তের কাব্যের পুথি আমাদের সংগ্রহে আছে। ইহার আত্মকাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক।^৩ রামকান্ত কায়স্থ ছিলেন।

(ধ) ভবানন্দ রায়

ভবানন্দ রায়ের রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের শুধু গোলাহাট পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিমে দুর্গাপুর ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে জয়গ্ৰাম গ্রামে। ভবানন্দ ধর্মমঙ্গল গান করিতেন।^৪ ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ।

১। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪২১-৩৬। ২। পুথিসংখ্যা ১৬৫১।

৩। “কবি রামকান্ত রায়ের আত্মকাহিনী” [পত্রীর কথা, ১৩৪৮ শারদীয় সংখ্যা] এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা জটব্য।

৪। বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ডে ঐহুত পাঁচুগোপাল রায়, এম্-এ, লিখিত “এক নূতন ধর্মমঙ্গল-কবি” প্রবন্ধ জটব্য।

৪ রূপরাম চক্রবর্তী

খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ কাব্য আমরা দেখি নাই। সুতরাং তিনি রূপরামের অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা সে-বিষয়ে চরম মীমাংসার পথ বদ্ধ। অতএব প্রাচীনতর ধর্মমঙ্গল কবির সম্মান আপাততঃ রূপরাম চক্রবর্তী'বই প্রাপ্য।

রূপরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কাইতির নিকটবর্তী শ্রীরামপুর গ্রামে।^১ কবির পিতার নাম শ্রীবাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দময়ন্তী। কবির অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল বলিয়া পিতার উল্লেখ তাঁহার কাব্যে বড় পাই না। একটি অর্ধাচীন পুথিব শুধু একস্থলে ভনিতায় কবির পিতার নাম পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরাম চক্রবর্তী'ব বেটা শ্রীবামপুরে ঘর,

পলাশনের মাঠে ধর্ম যাবে দিলা বর।

কবি বোধ হয় মায়ের বিশেষ আদরের ছেলে ছিলেন তাই ভনিতায় পুনঃ পুনঃ মায়ের নাম কবিরাজেন।

রূপরাম গীত গান দৈমন্তী-নন্দন।

আত্মকাহিনীতে পিতামাতা'ব নাম নাই, তবে ভাই-ভগিনীদেব নাম আছে। বড় ভাই রত্নেশ্বর মাতৃস্নেহলালিত রূপরামকে দেখিতে পারিতেন না। ছোট ভাই রামেশ্বর ছিল কবির বিশেষ স্নেহপাত্র। দুই ছোট ভগিনী ছিল, সোনা আর হীরা (পাঠান্তরে রূপা)। চতুর্থ ভ্রাতার নাম পাওয়া যায় নাই।

কাব্যের উপক্রমণিকায় রূপরাম যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে কবিচিন্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বসদৃষ্টির অভাবিতপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। তৎকালীন বাঙ্গালী-জীবনের বাস্তবতামণ্ডিত কারুণ্যস্নিগ্ধ পরিপূর্ণ রসোজ্জ্বল এই চিত্রটি সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যে দ্বিতীয়বিত। শুধু আত্মকাহিনীটির জন্ত রূপরাম প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন।

১। এখানে কবি-বংশের বাস্তব ভিত্তির বর্ধমান সাহিত্যভান্ডার উন্মোচনে এবং আখিনা-নবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাথকের ব্যয়ে একটি শ্রুতিস্মৃতি নির্মিত হইয়াছে। ১৭ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রুতিস্মৃতির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। বর্ধমান-আরামবাগ সড়কের সহিত রূপরাম বর্ণিত “পুরানো জাদাল”-এর যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে যে রাস্তার দ্বারা তাহার পূর্বদিকের “রূপরাম সড়ক” এই নামকরণ সত্তার প্রত্যাবর্তন জেলা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

রূপরামের আত্মকাহিনী সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।^১ এই পাঠ কতকটা অসম্পূর্ণ। আমরা ইহার প্রাচীনতর পাঠঃ এবং প্রচুরতর পাঠান্তর পাইয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পাঠ তিন পর্যায়ে পড়ে : (ক) প্রাচীন পুথির পাঠ, (খ) কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অর্কাচীন পুথির পাঠ এবং বসন্তবাবুর প্রকাশিত পাঠ, আর (গ) অর্কাচীন দুইটি পুথির পাঠ। আমাদের গৃহীত পাঠ ক ও খ মিলাইয়া।

অর্কাচীন পুথি দুইটির পাঠ স্থানে স্থানে খ পাঠের এবং কচিং ক পাঠের অন্তর্গত। তবে ইহাতে স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত ছত্র প্রচুর রহিয়াছে। এই প্রক্ষিপ্ত পাঠ পাঠান্তরে দেখান হয় নাই বলিয়া এখানে কিছু উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমেই গায়নের উক্তি

আর একটি কথা বড় পড়ে গেল মনে,
রূপরামের আশি কথা শুন সর্বজননে।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে মনান্তরের কথা ক পাঠে চারি ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সে স্থলে গ পাঠে এই চৌদ্দ ছত্র

বাড়িল ঘরের ভূখু মনে স্থখ নাঞী,
মনে কৈল পড়িবারে যাব অল্প ঠাঞী।
সহোদর হয়ে মোরে দেই টিটকারি,
এ সব যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
বিদেশেতে পড়িলে বিছায় বলবান,
মুখের পবিত্র হয় শাস্ত্রের বিধান।
অভিধান ব্যাকরণ সন্ধিপাঠ আদি,
ষড়শাস্ত্রে জ্ঞাত হয় জ্ঞান থাকে যদি।
এসব প্রমাণ কথা শুনেনি পুরাণে,
গৃহবাস তেজ্য করে যাব অল্পস্থানে।
মা বাপে প্রণাম করি বিদেশে চলে,
দূর হও রে দুঃখিত সহোদর বলে।

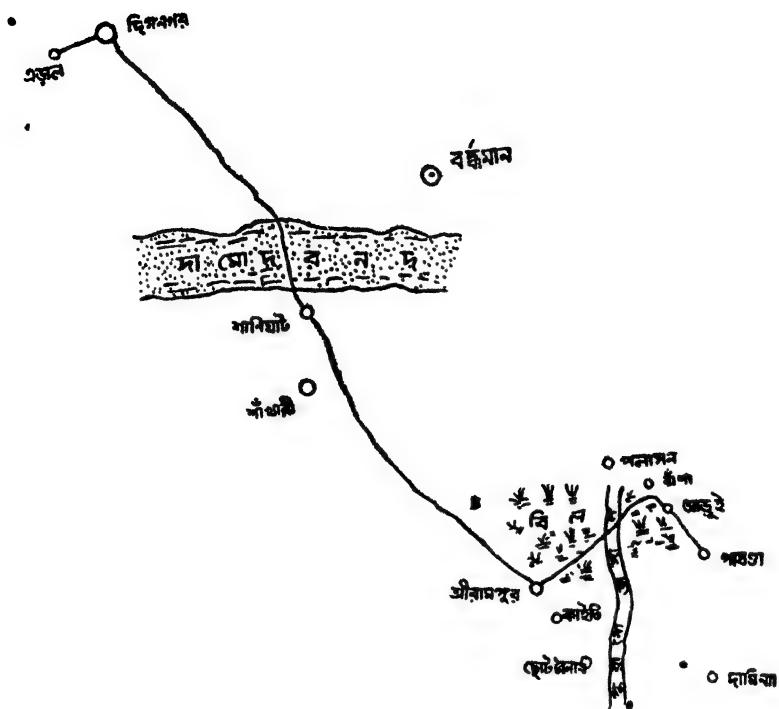
১। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৬। ময়ুরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকার পুনর্মুদ্রিত।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় প্রথম প্রকাশিত।

উত্তরপশ্চিম-মুখে চলিয়া রূপরাম শানিঘাট গ্রামে পৌঁছিল।^২ সেখানকার ঠাকুরদাস পাল তাহাকে “না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান।” আড়াই সের ধান দিয়া চিড়া-ভাজা কিনিয়া রূপরাম দামোদরের জলে স্নানপূজা সারিয়া জলযোগে বসিল। দমকা হাওয়ায় চিড়া-ভাজা গেল উড়িয়া। অগত্যা কবি নদীর জল পান করিয়া উদর ভরাইল, কিন্তু দেহে এমন বল নাই যে খুঁজি-পুঁথি বহা যায়। সেখান হইতে চলিয়া রূপরাম পৌঁছিল দিগনগর (পাঠাস্তর দীঘলগ্রাম, দীঘলনগর) গ্রামে। পথে শুনিল, সেখানে তাঁতিদের বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া “কন্দু” হইতেছে। রূপরাম দৌড়িল তাঁতি-ঘরে। সেখানে চিড়া-দধির খুব ঘটা, কিন্তু খই নাই। যাহা হউক পাঁচ দিন উপবাসের পর ফলার সারিয়া কবি দক্ষিণা পাইল পনেরো (পাঠাস্তর দশ) গণ্ডা কড়ি। তাহার মধ্যে আবার দেড় বুড়ি কাণা!

দিগনগর গ্রাম ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখে চলিয়া কবি পৌঁছিল এডাল-বাহাদুরপুরে। সেখানে থাকিতেন গোপভূমির ব্রাহ্মণ ভূস্বামী রাজা গণেশ বায়। রূপরাম তাঁহার আশ্রয় পাইল। ধর্মঠাকুর কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রাজা রূপরামকে ধর্মমঙ্গল-রচনায় নিযুক্ত করিলেন। কাব্যরচনা শেষ হইলে অকস্মাৎ দুইজন দোহার আসিয়া জুটিল। রাজা তখন রূপরামকে চামর মন্দিরা ও “নানাবর্ণ সাজ” দিয়া “ষাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে”। শুভ্রা যখন রাজমহলে স্নবেদার ছিলেন, সে তখনকার কথা।

“সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন, প্রণাম করিল গিয়া মাঘের চরণ। সোনা রূপা দুই বনি দুয়ারে বসিয়া, রূপরাম দান্য আইল খুঁজি-পুঁথি লয়া। হেনকালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর, দান্যকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল অর। তরাসে কাঁপিল তমু তালপাতা পারা, পালাবার পথ নাঞি বুজি হইল হারা। দান্য বড় নিদারুণ বলে উচ্চবরে, কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে।” [খ ও গ পাঠ]; “কাছাড়িল জুমর অমর অভিধান, বাহিরে স্ববস্ত্রটীকা গড়াগড়ি যান। কুড়াইল যতক পুঁথি মনস্তাপ মনে, তখনি বিদায় আমি মাঘের চরণে।” [খ পাঠ]; “ঘরেব কর্কাকাজ যত সব গেল বয়ে, পাঠ পড়ে এলেন যেন ভট্টাচার্য্য হয়ে। ঐমনি পুঁথির বাড়ি মারিলেন গায়, জুমর অমর ভূমে গড়াগড়ি যার। পুনর্ব্বার মরমে বাঞ্ছিল খুঁজি-পুঁথি, নববীণে পড়িবারে যাব দিগন্তান্তি। জননীর পায়ে পুখু প্রণাম করিয়ে, সন্ধিপূর গ্রামে তবে উত্তরিল গিয়ে।” [গ পাঠ]।



রূপরামের যাত্রাপথ

৫ রূপরামের কাব্যরচনা-কাল

সেকালের প্রথমত রূপরাম তাঁহার কাব্যের বচনাকাল এইরূপ হৈয়ালীতে জ্ঞাপন করিয়াছেন

শাকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়,
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তায় রস দেহ,
এই শকে গীত হইল লেখা কর্যা নেহ।^১

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় এই হৈয়ালীর সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিসাব করিয়া পাইয়াছিলেন ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ।^২ এতদিন এই তারিখে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাদের আদর্শ প্রাচীন পুথিতে আত্মকাহিনীতে রাজমহলে শাহ্‌ গুজার উল্লেখ পাওয়াতে এই তারিখ আর টিকিতেছে না। তবে “শাকে শীমে” শব্দের যে অর্থ বিজ্ঞানিধি মহাশয় কবিয়াছেন তাহাই এই সমস্তার সমাধানের ছোড়ান বা কুঙ্কিকা বটে। দশমীতে এবং দ্বাদশীতে যথাক্রমে পুঁই ও কলমী শাক খাইতে নাই এবং একাদশীতে শীম খাইতে নাই। সুতরাং শাক অর্থে ১০ এবং ১২, শীম অর্থে ১১। এখন হৈয়ালীব অঙ্ক নিম্নলিখিত ভাবে পাতন করিলে রাজমহলে শাহ্‌ গুজার উল্লেখের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়।

$$\text{শাকে} \times \text{শীমে} \quad \text{অর্থাৎ} \quad ১০ \times ১১ \times ১২ = ১৩২০$$

$$\text{৩তিন বাণ} + \text{চারি যুগ} + \text{বেদ অর্থাৎ} \quad ১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫$$

$$\text{রস} \times \text{রস} \times \text{রস} \quad \text{অর্থাৎ} \quad ৬ \times ৬ \times ৬ = ২১৬$$

একুনে ১৫৭১

অতএব ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪২-৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে রূপরামের ধর্মমঙ্গল রচনাসমাপ্তির কাল।

১। এই চারি ছত্র কোন কোন পুথিতে আত্মকাহিনীর শেষে এবং কোন কোন পুথিতে গ্রন্থশেষে পাওয়া যায়।

২। প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত “কবি শকাব্দ” প্রবন্ধ (পৃ ৩৫২-৫৩) দ্রষ্টব্য।

৩। পাঠান্তর “চারি বাণ তিন যুগ”। তাহা হইলে এই ছত্রের পাতন হইবে ৩৬। আর রচনাকাল হইবে ১৫৭২ শকাব্দ।

৬ রূপরামের কাব্যের পুথির বিবরণ

রূপরামের কাব্য-সম্পাদনে আমবা যে-সকল পুথি ব্যবহার করিয়াছি তাহাব বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে পুথির সংখ্যা এবং পাঠান্তরের অজস্রতা বিচার কবিলে পশ্চিমবঙ্গে রূপরামের কাব্যের জনপ্রিয়তা কুন্তিবাস-কাশীরামেরও উপরে যায়। পশ্চিমে মানভূম, পূর্বে হুগলী, উত্তরে বীবভূম ও দক্ষিণে মেদিনীপুর—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল হইতে রূপরামের কাব্যের পুথি পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সংগ্রহে রূপরামের পুথির সংখ্যা প্রায় ত্রিবিংশ। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে নয় খানা পুথি আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আট খানা, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দুইখানা। অগ্ৰাহ সংগ্রহেও দুই একখানা পুথি দেখিয়াছি। দুই একখানি বাদে এই পুথি সবই খণ্ডিত।

প্রাপ্তিস্থান অথবা লিপিস্থান বিচার কবিলে আমাদের আলোচিত রূপরামের পুথিগুলি আট অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

(ক) দক্ষিণ বঙ্গীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে কবি জগন্নাথ শ্রীবাসপুত্র।

(১) বেঙ্গাব পুথি। আমাদের সংগ্রহ। প্রকাশিত অংশে প্রধানতঃ এই পুথিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

(২) ছোট-বৈদ্যনাব পুথি। আমাদের সংগ্রহ। এই পুথিতে বচনাব প্রাচীনত্ব বক্ষিত আছে।

(৩) নাড়ুগ্রামের পুথি। সাহিত্যপরিষৎ সংগ্রহ (১৫৫৮)। লিপিকাল ১১৮৮ সাল (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ)।

(৪) সাড়গ্রামের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

(৫) বদরপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০৪-১২১৭ সাল।

(৬) বাতানলের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

(৭) সেখপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

(খ) নন্দবদীষি অঞ্চল।

(১) নন্দবদীষি পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২০ সাল।

(২) নবাসনের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

(৩) বেলুনের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২০, ১২২৭ ও ১২৩৪ সাল।

(গ) জগৎপুর অঞ্চল

জগৎপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১৩১৬ সাল।

রচনা হিসাবেও এই পুথি অত্যন্ত অর্বাচীন।

কলাগেছের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

ধর্মপোতার পুথি। লিপিকাল ১২০৩-০৫ সাল। আমাদের সংগ্রহ।

(ঘ) হরিপুর অঞ্চল

হরিপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২১ সাল।

গোবিন্দপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৭১ সাল।

বাসদেবপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫১ সাল।

বায়ড়া-কানপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৯৩ সাল।

রামনগর সিংটি-শিবপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১৩০০ সাল।

(ঙ) ভুবনুট অঞ্চল।

পীলখানের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

সোনাটিকরীব পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০০ সাল।

দক্ষিণ-বামপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫০ সাল।

পারশ্রামপুরের পুথি। সাহিত্যপরিষৎ সংগ্রহ (২৫৬১)। লিপিকাল ১৭৬৪ শক, ১২৪২ সাল (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ)।

(চ) ব্রাহ্মণভূম অঞ্চল।

সেনাপত্যার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৩৮)।

লিপিকাল ১৭৫৬ শক, ১২৪২ সাল (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

গড়সেনাপত্যার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৩৯)।

লিপিকাল ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

(ছ) উত্তরপশ্চিম বর্দ্ধমান অঞ্চল।

কাজোড়ার পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫৪ ও ১২৭১ সাল।

(জ) বিবিধ অঙ্কন।

মাজুরার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৯৮)।

লিপিকাল ১২১৭ সাল (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভগলদিঘির পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (২৪৬৭)।

লিপিকাল ১২৭১ সাল।

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	১	১৪	[হাড়মা]স দন্ধ	[বারমা]স ছন্দ
৪০	১	১	সতরের	শত-বেড়
৫২	২	১৭	চাক	ঢাক
৫৪	২	৪	ঘুরাইলে	মুড়াইলে
৬৫	২	১	মাপ্য	মাপ্যা
৭৮	২	৬	জরলি	জলরি
৮৫	১	১০	মাধা	মাথা

সঙ্কেত-অঙ্কর

অ = অগ্র পাঠ অর্থাৎ পাঠান্তর

জ-পুথি = জগৎপুরের পুথি

ন-পুথি = নন্দরদীঘির পুথি

পা = প্রাপ্ত পাঠ

পা-পুথি = পারশ্বামপুরের পুথি

ব-পুথি = বেঙ্গার আদর্শ পুথি

ব(২)-পুথি = বেঙ্গার দ্বিতীয় পুথি

হ-পুথি = হরিপুরের পুথি

রূপরামের ধর্মমঙ্গল

১

বন্দনা পালনা

॥ গণেশ-বন্দনা ॥

॥ জয় ॥ পদযুগে কবি নতি^১ বন্দো দেব গণপতি
শোভে দন্ত বদনকমলে ।
অতি মনোহর তনু ৷ জিনি প্রভাতেব ভাঙ্গ
পদ্মবিপু মুকুটমণ্ডলে ॥
সদা পট্ট দড^২ শাস্তি নথব কচিব কাস্তি
তেজিএ কলঙ্ক দ্বিজবাজ ।
মহা মহা যোগী যত তোমা^৩ সেবে অবিবত
অগ্রে পূজা দেবতাসমাজ ॥
তপ জপ পূজা যাগে তোমাব অর্চনা আগে
শ্রবণ^৪ কবিলে বিঘ্ননাশ ।
ব্যাস আদি মূনিবব তোমা সেবে নিবস্তব
নানা শাস্ত্র কবিষা প্রকাশ ॥^৫
^৬[একদিন কুতূহলে পাবিজাত-মাল্য গলে
বসিয়াছে ঠাকুব মহেশ ।
পাবিজাত-মাল্য দেখি হইয়া পবন স্তম্ভী
মাল্য চান কার্ত্তিক গণেশ ॥
মনে ভাবি বিশ্বনাথ কাবে দিব পাবিজাত
ভাবিয়ে কহেন মহাশয় ।
সপ্ত সিদ্ধু জ্ঞান কবি যে আসিব স্বরাষ্ট্রবি
তারে মাল্য দিব ত নিশ্চয় ॥

১। অ স্তুতি । ২। অ পোট দেব, পুট দিত, পোট দির ইত্যাদি । ৩। অ তুয়, তুয়া ।

৪। পা শ্রবণ । ৫। অ ব্যাস আদি হইল কবি তোমার চরণ সেবি নানা শাস্ত্র করিল প্রকাশ ।

৬। হ- পুষ্টির অতিরিক্ত পাঠ বন্ধনোতে ।

এত শুনি ষড়াননে যাত্রা কৈল সেইক্ষণে
 গণেশ পডিল আখাস্তবে ।
 মূষক উড়িতে নাবে সেইখানে স্তব কবে
 তাবে তুষ্ট কবে মহেশ্বরে ॥
 ধ্যান পূজা নিববধি অশেষ^৭ গুণেব নিধি
 নিলা ভব^৮ মুষিক উপব ।
 এক ধ্যান কবি চিত^৯ নহে কভু পবাজিত^{১০}
 অঙবিলে বিষম সমব ॥
 বাতুল চবণ মাঝে^{১১} স্ববর্ণ নপুব সাজে^{১২}
 কিস্কিণী বলয়া বিভূষিত ।
 সবণি তবণি যাম প্রকাশিলা^{১৩} মুনীবাম^{১৪}
 মধুলোভে অলি গাষ গীত ॥
 বন্দে। গণপতি দেবেব চবণ ।
 নিবেদয়ে তব^{১৫} দাস সর্ব^{১৬} বিয় কব নাশ
 তব পায কবিহু বন্দন ॥
 বিধি বিষ্ণু হবি হব কে আছে তোমাব পব
 কমল-আসনে কবতাব ।
 পণ্ডিত পুবাণ দেখে^{১৭} মহামুনিগণ লিখে^{১৮}
 তুমি দেব সংসাবেব সাব ॥
 দ্বিজ ধর্মদাসে গায কুপা কব গণবায়^{১৯}
 নায়কেব কবহ^{২০} কল্যাণ ।
 শুনিলে যাহাব গীত আনন্দে^{২১} পুলকে^{২২} চিত
 দ্বিজ রূপবাম বস গান ॥

৭। অ গণেশ । ৮। অ নিরন্তব । ৯। অ চিন্তি । ১০। অ রণে তাব হয় জিত, জিতি ।
 ১১। অ রাজে । ১২। অ বাজে । ১৩। অ প্রকাশিত । ১৪। অ মনিরাম ।
 ১৫। অ তুয়া । ১৬। অ নিজ । ১৭। অ লেখে । ১৮। অ দেখে ।
 ১৯। অ ধরিয়ে ধর্মের পায় দ্বিজ ধর্মদাস গায । ২০। অ চিত্তহ ।
 ২১। অ আনন্দ । ২২। অ পুলক ।

॥ ধর্ম-বন্দনা ॥

উর ধর্ম আমার আসরে ১

কাতর কিঙ্কর ডরে আসরে^২ স্মরণ^৩ করে

তেজ ধর্ম বৈকুণ্ঠ-নগর ।

বিড়ম্বনা দণ্ড কত দেখ নাট শুন গীত^৪

আপনি আসরে কর ভর ॥

মজিয়া বিচার রসে পড়ি শুনি নানা দেশে

নাহি জানি গীতের সরণি ।

আপুনি করিয়ে দয়া দিলে ধর্ম পদছায়া

আমি মূর্থ কি বলিতে জানি ॥

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার^৫ নিরঞ্জন

নিয়ম করিতে কিছু নাঞি ।

কিবা রূপ গুণ কথা হরি হর ইন্দ্র ধাতা

যত কিছু আপুনি গোসাঞি ॥

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল আসনে স্থিতি

ধবল বরণে বাড়ি ঘর ।

ধবল ভূষণ^৬ শোভা অল্পপম মুনিলোভা

আলো কৈলে পরম সুন্দর ॥

কে জানে তোমার ভেদ^৭ ব্রহ্ম সমাতন বেদ^৮

পাণ্ডব বংশের যজুর্মণি^৯ ।

তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল

যোগরূপে জন্মিলা আপনি ॥

এক রূপ নানা ঠাঞি নিয়ম করিতে নাঞি

জাজপুর্^{১০} আঁঠের দেহারা ।

দেবতা অসুর নর সবে হৈয়া স্বতন্ত্র

পরিপূর্ণ কৈল ঘরভরা ॥

১। ধর্ম, হ- পুঁথি। ২। অ আসনে। ৩। প। স্মরণ। ৪। অ স্থলিত। ৫। অ নৈরাকার।

৬। অ বরণ, আসন। ৭। প। খেদ। ৮। অ ভেদ। ৯। অ চূড়ামণি। ১০। অ জাদপুর্।

বলুকা নদীর তটে পূজা করে পাণিপুটে
 চারি পণ্ডিত পূজে নিরঞ্জন ।
 ঘন পড়ে জয়ধ্বনি দূরে হৈতে শব্দ শুনি
 জয় জয় সআল ভুবন ॥
 হরিচন্দ্র^{১১} মহারাজা আনন্দে করিল পূজা^{১২}
 পুত্র কাটি দিল বলিদান ।
 মদনা তাহার বানি চক্ষে না পড়িল পানি
 আশু পূজা দিল সাবধান ॥
 বিষম ধর্মের ঘর দেখি বড় লাগে ডব
 একমন হৈলে হয় পাব ।
 দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি
 আচম্বিতে পড়ে মহামার ॥
 উর উব ধর্মরাজ পরিপূর্ণ কর কাজ
 দানপতি আছে মুখ চেয়া^{১৩} ।
 মনে বড় কবি ভয় না জানি কেমন হয়
 পাব কব আপুনি আসিয়া ॥
 আমি শিশু অল্পজ্ঞানী ভাল মন্দ নাহি জানি
 দোষ গুণ সকলি তোমাব ।
 রূপরাম গান গীত ধর্ম হৈল হবষিত
 পথে দেখা দিল করতাব ॥
 অনাত্মের পদতলে দ্বিজ রূপরাম বলে^{১৪}
 দয়া কর পতিতপাবন ।
 ধর্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
 হবি হরি বল বন্ধু^{১৫} জন ॥^{১৬}

১১। অ হরিচন্দ্র ।

১২। অ করিল ধর্মের পূজা ।

১৩। অ চায়ে ।

১৪। অ শ্রীধর্মচরণ আশে দ্বিজ রূপরাম ভাষে ।

১৫। অ সর্ব ।

১৬। অ মাগকের চিন্তাই কল্যাণ ।

॥ ঠাকুরাণী-বন্দনা ॥

বন্দো মাতা নারায়ণী কামরূপা কাত্যায়নী
 করালবদনী হৈমবতী ।
 শিবানী ইন্দ্রাণী শিবা^১ ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা^২
 দূর কব দাসের দুর্গতি ॥
 উমা কাত্যায়নী গৌবী বণমধ্যে দিগম্বরী^৩
 সঁকরাণী শূলিনী শৈলস্থতা ।
 শাকম্ভবী শুদ্ধমতি কব-জোড়ে করি স্তুতি
 তুমি দেবী হরিভক্তি-দাতা ॥
 শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি
 সঙ্গে দানা চৌষট্টি যোগিনী ।
 শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হাব গলে
 অঙ্গছটা উদয় তবণি ॥
^৪তিল ফুল জিনি নাসা পীযুষ জিনিয়া ভাষা
 মুক্তামণি দশনেব পাতি ।
 স্রবাসিত গন্ধ বায কত শত অলি ধায়
 মধুপান মনেব পিবীতি ॥
 ঘোর ভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বকপা খড়্গেশ্বরী
 দুর্গতিনাশিনী হব-জায়া ।
 তেজিয়ে হবেব ঘব ঘটেতে কবহ ভব
 দেহ দুর্গা^৫ চবণেব ছায়া ॥
 ভাব-অবতাবে হবি তেজিয়ে বৈকুণ্ঠপুত্রী
 জন্ম লৈল^৬ দৈবকী-জঠবে ।
 তার পক্ষে-বল হয়্যা শিবাকুপী মহামায়া
 পার কৈলে যমুনাব নীরে ॥
 যবে হৈল মন্থস্তব দেবতাব হৈল ডর
 বলবান হইল অস্তব ।

১। পা শিবে। ২। পা কালজিবে। ৩। পা দিগাম্বরী। ৪। এই দুই ছত্র হরিপুরের একটি পুথিতে নাই। ৫। অ দেবী। ৬। অ লৈলে।

শিবশক্তি নারায়ণী^৭ সকল পুরাণে শুনি
 তাহারে বধিয়া কৈলে চুর ॥
 রক্তবীজ মহিষাসুর^৮ সময়ে কবিলে চুর
 ছুঙ্কারে ধ্বলোচন ।
 চণ্ড মুণ্ড আদি বীর কেহ নহে রণে স্থির
 একে একে করিলে নিধন ॥
 নানা বর্ণের^৯ বাত্ব বাজে অষ্ট নায়িকা সাজে
 ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী ।
 শুভ নিশুভ রণে বধিলে অসুরগণে
 তুমি জয়া দহুজদলনী ॥
 ঐতিহাস রামায়ণে যবে রাম গেল বনে
 সীতা^{১০} চুরি করিল রাবণ ।
 রঘুনাথ জোড়-হাথে সেবিল সমর-পথে
 তবে রাবণ সবংশে নিধন ॥
 করজোড়ে করি স্তুতি বন্দো মাতা ভগবতী
 পূর্ণ কর নাথকেব^{১১} বাসনা ।
 ধর্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপবাম গান
 যারে হৈল দৈবের ঘটনা ॥^{১২}

^{১৩}কোণা আছে জয়দুর্গা ই মেড মশানে । আমাব আসব তেজি যদি অণ্ড আসর
 এক দণ্ড উরুগো সেবক স্তম্ভরনে ॥ যাও ।
 স্বর্গ তেজি উর দেবী সর্বমঙ্গলা । হরের দোহাই গো সেবকের মাথা খাও ॥
 ঘটে ভর কর গো ছাড়িয়া দেহ গলা ॥ না জানিহু ক্ষেণ মন্ত্র সময়ের বেলা ।
 অস্ত্রের আসরে এস দৃষ্টি বুলাইয়া । তোমা স্তম্ভরিয়া ধর্মের গীতে দিল
 আমার আসরে বৈস জয়ধ্বনি দিয়া ॥ খেলা ॥^{১৪}

৭। অ শঙ্কর । ৮। পা মৈষাহুর । ৯। অ শব্দেব । ১০। পা সীতে । ১১। পা নাএকেব ।
 ১২। অ অনাদি দেবের পায় দ্বিজ রূপরাম গায় হরি হরি বল বকু জন, অনাভের আঞ্জা পান ।
 ১৩। আদর্শ পুথি । পূর্বের বন্দনা ইহাতে নাই । এই বন্দনা সর্বাংশে রূপরামের রচনা বলিয়া
 বোধ হয় না । গায়নের প্রক্ষেপ হওয়া সম্ভব । রামদাস আদকের মুদ্রিত রচনায়ও এইরূপ আছে ।
 স্পষ্টতঃ বাহলা-অংশ বাদ দেওয়া গেল । ১৪। অ তোমা স্তম্ভরন করি দুর্গা লইলাম ছাওলা ।

তোমা স্মরণিয়া গো মন্দিরায় দিলাম ঘা । ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই ।
 দয়া করি^{১৫} উরিবে গাঞ্জনের গুরুমা ॥ হেলা করি থাক যদি রাউলের দোহাই ॥
 দুই পালি^{১৬} গাঞ্জনের কণ্ঠে দিয়া মালীর মালঞ্চ দেখ ফোটে নানা ফুল ।
 দুই পা । ছোট বড় গীত মোর কর সমতুল ॥
 আমার বদনে বসি উচ্চারহ রা ॥ কত কত গুণী আছে আমি কোন ছার ।
 অস্তর বধিতে গেলা হিমালয় গিবি । ক্ষীরোদের কোলে যেন বোলের পসার ॥
 বাণ রাজা বধিয়া বলালে দিগধরী ॥ স্বর্গ হইতে উর দেবী সর্বমঙ্গলা ।
 যেকালে^{১৭} জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী- ঘটে ভর কর গো ছাড়িয়া দেই গলা ॥
 জঠবে^{১৮} । দুই দোহারের কান্ধে দিয়া পদ্ম পাণ্ড ।
 তার পক্ষে-বল জন্ম^{১৯} লৈলে আমাব কণ্ঠেতে^{২০} বসি লহরী থেলাও ॥
 গোপ-ঘবে । জেলিয়াব জালে গো ছাকিয়া তোলে
 কে বুঝিতে পারে দুর্গা^{২১} তোমার পানি ।
 মন্ত্রণা^{২২} ॥ সেই রূপে কব চণ্ডী পদের গাঁথনি ॥
 শ্রীহরি করিলে পাব প্রলয় যমুনা ॥ এই নিবেদন করি সর্বমঙ্গলা ।
 তোমাতে বধিতে কংস ধরিল চবণে । ধর্মের সহিতে গো উরিয়া কব থেলা ॥
 হাতে হৈতে সর্বজয়া উড়িল গগনে ॥ এক দণ্ড তেজ গো হরেব বাসঘর ।
 গগনে উড়িয়া দেবী হইলা অষ্টভুজা^{২৩} । আসরে স্মরণ করে কাতর কিস্কর ॥
 বিধি বিষ্ণু বরণ^{২৪} তোমায় কৈল^{২৫} ॥ রঞ্জিত^{২৬} বায়কে চণ্ডী হইলে পক্ষে-বল ।
 পূজা ॥ দিঘি দিল সরোবর নির্মল যে জল ॥
 মদন অস্থবে গো যখন হৈল বণ । যেকালেতে গেলে চণ্ডী দিঘি দেখিবাবে ।
 পরাভব হৈল কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥ উত্তর আড়া চলিল তোমার পদভবে ॥
 নারদের উপদেশে সেবিয়া মঙ্গলা । বিক্রমপুরেতে বাড়ি করিলে কুপায় ।
 দারুণ মদন গলে হইল চান্দমালা ॥ আশ্র কঁঠাল মায়ের চাঁপা শোভা পায় ॥
 এক দণ্ড তেজিবে রাউলের বাসঘর ।^{২৭} তবে ভাটভাঙ্গা গ্রাম গেলে সন্ধ্যাকালে ।
 আসরে স্মরণ করে কাতর কিস্কর ॥ জগতের মাতা তুমি আগমেতে বলে ॥
 গায়েন নই গুনি নই নাটুয়ার পো । এ সব তোমার মায়া^{২৮} কহনে না যায় ।
 অনাগের মহিমা গীতের মায়া মো ॥ অভয়াব বন্দনা বিজ্ঞ রূপরাম গায় ॥

১৫। অ পুরুষাবে । ১৬। পা পানি । ১৭। অ যখন । ১৮। অ উদরে । ১৯। অ জন্ম ।
 ২০। অ চণ্ডী । ২১। অ মহিমা । ২২। অ দশভুজা । ২৩। অ শঙ্কর । ২৪। অ দিল । ২৫। অ উর
 দেবী আসীর ভিতর । ২৬। পা কান্দতে । ২৭। পা রক্ষিত । ২৮। অ নিরাঙ্গনের মায়া ।

॥ চৈতন্ত-বন্দনা ॥

মন দিয়া শুন সবে চৈতন্ত-বন্দনা । নিরবধি গোরাচান্দ ভাবে মনে মনে ।
 ধর্মের পিরীতে হবি বল সর্বজন্য ॥ পড়িবারে গেলেন গুরুর নিকেতনে ॥
 জম্বুদ্বীপেব সার পুরী বন্দো^১ নবদ্বীপ । থগেন্দ্র জিনিয়া নাসা অতি মনোহব ।
 পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার^২ সমীপ ॥ আজাম্বলস্থিত মালা বন্ধের উপব ॥
 ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর । ভেদবর্ণ স্ববস্ত্র অভেদবর্ণ পড়ি ।
 যাহার উদরে জন্ম লৈলেন গদাধব ॥ স্ববস্ত্র সাধন হেতু টল্যা গেল^৩ খড়ি ॥
 লক্ষ্মীর সহিত হরি^৪ বৈকুণ্ঠে বসিয়া । খড়ি হাতে তুল্যা দেহ গুরুকে কহিল ।
 নিবেদন করে ব্রহ্মা চরণে ধরিয়া ॥ ক্রোধিত হইয়া দ্বিজ পুথির বাড়ি মাইল ॥
 কলিকাল আইল বিষম অন্ধকাব । পুথিব বাড়ি মাঝিল যদি কুপিল^৫ ॥
 নবদ্বীপে হও^৬ গোরাচান্দ অবতাব ॥ চতুর্ভূজ রূপে দেখা দিলা নারায়ণ ॥^{১২}
 অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে । খেমানন্দ বামানন্দ স্নান কবে জলে ।
 পতিতপাবন নাম^৭ কোন গুণে ধরিবে ॥ চতুর্ভূজ রূপ সে দেখিল সন্ধাকালে ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য দেব নাবাষণ । জগাই মাধাই দুই^৮ মহাপাপী ছিল ।
 নবদ্বীপে জন্ম লৈতে কবিলা গমন ॥ গোবাচাদের নাম নিতে স্বর্ণ চল্যা গেল ॥
 স্নান সমাধিয়া শচী^৯ চল্যা যান ঘবে । দিবসরজনী খেলা^{১০} লয়্যা শিশুগণে ।
 নারায়ণ জন্ম নিল শচীর উদরে^{১১} ॥ ব্রহ্মা-অগোচব নাম সভাকাব কানে ॥
 দশমাস দশদিন ছিলা গর্তবাসে । যোল নাম চৌতিশ অক্ষর চতুর্কৈদেব^{১৩} সার ।
 ভূমিষ্ঠ হইল গোবা^{১৪} উত্তম দিবসে ॥ হেন নাম না দিয়া জীব করিলা উদ্ধাব ॥
 মায়ের কোলে গোবাচান্দ বাডে দিনে^{১৫} দিনে । নবদ্বীপে ছিল নীলকণ্ঠ নামে তাঁতি ।
 দ্বিতীয়ার শশী যেন বাডেন গগনে ॥ শিশুগণ সঙ্গে খেলা হয়^{১৬} দিবারাতি ॥
 এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায় । দৈবের কারণে^{১৭} তার বস্ত্র পুড়্যা গেল ।
 হামাকুড়ি দিয়া গোবা খেলিয়া বেড়ায় ॥ গোবাচান্দের নাম নিতে বাজারে বিকাল্য ॥

১। অ আছে ।

২। অ তাহার ।

৩। অ কুড় ।

৪। পা হয়, হৈল ।

৫। অ দীনবন্ধু নাম তবে ।

৬। অ সতি ।

৭। অ জঠরে ।

৮। অ গৌর ।

৯। অ পড়ে ।

১০। পা কুপিল ।

১১। অ কোপেতে পুথির বাড়ি মারিল ব্রাহ্মণ ।

১২। অ চতুর্ভূজ হইল সাক্ষ্য নারায়ণ ।

১৩। অ তারা ।

১৪। অ দিবানিশি হঅ খেলা ।

১৫। অ খেলাইল ।

১৬। অ বিপাকে ।

স্বসন বেচিয়া পাইল অমূল্য রতন । সেইখানে গোরাচান্দ বার দেন আসিয়া ।
 কাটুয়ায় দিল গোরাচান্দের ভবন ॥ কত ভাগ্যবান দেখে নানান ভরিয়া ॥
 নাটশালা তুল্যা দিল বার দিবার ঘর । হরি হরি বল সবে কৃষ্ণের ভাবনা ।
 স্ববর্ণ-পতাকা উড়ে চালের^১ উপর ॥ গান শিখ রূপরাম চৈতন্য-বন্দনা ॥

॥ সরস্বতী-বন্দনা ॥

বসন্ত রাগ

বন্দো মাতা সরস্বতী তোমা বিনে নাঞি গতি
 আসরে আসিয়া দেহ বার ।
 রাতুল চরণ সেবি কি আর কহিব কবি
 ভরসা করিব আমি কার ॥
 কপের বিজরী-ছটা কপালে তিলকেব ফোটা
 শুল্কবস্ত্র পরিধান গায় ।
 গলে হার গজমতি কৃপা কব সবস্বতী
 রতন নপুর রান্ধা পায ॥
 নাসায় বেসর দোলে শ্রবণে কুণ্ডল খেলে
 হাথের শঙ্খে পড়িছে বিজুলী ।
 কোকিলবাহিনী মা কণ্ঠে দেহ রাঙা পা
 নিজ গুণে দেহ পদধূলি ॥
 মুঞি পাপী নরজাতি শুন মাতা সরস্বতী
 রাগ তাল কিছু নাঞি জানি ।
 রাগের রাগিণী যত তাহা না কহিব কত
 তাল দেহ উপরে গাথনি ॥
 মালব রাগের সার ছয় প্রিয়া বন্দো আর
 ধানসী মালসী দুইজনে ।
 রামক্ৰিয়া^১ সিদ্ধুছড়া ছত্রিশ রাগের চূড়া

শুন মাতা নিবেদন হাসে পাছে লোক জন
 ওর মাতা আমার আসরে ।
 তুমি থাক যার ঘটে সেজন পণ্ডিত বটে
 সেই বৈসে সভার ভিতরে ॥
 ডাহিনে বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়
 মূলের স্বন্ধে এসে কর ভর ।
 নাম লঙ্কানিবারিণী মুণ্ডি মুখ কিবা জানি
 কি মহিমা দিব পাপী নর ॥
 করজোড়ে করি স্তুতি বন্দো মাতা সবশ্রুতী
 পূর্ণ কর নায়কের বাসনা ।
 ধর্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
 যারে হৈল দৈবের ঘটনা ॥

॥ বিপ্র-বন্দনা ॥

বন্দিব বিপ্রের পদ হয়ে সাবধান । গোলোক নিবাস তার^১ সিংহাসন রথ ॥
 বিপ্রের চরণ বন্দো করিয়া প্রণাম ॥ যেবা বিপ্রের^২ পাদোদক করেন ভোজন
 জীভার জড়িত কিবা মনের বাসনা । শরীরের যাতনা তার না থাকে কখন ॥
 অতএব করিতে চাই বিপ্রের বন্দনা ॥ ভৃগু নামে মহামুনি সংসারে থিয়াতি ।
 ব্রাহ্মণ গোবিন্দে কিছু ভেদ না করিবে । যেহ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃক্^৩ মেরেছিল লাথি ॥
 যেই বিপ্র সেই কৃষ্ণ^৪ অবশ্য^৫ জানিবে ॥ এমন দারুণ^৬ কন্দ করে কোথা কেবা ।
 দশার্ণের^৭ রাজা বিপ্রে দিছে বলিদান । লাথি খেয়ে নারায়ণ^৮ পদ কৈল সেবা ॥^৯
 মুষ্টিমান হৈল দেবী ফাটিয়া পাষণ ॥^{১০} এমন বিপ্রের গুণ শুন হিতাহিত ।^{১১}
 একমনে বিপ্রে যেবা করে দণ্ডবৎ । ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত ॥

১। অ বিষ্ণু । ২। অ নিশ্চয় । ৩। পাদমানের । ৪। এই পয়ার হরিপুর থ পুথিতে আছে ।
 ৫। অ গোলক মিবসী হয় পায় । ৬। অ একমনে । ৭। অ সংসারেতে খেতি । ৮। অ
 কৃষ্ণচন্দ্রের বোখগুলো । ৯। অ ছরস্ত । ১০। অ করে কোন কেবা । ১১। অ পুনর্বার নারায়ণ
 তার, আপুনি ঠাকুর যার । ১২। অতঃপর গ পুথিতে এই দুই ছত্র আছে

এমন বিপ্রের কথা শুন সর্বজন ।

বিপ্র নাথি খেয়ে নাম লঙ্কাজনাদিন ॥

১৩। অ বলি বিপ্রের পদ ত্রু করি চিত, শুন হে বিপ্রের কথা হয়ে একচিত ।

কৃষ্ণের দুয়ারী জয় বিজয় কুমার । রাজা বলে পুনর্বার শত ধেমু দিব ।
 ব্রহ্মশাপে অন্ধক হইল তিনবার ॥ ব্রাহ্মণ বলেন তোমার ধেমু নাই নিব ॥
 ব্রহ্মশাপে সগরের বংশনাশ হৈল । যার ধেমু সেই লয়া করিল গমন ।
 ব্রহ্মশাপ হেতু রাম বনবাসে গেল ॥^{১৪} কুপিত হইয়া শাপ দিলেক^{১৫} ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রহ্মশাপে মলিন হইল কলানিধি । ক্রোধ করি দ্বিজবর শাপ দিয়া চলে ।
 ব্রহ্মশাপে বলদেব হইল জলধি ॥ কেকলাস হইল রাজা অধর্মের ফলে ॥
 ব্রহ্মশাপে যদুবংশ হইল নৈরাশ । অরণ্যে রহিল এক কুয়ায় পড়িয়া ।
 ব্রাহ্মণ পূজিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গবাস ॥^{১৬} উপায় শুনিব কিছু যদুবংশ লয়া ॥^{১৭}
 এমন বিপ্রের কথা শুন সমাদরে । এমন বিপ্রের কথা শুন সর্বজন ।
 বিধবার পুত্র হৈল ব্রাহ্মণের বরে ॥ ছাপ্পায় কোটি যদুবংশ লয়ে নারায়ণ^{১৮} ॥
 মুগয়া^{১৯} রাজার কথা পড়ে গেল মনে^{২০} । মহাভারতের কথা নিবেদন করি ।
 এক শত^{২১} ধেমু দান দিলেক^{২২} ব্রাহ্মণে ॥ মুগয়া কারণে বনে প্রবেশিলা হরি ॥^{২৩}
 ধেমু লয়ে দ্বিজবর আনন্দে চলিল । দশ দশ^{২৪} হস্তীর বল এক এক জনা^{২৫}
 পালে হৈতে^{২৬} এক ধেমু বাইড়ি ধরে ।
 আইল^{২৭} ॥
 পুনর্বার সেই ধেমু দিলেন বাজনে । তথাপি কেকলাস কেহ নাড়িতে না
 সেই ধেমু দিল রাজা^{২৮} অগ্র ব্রাহ্মণে ॥ পারে ॥
 ধেমু লয়ে দ্বিজবর চলে বাজপথে^{২৯} । যেইমাত্র নারায়ণ পরশ করিল ।
 দৈবযোগে যার ধেমু দেখা তার সাথে^{৩০} ॥ চতুর্ভুজ হয়; রাজা স্বর্গলোকে গেল^{৩১} ॥
 পথমধ্যে দ্বন্দ্বজ বাড়িল দুইজনে । এমন বিপ্রের গুণ^{৩২} কর^{৩৩} অবধান^{৩৪} ॥
 উপনীত হইলা রাজার সন্নিধানে ॥ *অপরূপ সঙ্গীত রচিল রূপরাম ॥^{৩৫}

১৪। অ রঘুনাথ বনে । ১৫। এই চারি চত্র শুধু হরিপুর খ পুথিতে আছে । ১৬। অ ষোড়শ ।
 ১৭। অ শুনেছ পুবাণে । ১৮। অ লক্ষ । ১৯। অ দিলেন । ২০। অ দৈবযোগে ।
 ২১। অ বাইড়িয়ে গেল । ২২। অ ব্রাহ্মণে । ২৩। অ গনে...সনে । ২৪। হরিপুর খ পুথির
 পাঠ ব্রহ্মশাপে রহে রাজা কেকলাস হইয়ে ॥ অতঃপর অতিবিক্ত পাঠ

কেকলাস হয়ে বনে রহে তপোধান ।

যদুবংশ লয়ে কিছু শুনি কখন ॥

১৫। অ সশঙ্কিত করি আহরণ । ২৬। হরিপুর খ পুথিতে এই পয়ার নাই । ২৭। অ শত শত ।
 ২৮। অ মর্দে, মর্দ । ২৯। অ রথারূঢ় হইল । ৩০। অ কথা । ৩১। অ জ্ঞানে, শুন ।
 ৩২। হরিপুর খ পুথির পাঠ সর্বজন । বিরচিলে রূপনাম বিপ্রের বন্দনা ॥

॥ দিগ্-বন্দনা ॥

সবা অগ্রে^১ বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন । তবে বন্দো উড়িষ্যের^২ ঠাকুর জগন্নাথ ।
 ধবল খাট বন্দিব ধবল সিংহাসন ॥ অপরূপ^৩ বাজারে বিকায় পিঠা ভাত ॥
 চারি পণ্ডিত বন্দো চারি দুয়ার^৪ উপর । জগন্নাথের মহিমা कहনে নাই যায় ।^৫
 ধর্ম-অধিকারী বন্দো পিতা গর্ভেশ্বর ॥ শূদ্রেতে আনিল অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায় ॥
 ষোল-সংখ্য বন্দো রাউলের বত্রিশ আমিনী । প্রভুর উচ্ছিষ্ট খেয়ে নাচেন আপুনি ॥
 জাজপুরের দেহারা বন্দো দিয়া জয়ধ্বনি^৬ ॥ প্রসাদ খাইয়া সবে শিরে পৌচে হাত ।
 কৃষ্ণনগরে বন্দো কৃষ্ণরায় যিনি^৭ । এমন কোথা শুনেছ বাজারে বিকায়
 নিরবধি শ্রীঅক্বেতে পড়ে ঘর্মপানি ॥ ভাত ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বাম করে বেণু । ভাই বলরাম বন্দো হুভদ্রা ভগিনী ।
 নবদলশ্রাম অঙ্গ স্বর্ণকাস্তি তল্প ॥ সম্মুখে জাগিয়া রহে দিবস রজনী ॥
 কানীপুরে বন্দিব ঠাকুর বিখেশ্বর । কাঁজিপোড়া খাইতে বদনে লাগে ঝাল ।
 অন্নপূর্ণা মাতা তার বামে শোভা করে ॥ ঘৃষিব প্রভুব গুণ জীব যতকাল ॥
 এমনি প্রভুর মায়া জানে সর্বলোকে । ধন্য প্রভু জগন্নাথ নীলাচলের মাঝে ।
 কানীতে মরিলে লোক যায় শিবলোকে ॥ পঞ্চ-সংখ্য বাণ্ড যার রাত্রি দিনে বাজে ॥
 গয়াতে বন্দিব আমি দেব গদাধরে । দেবের প্রধান স্থান জগন্নাথের পূবী ।^৮
 যাহার প্রাসাদে জীব যায় স্বর্গপুরে ॥ দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পিদিপ সারি সাবি ॥
 শ্রীমুখেতে আঞ্জা দিল দেব শ্রীনিবাস । উডগায় জগন্নাথ পরতেক বড় ।
 পিণ্ড দিলে পিতৃলোকের হয় স্বর্গবাস ॥ শতেক হাত ধ্বজা উপরে হয় ঠাউ ॥
 যেই দিন পিতৃলোক উদ্ধার না হবে । জগন্নাথের কাছে আছে নিধি মহাধন ।
 সেই দিন অস্থির গিয়ে মহাযুদ্ধ দিবে ॥ সমুদ্রের কূলে বন্দো পবননন্দন ।^৯
 ধন্য ধন্য গয়াস্থর বর মেগে নিল । পুরী নীলাচল বন্দো মন করি দড় ।
 যার বরে সর্বলোক উদ্ধার হইল ॥ পৃথিবীর লোক সব সিঙ-দরজায় জড় ॥^{১০}

১। অ আগ্র ধর্ম । ২। অ দেহারা । ৩। অ জোড় করি পাণি । ৪। পা কৃষ্ণরাগিনী ।
 এই ছত্র ও পরবর্তী পনের ছত্র হ-পুথিতে নাই । ৫। অ দক্ষিণেতে বন্দিব । ৬। অ প্রভুর ।
 ৭। এই ছত্র ও পরবর্তী সাত ছত্র হ-পুথিতে নাই । ৮। এই ছত্র ও পরবর্তী তিন ছত্র জ-পুথিতে
 আছে । ৯। জ-পুথিতে পাঠ জগন্নাথের কাছে নিধি মহাচন্দ্র । বাহ পদারিমা বন্দো বীর
 হৃদমন্ত । ১০। এই দুই ছত্র হ-পুথিতে আছে ।

সাগরসঙ্কম বন্দো তীর্থ বারাপসী । বৈষ্ণব হয় যদি জাতিয়ে যবন ।
 স্বর্গের কপিলা বন্দো আন্তের তুলসী ॥ যুগে যুগে হই তার দাসীর নন্দন ॥^{১৩}
 রাম সীতা লক্ষণ বন্দিব অঘোধ্যায় । বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা করে উপহাস ।
 ঘর গুণে বনের পশু রাম-গুণ গায় ॥ গোলোক রাখিয়া তার নরকে নিবাস ॥
 দক্ষিণে লক্ষণ ধনু সীতালক্ষ্মী বামে । বৈষ্ণবের কুড়ে ঘর কৃষ্ণের আলয় ।
 পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ খণ্ডে তারকব্রহ্ম নামে ॥ বৈষ্ণবের শাক-অন্ন শুধু সুধাময় ॥
 রামনাম বলে যেই করে উচ্চারণ । চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ ।
 অবহেলে হয় তার গোলোকে গমন ॥ ডাকিনী যোগিনীর পায়ে লইলাম শরণ ॥
 রামনামে কত সুখ জানে কোন জনা । ত্রিভুবনে^{১৪} সার বন্দিব ভগবতী ।
 পদেতে পাষণ মুক্ত কাঠেব তরী ॥ জন্ম জন্ম তুয়া পায় রহুক প্রণতি ॥
 সোনা ॥ সাগরের জল যদি কলসে প্রমাণি ।
 ইন্দ্রজিৎ বন্দো আর পাতালে বাহুকি । তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে
 জলাসনে^{১৫} যোদ্ধাপতি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ জানি ॥
 অপদ্মলোচন বন্দো প্রভাতের ভাষ । কোথা আছ মহামায়া ই মেড মশানে ।
 বাস বন্দাবন বন্দো আর রাধা কাহ্নু^{১৬} ॥ এক দণ্ড উর গো সেবক-সুগ্রহণে ॥
 নবদ্বীপের চাঁদ বন্দো শচীর নন্দন । বিক্রমপুত্র বন্দিব তোমার আশ্রয়স্থান ।
 যাব গুণে মোহ গেল এ তিন ভুবন ॥ মোলায় বন্দিব মাতা তোমার বিশ্রাম ॥
 গোরচান্দ্রের মহিমা কহিব কার ॥ জয় জয় দিয়া বন্দো জয় বিষহরি ।
 সনে^{১৭} । পাতাল ভুবনে বন্দো পাতাল-কুমারী ॥
 গোবাচান্দ্রের কহি কথা শুন ॥ কিয়পাতে বন্দি গাইব কেতুকাহ্নন্দরী ।
 একমনে^{১৮} ॥ উন কোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি ॥
 বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান । তোমার মহিমা মাতা^{১৯} কি বলিতে
 অবদ্যোত^{২০} সন্ন্যাসী নহে তাহার ॥ জানি ।
 সমান ॥ বাপের কোলেতে ঘেন পুত্রের চালনি ॥

১১। অ জগাসনে । ১২। অ শ্রীরাধা শ্রীকাহ্নু । ১৩। অ যেজন কবে মনে ।

১৪। অ সর্ব্বজনে । অতঃপর হরিপুত্র খ পুথির অতিরিক্ত পাঠ

কৃষ্ণগুণ গায় গোরা বলে হরি হরি ।

অন্তকালে মুক্ত হয়ে যান বিষ্ণুপুরী ॥

১৫। অ অজ্ঞ ।

১৬। তৃতীয় পুথির অতিরিক্ত পাঠ ।

১৭। পা এ ভুবনে ।

১৮। পা মাধা ।

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির । ঐরাবত বাহনে বন্দিব পুরন্দর ।
 পেড়ায় বন্দিয়া গাইব স্তুতি থা পীর ॥ বুধভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর ॥
 ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন । দেব গুরু দ্বিজ বন্দো হয়ে সাবধান ।
 আশু ধর্ম বন্দিব ঠাকুর নিরাজন ॥ ছত্রিশ আখর বন্দো বত্রিশ পুরাণ ॥
 মূল তরু কদলী সমুখে এড়ে বালি । বর্জ্যমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা ।
 মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীরিসমালি ॥ অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা ॥
 পীরিসমালি সঙরিয়া পথে চলে যায় । মাথায় মল্লিকা চাঁপা সাজানা^{১৭} প্রচুর ।
 মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি আঙের দেহারা মায়ের বন্দো
 খায় ॥ বিক্রমপুর ॥

চন্দ্রকোণা চাপিয়া বন্দিব মস্তেশ্বর । রাজবলহাটে বন্দো শ্রীরাজবল্লভী ।
 বুধভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর ॥ গায়ের বরণ যেন বৈকালের রবি ॥
 বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা । তাসার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি ।
 বালিডাকায় বন্দিলাম সর্বমঙ্গলা ॥ অশ্বুআর ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী ॥
 কোতলপুরে বন্দি গাইব বিশাললোচনী । কালীঘাটের কালী বন্দো বেতাতে
 আমি মূর্খ অভাজন কি বলিতে বেতাই ।^{১৮}

জানি ॥^{১৯} একমন হয়ে বন্দো আমতার মেলাই ॥
 বত্রিতালের ঝকড়াই বন্দো জোডহাথ । শ্মশানে বন্দিলাম শ্রামা করালবদনী ।
 শিওড়ের দেবতা বন্দিব শাস্তিনাথ ॥^{২০} সেহাথেলায় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনী ॥
 খগেন্দ্রবাহনে বন্দো দেব নারায়ণ । ময়নাপুরে ঘটীবুড়ীর বন্দিব চরণ ।
 চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দো মরালবাহন ॥ একে একে বন্দিব যতেক দেবগণ ॥
 বিষ্ণুর নিকটে বন্দো লক্ষ্মী সরস্বতী । বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা ।
 মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী ॥ জুঝাটির ধর্ম বন্দো খাজুরের তলা ॥
 সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী । চারি পিড়া বন্দো ধর্ম দেখিতে স্মন্দর ।
 বিষ্ণুরাজ বন্দো মাথা লুটায় ধরণী ॥ সমুখেতে শোভা করে দিব্য সরোবর ॥
 হরিণের পৃষ্ঠে উনপঞ্চাশ পবন । আমতার মেলাই বন্দো বিশাললোচনী ।
 মহিষের পৃষ্ঠে বন্দিয়া গাইব যম ॥ খেপতের খেপাই বন্দো জুড়ি দুই পাণি ॥

১৯। অ সমাদর করি বন্দো সোঁলার রক্ষণী ।

২০। অ সেওড়তে বন্দিব ঠাকুর শাস্তিনাথ ।

২১। অ মালা মালতী । ২২। এই ছত্র ও পরের তিন ছত্র জ-পুথিতে নাই ।

মাতা পিতা বন্দো [ভাই] গুরু চরণ । জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান ।
 ত্রীধর্মচরণ বন্দো হয়ে একমন ॥ গবপুরে বন্দো বাপা স্বরূপনারায়ণ ॥
 শিক্ষাগুরু বন্দো ভাই কুলের প্রধান । কাকড়াবিছে ধর্মরাজ বন্দো সাবধানে ।
 তাহার চরণ বন্দো করিয়া প্রণাম ॥ কার্যাসিদ্ধি করে যার যেরা থাকে মনে ॥
 শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু চরণ বন্দিয়া । লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী বন্দিছ মাথায় ।
 আমি মূর্থ গীত গাই ধর্ম ধিয়াইয়া ॥ মল্লবংশ রাজা হইল যাহার রূপায় ॥
 জ্ঞান অন্ধ বিষ জল খাওল আমারে । রামনাম সওরণে উদ্ধার হয় জীব ।
 সভা মধ্যে বন্দো এই আসর ভিতরে ॥ জোড়াহাথে বন্দ্য গাইব তাডেশ্বরের
 কুলেমালার ধর্ম বন্দো হয়ে সাবধান । শিব ॥
 ভাটের বাড়িতে যার সদত বিশ্রাম ॥ তাহার মহিমা কিছু কহনে না যায় ।
 কাইতি চাপিয়া বন্দো বাণ রাজার পাট । রাখালের ছিয়া গাড়ি যাহার মাথায় ॥
 উমা বালিপোতা বন্দো খেতগঙ্গার ঘাট ॥ কোটশিমুলে বন্দি গাইব ঘোড়া সইদ^{২৩}
 ক্ষীবগ্রামে যোগাত্মা বন্দো মন্তকের পাগে । যার নাম সওরনে রণে হয় বীর ॥^{২৪}
 সেহাখালার রক্ষিণী বন্দিয়া গাইব আগে ॥ গোটানের বটেস্বরী বন্দিছ চরণ ।
 ধারুয়ার দেবী বন্দো লোটায়ে অচলা । অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাশন ॥^{২৫}
 জয়ন্তীপুরেতে বন্দো সর্বমঙ্গল ॥ ত্রীরামপুরে জয়তুর্গা মহিষমর্দিনী ।
 যশী বুড়ি বন্দিব নিবাস তালপুর । নেওড়ে নালু বন্দো লোটায়ে ধরণী ॥
 যার সেবা করেছিল জয়ন্তী অসুর ॥ গ্রামের দেবতা বন্দো মন্তক উপর ।
 বন্দিব বড়খা গাজী রিসিবাটা গাঁ । বন্দিব কনকপতি বাজিতপুরে ঘর ॥
 নিজ বাটী বন্দিব পেড়োর শুভি থা ॥ বনমধ্যে বেতায় বন্দো সর্বমঙ্গল ।
 ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর থা গাজী । মহিষাসুর মারিয়া গলায় মুণ্ডমালা ॥
 তাহার মোকামে বন্দো মৌল শয় মোলার রক্ষিণী বন্দো শুদ্ধ হয়্যা মন ।
 কাজী ॥ যাহার সেবনে দুঃখ দারিদ্র্য পলায় ॥ বালিডাঙ্গার বটেস্বরীর বন্দিছ চরণ ॥
 সেনপুরে বন্দিব ঠাকুর বাঁকুড়ারায় ।

২৩। পা ঘুড় শয়, খুড় শয়, মুড় শয় । প্রকৃত পাঠ 'খোঁড়া সহিদ' হওয়া সম্ভব । ২৪। যার নাম সমরে সওরে মহাবীর । ২৫। অন্তঃপর জ-পুথিতে অতিবিক্ত পয়ার

অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাশনে ।
 যাহার মহিমা গুণ গায় রামায়ণে ॥

বিন্ধকেতে বন্দি গাইব অভিরাম	অশ্বরগড় সিদ্ধিস্থান যত আছে তায় ।
গৌসাই ।	ধরণী লোটায়ে বন্দো শতকের পায় ॥
রাধা কান্ধ সহিত তিলেক ভেদ নাই ॥	কামারহাটীর পঞ্চানন্দ বন্দো জোড়-
গোরুটিতে বন্দো রামগোপালের পাট ।	হাতে ।
তিন সন্ধ্যা কিশোরী তাহাতে করে	ছেলেব তরে কত মেয়ে শুধু যায়
নাট ॥	থেতে ॥
কমলা ভারতী বন্দো বিজয়া নগরে ।	পীর পাখান্দর বন্দো আছে যতগুলি ।
বরদা বাসলী বন্দো মন্তক উপরে ॥	মান্দারগ গড়েতে বন্দিব পীরিসমালি ॥
সোনাটিকিরির মধ্যে জয় বিষহরি ।	পীরিসমালি সঙরিয়া যে পথে চলে যায় ॥
বাসলীর চরণ বন্দো জোড়হাথ করি ॥	দস্যতে না মাবে তারে বাঘে নাই
জোড়ুতে বন্দো ভগবতী ঠাকুরাণী ।	খায় ॥
ছাগল মুন্ডির তরে বয় খুনাখুনি ॥	বন্দিব দরিয়ার পীর নাম কালুরায় ।
আহিলার রক্ষিণী বন্দিলাঙ সাবধান ।	এক শত প্রণাম প্রভুর দুই পায় ॥
যাব কাছে বিধাতা আপুনি করে গান ॥	ধরণী তরণি বন্দো অষ্ট কুলাচল ।
প্রণাম করিয়া বন্দো পুড়সের ঘাঁটু ।	প্রয়াগ-মাধব বন্দো সাগরের জল ॥
জামা জোড়া পরিধান আবোহণ টাটু ॥	মথুরা গোকুল বন্দো গোবর্দ্ধন গিবি ।
পীলখাঞে বন্দি গাইব স্বরূপনাবাষণ ।	বৃন্দাবনে কান্ধ বন্দো রাধিকাসুন্দরী ॥
দেশে দেশে হইতে আইসে যাহাব	ফল মধ্যে গোণ্ডা বন্দো পত্র মধ্যে
মানন ॥	পান । ^{২৬}
ধাতানাই বন্দিব সারদা ঠাকুরাণী ।	স্ত্রী মধ্যে রাধিকা বন্দো পুরুষ মধ্যে
যাব কাছে তপস্যা করেন সপ্তমুনি ॥	কান ॥
মুনিপুরে ধবলী সিঙ্গুরে জয়া ।	বাস্য আদি বন্দিব বৈষ্ণব মহাশুক্র ।
দক্ষীপুরে বন্দি গাইব যার বড় দয়া ॥	শুকদেব বন্দিব নারদ কল্লভরু ॥
কামালপুরে বন্দিয়া গাইব চন্দ্রামুখী ।	তমূলুকে বন্দিয়া গাইব বর্গভীমা ।
জলের ভিতরে দেবী জলে দিকি দিকি ॥	মাঘ মাসে মকরে আনন্দে নাঞি সীমা ॥
শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে ।	সাক্ষাৎ দেবতা বন্দো কপালে লোচন ।
ছাণ্ডাল কানাই বন্দো ব্রাহ্মণের ঘরে ॥	কপালে ^{২৭} মাণিক যেন জলে হত্যাশন ॥

কালীঘাটে বন্দো মাতা কালিকা-চরণ । স্বল্লাঙ্করে সৰ্বদেবের কৈলাঙ আবাহন ॥
 বলমল করে অঙ্গে অষ্ট অভরণ ॥ বন্দনা বন্দিতে ভাই যে দেব এড়ায় ।
 বিষ্ণুপুরের বাঁকুড়ারায় বন্দো করপুটে । এক শত প্রণাম আমার সেই জনের
 সৰ্বকাল এ দাসেরে রাখিবে নিকটে ॥^{২৮} পায় ॥
 উর ধর্ম আসরে আসিয়া শোন গীত । আদি শিক্ষাশুর বন্দো বিজ রূপরাম ।
 আপনার নিজগুণে করিবে মোহিত ॥ পলাসনে সখা যার দেব ভগবান ॥^{৩০}
 ছন্দোবন্ধ তাল মান কিছুই না জানি । ডাকিনী যোগিনী বন্দো নিরঞ্জনর পা ।
 আমি উপলক্ষ্য গীত গাইবে আপনি ॥ মিনি অপরাধে যে গোএনে করে ঘা ॥^{৩১}
 আপনি সজ্জাবে সভা গীত আব নাটে । তুমি মোর ভগিনী আমি তোর ভাই ।
 বাব দিয়া আপনি বসিবে ধবল খাটে ॥ তাদের চরণ বন্দি আমি গীত
 ধুনীর সৌরভে ধর্ম আপনি ধ[বল] । গাই ॥^{৩২}
 ধর্ম নিন্দা করিলে বসিতে নাহি স্থল ॥ ডাকিনী যোগিনীর পদে লইলাম শরণ ।
 নিয়ম করিয়া যে ধর্মের ঘর যায় । আগুগুরু মাতা বন্দো পিতার চরণ ॥
 যে থাকে বাসনা মনে সেই ফল পায় ॥ শিক্ষাশুর বন্দো ভাই দীক্ষাশুর পা ।
 দুমন করিলে এতে নাহিক নিস্তার । জোড় হাতে আসরে বন্দিছ বাপ মা ॥
 সৰ্বাঙ্গে ধবল হয়ে রক্ষা নাই আর ॥ আমা পুত্র উদরে ধবিয়া পাইল ছুথ ।
 এক মনে বন্দো ভাই ধর্মের চরণ । যাহার প্রসাদে দেখি সন্মিলের মুখ ॥
 ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাঙ শরণ ॥ বন্দনা বন্দিতে আমার গীত বয়্যা যায় ।
 ডাইন যোগিনী বা আর মুখহুয়ি । কোটি কোটি দণ্ডবৎ সৰ্বদেবীর পায় ॥^{৩৩}
 আমাব আসরে সবে গান শোন বসি ॥^{৩৪} ধর্মের মায়া কহনে নাই যায় ।
 বন্দনা বন্দিতে ভাই হবে অনেকক্ষণ । হবি হরি বল সভে পালা হৈল সায ॥]]

২৮ । এই পয়ার হ-পুথিতে আছে । ২৯ । এই নয় পয়ার জ পুথিতে আছে ।

৩০ । এই পয়ার হ-পুথিতে আছে । ৩১ । জ-পুথি পাঠ ।

মিনি অপরাধে যদি অঙ্গে কর ঘা ।

শিক্ষাশুর মন্তকে পাখালে বাম পা ॥

৩২ । অ যদি মোর হাতে ধর ধর্মের দোহাই । ৩৩ । জ পুথিতে এই পদ্য আছে ।

॥ আত্মকাহিনী ॥'

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি-শ্রীরামপুর । বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে ।
 চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর ॥ আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে ॥
 পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞী জানে । সদাই পড়ান গুরু মনে বড় দয়া ।
 বিশাশয় পড়ুয়া পড়ে যার সন্নিধানে ॥ পড়িল কারক টীকা তিওন্ত লীলয়া ॥
 কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায় । সাত মাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞী ।
 [সতত পুরাণ] পাঠ যাহার সভায় ॥ বিছা বিষ্ণু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞী ॥
 নিরন্তর পাঠ পড়ি নিজ নিকেতনে । সেখানে সেখানে করি টীকার বিচার ।
 জুমর অমর ভেদ হইল অল্প দিনে ॥ চক্রবর্তী সকল মানিল পরিহার ॥
 ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান । বিশাশয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে ।
 বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হইল আন ॥ বিটক ভারথী স্থা মকরন্দ ভাগে ॥
 বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ । আডুয়ে পড়ান গুরু চৌপাড়ির ঘব ।
 খাইতে শুইতে বাক্য বলে জলন্ত আগুন ॥ শ্রামল উজ্জল তনু পরম সুন্দর ॥
 খাইতে শুইতে শয়নে স্বপনে মন্দ বলে । পরম পণ্ডিত গুরু বড় দয়াময় ।
 [হাড় মা] স দন্ধ হয় বিহান বিকালে ॥ ভট্টাচার্য কণাদ মানিল পরাজয় ॥
 বিশেষ বাজিল হৃন্দ বৃধবার দিনে । বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি বামে যান ।
 মনে দুঃখ উঠিল হইব উদাসীনে ॥ বঘুরাম ভট্টাচার্য সভার প্রধান ॥
 মনঃকথা মরমে বাঙ্কিল খুঁজি পুথি । মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত ।
 মণিরাম রায় দিল পরিবাব ধুতি ॥ পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীতি ॥
 খুঁজি পুথি লয়ে আমি করিলাম গমন ।
 রাজারাম রায় দিল কডি বার পণ ॥ অতিশয় বিরলে বসিয়া পাঠ চাই ॥
 খুঁজি নিল পুথি নিল বস্ত্র নাই গায় । ভট্টাচার্য গুরু [শুনি] বুক নাঞী বান্ধে ।
 তসরের ধুতি দিল মণিরাম রায় ॥ সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে ॥
 [হাতে লইয়া] খুঁজি পুথি জুমর অমর । শনিবারে ধর্মের কারণে হৈল ডেড়ি ।
 পাসণ্ডা পড়িতে গেলাম ভট্টাচার্যের ঘর ॥ দৈবহেতু সেদিন মাঘের ২ টীকা পড়ি ॥
 রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচঞ্জের পো । গুরুর সম্মুখে বসিয়া পাঠ চাই ।
 খুঁজি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো ॥ পূর্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই ॥

সমাসটাকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল ।
 পূর্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল ॥
 এত শুনি গুরু হৈল পাবকের ধার ।
 পূর্বপক্ষ পরম ধরিল তিন বার ॥
 ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায় ।
 ক্রোধ করি নিষ্ঠুর বলেন উর্দ্ধ-রায় ॥
 গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন ।
 পড়াবার বেলা হই এহার অধীন ॥
 বিশাশয় পড়িয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা ।
 দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া ॥
 গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয় ।
 সন্মাই পাঠের বেলায় জঞ্জাল লাগায় ॥
 পড়াতে নারিল তোরে যাহ নিজ ঘর ।
 নহে নবদ্বীপ যাহ কিবা শাস্তিপূর ॥
 বিজ্ঞানিধি ভট্টাচার্য্য শাস্তিপূরে আছে ।
 ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে ॥
 নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি ।
 তাঁর সম ভট্টাচার্য্য শাস্তিপূরে নাঞি ॥
 বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা ।
 বিটক মুখের শোভা বসন্তের চিনা ॥
 এমন বচন শুনি মনে লাগে ভর ।
 সূর্য্যের সমান গুরু পরম স্তম্বর ॥
 অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘ্য কোন জন ।
 নবদ্বীপে পড়িতে আনন্দ হৈল মন ॥
 গুরুর বচন শুনি নিল খুজি পুথি ।
 মনে হল্য নবদ্বীপ যাব দিবারাতি ॥
 হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে ।
 পুনর্ব্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের

আডুয়া করিল পাছে ডানি দিগে বাসা ।
 পুরান জাহালাে নাঞী জীবনের আশা ॥
 ঘুরে ঘুরে বুলি শুধু পলাশনের বিলে ।
 ছটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে ॥
 হেন কালে ভগবান ছলিবারে মন ।
 মায়া ছলে ছুটি ব্যাঘ্র করিল স্ফজন ॥
 ছটা বাঘ হু-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে ।
 গোটা দুই কাছাড় খাইল গোপাল-দীঘির
 পাড়ে ॥
 সন্ধি-মূল হারাল্য স্ববস্ত-টাকা নাই ।
 আপুনি কাননে পুথি কুড়ান গোঁসাই ॥
 [[পাঠ] পড়্যা ঘরে আসি তুষায় আকুল ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম হাতে দিলা ফুল ॥
 একে শনিবাব তাই ঠিক ছপুর বেলা ।
 সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা ॥
 গলায় চাঁপার মালা আসা বাড়ি হাথে ।
 ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে ॥]
 প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুঁথি ।
 সম্মুখে দাণ্ডাল্য যেন ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ॥
 স্ববর্ণ পইতা গলে পতঙ্গস্ফন্দর ।
 কলধৌত কাঞ্চনকুণ্ডল-বালমল ॥
 ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান ।
 এই লহ খুজি পুথি বাঁধ অভিধান ॥
 [ডাক দিয়া বলিল কাননে কেন একা ।
 পূর্ব্ব তপস্কার ফলে তোরে দিলাঙ
 দেখা ॥]
 আমি ধর্ম্ম-ঠাকুর বাকুড়ারায় নাম ।
 বার দিনের গীত বাপু গাও রূপরাম ॥
 [আজ হৈতে রূপরাম আমার গাও গীত ।
 পরিণামে পাবে বড় মনের পিরীতি ॥]

গনে ॥

ঠাকুর বলেন তুলে রাখ খুঁজি পুথি । সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন ।
 কালি হইতে আমার গাইবে বারমতি ॥ প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ ॥
 চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাহুলি । সোনা হীরা° ছুটি বনি দুয়ারে বসিয়া ।
 তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা ॥ রূপরাম দাদা আইল খুঁজি পুথি লৈয়া ॥
 বুলি ॥ হেন কালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর ।
 আমি ধর্ম অনাথ তোমারে দিহু দেখা । দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জব ॥
 পূর্বকালে ভাগ্য আছে কপালেব লেখা ॥ তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পাবা ।
 যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত । পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা ॥
 সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত ॥ বাড়িতে বসিতে ভাই বলিল কুবচন ।
 যখন শুনিব তোমার মন্দিরার ধ্বনি । জননী সহিত নাঞি হইল দবশন ॥
 আসরে অবশ্য বাপু উরিব আপুনি ॥ দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে ।
 খুঁজি পুথি সব [তুমি] তুল্যা বাথ ঘরে । কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা
 আনন্দে গাইবে গীত আমার আসবে ॥ ঘরে ॥
 এত বলি মহাবিভা দিল মোর কাণে । কাছাড়িল জুমব অমর অভিধান ।
 দিবসে তরাস-তনু দেখি চাবি পানে ॥ বাহিরে স্ববস্ত-টাকা গড়াগড়ি যান ॥
 বলিবারে বচন বিলম্ব আর নাই । পুনর্ব্বার মরমে বাঞ্চিল খুঁজি পুথি ।
 গলেতে হাড়ের° মালা দিলেন গোসাই ॥ নবদ্বীপে পড়িবারে যাব দিবারাতি ॥
 দম্ভ করে বলে দ্বিজ বিক্রমে বড়াই । সোনা হীরা° ছুটি বনি আছিল দুয়াবে ।
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার গীতে কার্য্য নাই ॥ জননীকে বারতা বলিতে নাঞি পাবে ॥
 এত শুনি অন্তর্ধান দেব নিরঞ্জন । তিন দিন উপবাসী দৈবের কারণ ॥
 তিন দিন উপবাসী ধর্ম্মের কাবণ ॥ শানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল ।
 তিমিরে তপনমালা দেখিতে না পাই । পথের পথিকে দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল ॥
 খুঁজি পুথি বাঞ্চিয়া ঐমনি দিল ধাই ॥ ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান ।
 দিশাহার হয়্যা ধায়া বুলি বেনা-বনে । না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান ॥
 চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস মনে ॥ আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়া
 আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল । ভাজা ।
 শাঁখারিপুকুরে খাইল পরিশূঁঁ জল ॥ দামুদের জলেতে করিল স্নান পূজা ॥



হুটী বাঘ ছ-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে,
গোটা ছই কাছাড় খাইলাম গোপালদীঘির পাড়ে ।

জলপান করি তথা বড় অভিলাষে । এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন ।
 আচম্বিতে চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে ॥ আচম্বিতে দুটি পালি^৫ দিল দরশন ॥
 চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল । পালি^৬ দেখি মহারাজা আনন্দিত
 খুঙ্গি পুথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাই বল ॥ মনে ।
 দিগনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল । দ্বাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে ॥
 তাঁতিঘরে কৰ্ম বড় পথেতে শুনিল ॥ বারমতি গাইল আর দ্বাদশ মঙ্গল ।
 দৈবহেতু হুঃখ পাই সহজে কাতর । সম্ভষ্ট হইলেন ধর্ম ভকতবৎসল ॥
 দক্ষিণা মাগিতে গেলাম তাঁতিদের ঘর ॥ সেই হইতে গীত গাই ধর্মের আসরে ।
 ধাওধাই তাঁতিঘরে দিল দরশন । অত্যাধি খুঙ্গি পুথি তোলা আছে
 চিড়া-দধির ঘট দেখি আনন্দিত মন । ঘরে ॥
 মনে কৈল পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই । রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা ।
 তাঁতিঘরে ধর্ম-ঠাকুর নাঞি দিল খই ॥ পরম কল্যাণে যত আছিল [ত] প্রজা ॥
 দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগুণ^৭ কড়ি । বর্দ্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম ।
 দৈবের ঘটনে তার কানা দেড় বুড়ি ॥ [তার পরা]^৮-জয় হইল দক্ষিণে মহিম ॥
 খুঙ্গি পুথি লয় পুহু করিল গমন । সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর ।
 বাহাদুর এড়াল্যে দিলাম দরশন ॥ দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥
 গোয়ালভূমের রাজা গণেশরায় নাম । শাক সীমে জড় হৈলে যত সন হয় ।
 বিপ্রকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান ॥ চারি যুগ তিন বাণ^৯ বেদে যত রয় ॥
 তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন । বসের উপরে রস তায় রস দেও ।
 প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানা ধন ॥ এই শকে গীত হইল লেখা করি নেও ॥

২

॥ জ্ঞাপনা পালা ॥

আগ্ৰ প্রভু ধর্মবায় প্রণাম তোমাব পায়

পবম দেবতা নিবঞ্জন ।

শৃগ্ৰেতে কবিযা^১ ভব মনে চিন্তা^২ নিবস্তব

কেমনে হইব^৩ ত্রিভুবন ॥

না ছিল^৪ সয়াল ক্ষিতি^৫ বিষম প্রলয় অতি

জীবজন্তু কেহ কোথা নাঞী^৬ ।

ববি শশী নাঞী বয় সব ধুক্কাব^৭ ময়^৮

সভেমাত্র আপুনি গোসাঞী ॥

^৯[বিধি বিষ্ণু পুবন্দব অমব অস্তব হব

কেহ জীবজন্তু নাই মনে ।

ববি শশী নাই হয় ঘোব অঙ্ককাবময়

আদি মূর্ত্তি তাব মধ্যখানে ॥

পূর্ণ শশধব মূর্ত্তি শৃগ্ৰভাবে হৈল স্থিতি

যোগবলে কবে অবস্থান ॥

বসিতে আসন নাই দাঁড়াইতে নাহ ঠাই

দিগ অগ্ৰ নাহি হয় জ্ঞান ॥

মনে ভাবি নিবঞ্জন কিসে হবে ত্রিভুবন

নিঃশ্বাস ছাড়িল চক্রপাণি ।

তাহে জন্মে এক পক্ষ সেইজন মহাদক্ষ

নাম তাব উলুক মহামুনি ॥

পাক ভবে উড়ে উড়ে প্রদক্ষিল মায়াধরে

এইকপ কৈল তিন বাব ।

ধর্মের সম্মুখে আইলেন অস্তবিক্ষে

পাকভাবে কৈল নমস্কাব ॥

১। অ শৃগ্ৰপথে কবি ভর । ২। অ চিন্ত, চিন্তে । ৩। অ হইবে । ৪। অ চিনি ।

৫। অ নাহি জল স্থল স্থিতি । ৬। অ তথি জীব জন্তু কিছু নাই । ৭। অ ঘোর অঙ্ককার ।

৮। অ ধরাধরি শৃগ্ৰপথে বুধিবা অনাক্ত রথে । ৯। বন্ধনীতে ন পুথির পাঠ ।

একাদিত্য^{১০} অঙ্গ জহু অতি মনোহর তহু
 তপনে তবণি অভিসার।^{১১}
 অত অভিলাষ মনে হইল রূপা সেইখানে
 বিনাশিলা বিষম আঙ্কাব ॥
 নবজলধব শ্রাম মনোহব মনোবম^{১২}
 হৃন্দব মুকুট মনোহব।
 স্বকাস্তি দশনভাতি শোভে যেন গজমোতি
 পুহু অবতাব মায়াধব ॥
 ভুবনমোহনলোভা যোল চাঁদ মুখ-শোভা
 পরাংপব পূর্ণ অভিলাষ।
 অকাল ধবণী মণি যেন বিধি পদ্মযোনি^{১৩}
 যোল^{১৪} কোটি সূর্য্যেব প্রকাশ ॥
 সোনাব মুকুট শিবে হুর্লভ কেয়ূব কবে^{১৫}
 পবিধান অরুণ বসন।
 মেখলা কিকিণী তায সোনাব নপুব পায
 পাবিজাত মাল্য পবিধান ॥
 বাজুবন্ধ পবিসব শোভা কবে কলেবব
 দশ চাঁদ কান্দে বাড়া পায।
 চন্দনে ভূষিত অঙ্গ দেখি অবতাব^{১৬} বঙ্গ
 যোল চাঁদ দশনে মিশায ॥
^{১৭}[অধব হৃন্দব রুচি হৃন্দর বদন গুচি
 নযান যুগল সমীষণ।
 কি দিব তুলনা তাব যোল পদ্ম অবতাব
 কিছুমাত্র কবিতে মিলন ॥]

১০। অ প্রকাশিত। ১১। অ অতিশ কোমল তহু তপস্তা কবেন মায়াধব। ১২। পা মনুহর মণিবাম। ১৩। অ হুলে জল আনি পদ্ম ফুলে। ১৪। স্ব তিন। ১৫। অ অতিশয় শোভা করে। ১৬। অ দেখিতে হৃন্দব। ১৭। এই দুই ছত্র ন-পুথিব অতিবিস্তৃত পাঠ।

এমন দেবের লীলা^{১৮} পবিতোষ মনে হৈলা

নাসা-পথে জন্মিলা উলুক ।

বাক্য^{১৯} চরণেব কাছে জোড়-হাথ কবি আছে^{২০}

স্তব কবে লোটায়্যা সম্মুখ ॥

অবধানে ধর্মবায় নিবেদি তোমাব পায

নায়কেব চিন্তহ^{২১} কল্যাণ ।

ময়ব^{২২} ভট্টেব পদে মনে অহুমান হৃদে

দ্বিজ কপবাম বস গান ॥

২৥ বড় আজ আন্দ দেখি ব্রজপূব ঘবে বে ।

গোকুল চাডিয়া নিমাই আইল নবদ্বীপে বে

আইল বে ॥

নাসা-পথে যদি স্যাং জন্মিলা উলুক ।

সবিনয় স্তব কবে লোটায়্যা সম্মুখ ॥

জোড়-হাথে উলুক কবেন নিবেদন ।

কে আছে তোমাব পব তুমি নিবঞ্জন ॥

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি সে পাতাল ।

চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি তুমি দিকপাল ॥

রূপা কব ঠাকুর-আমাকে^{২৩} কব দয়া ।

দয়া করি দেহ দুই চরণেব ছায়া ॥

চরণেব ছায়া মনে করি অহুমান ।

মোর পৃষ্ঠে আবোহণ কর ভগবান ॥

উলুকেব বচন শুনিয়া মায়াধব ।

কৌতুকে বসিলা পঙ্করাজেব উপব^{২৪} ॥

নাঞ জানি কতকাল কবেন ভ্রমণ ।

শ্রমযুক্ত উলুক কবেন নিবেদন ॥

কোনখানে বসিব এমন নাহি স্থল

তুষায় আকুল তহু কোথা পাব জল ॥

উলুকেব বচন শুনিঞ নিবঞ্জন ।

মুখে হৈতে অমৃত ফেলিল^{২৫} ততক্ষণ ॥

সেই হইতে হইলেন জলেব সঞ্চাব ।

জল বিনে জীবজন্তু সকলি অসাব ॥^{২৬}

শূন্য ভবে কৌতুকে বহিলা চক্রপাণি ।

আচম্বিতে তখন জন্মিলা নাবায়ণী ॥

শবৎ-পূর্ণিমার শশী আলো কবি আছে ।

হিস্তুল ববণ মেঘ শোভে^{২৭} তাব কাছে ॥

১৮। অ অনাত্মার খেলা ।

১৯। অ অনাত্মা চরণ ।

২০। অ হয়্যা নাচে ।

২১। অ নায়কেব করহ, চিন্তিবে ।

২২। শ্রা মউব ।

২৩। জ পৃথিব পাঠ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত ।

২৪। অ রূপা করি মহাপ্রভু মোবে ।

২৫। অ হৃথিতে বসিলা পঙ্কেব পৃষ্ঠেব উপব ।

২৬। অ মুখেতে পীষ ছিল দিল ।

২৭। অ সেই হইতে সয়াল জলেব সবোবর ।

জলজন্তু জীব যত জন্মিল চরাচর । ৬। অন্তঃপর ন পুথির দুই ছত্র অতিবিস্তৃত পাঠ নোতন মেঘের কোণা অরুণ উদয় । কামের কামান হাতে কৃষ্ণেব তনয় ॥

মৌলকলা-পূর্ণ শোভা যেন বিজ্ঞাধরী ।
 মল্লিকা মালতী মালা শোভিত কবরী ॥
 ১[নয়ান যুগলে শোভে কুরঙ্গ-নয়না ।
 অঙ্গের বরণ শোভে যেন কাঁচ সোনা ॥
 অধর-যুগলে শোভা যেন বিষফলি ।
 কুচগিরি শিখরে ভ্রমরা করে কেলি ॥
 স্নরধুনী শিখরে বিহরে অহিরাজ ।
 বিনতানন্দন দেখ্যা মনে পাইল লাজ ॥
 চরণকমলে^৭ শোভে সোনার নপুর ।
 আপুনি অধীর^৮ হৈলা দয়ার ঠাকুর ॥
 রূপ দেখ্যা মোহিত হইলা নারায়ণ ।
 সেই তেজে^৯ দেবতা জন্মিলা তিন
 জন ॥^{১০}
 বিধাতা শঙ্কর বিষ্ণু ব্রহ্মাকার তীরে ।
 তিন ভাই তপস্শা করেন অনাহারে ॥
 কত যুগ তপস্শা করেন তিন ভাই ।
 তপস্শা করেন তার অন্ত^{১১} নাই পাই ॥
 তিন ভাই তপস্শা করেন অনাহারে ।
 রূপরাম গীত গান অনাঙ্ঘের বরে ॥
 তিন ভাই তপস্শা করেন অনাহারে ।
 অন্তরে জানিল ধর্ম দেব মায়াধরে ॥
 মৃতদেহ ধরি^{১২} ধর্ম পচা গন্ধ গায় ।
 ছয়-মাসের মড়া হয়্যা জলে ভাস্যা যায় ॥

তপস্শা করেন যথা তিন সহোদর ।
 ভাসিয়া ভাসিয়া গেলা ব্রহ্মার গোচর ॥
 অবজ্ঞা^{১৩} করেন বিধি পায়্যা পচা জ্ঞাণ ।
 কোথাকার পাতকী আমার বিজ্ঞমান ॥
 এত বলি গেলা ব্রহ্মা তপস্শা রাখিয়া ।
 বিষ্ণুর নিকটে গেলা ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
 তপস্শা করেন বিষ্ণু হয়্যা একমন ।^{১৪}
 আচম্বিতে পচা গন্ধ পাইলা তখন ॥
 হ্রস্ব পাতকী কেবা আইল মোর কাছে ।
 পাছু হয় পাতকী-পরশ হয় পাছে ॥
 তপস্শা রাখিয়া বিষ্ণু তখন পালায় ।
 শিবের নিকটে ভাস্তা গেল ধর্মরায় ॥
 জলের হিল্লোলে তায় বাজে পচা গন্ধ ।
 তখন জানিল শিব স্রুধা মকরন্দ ॥
 যোগবলে সকল জানিল সদাশিব ।
 পশুপক্ষী সয়ালে নাহিক জন্তুজীব ॥
 রবি শশী সংসারে উদয় কেহ নাই ।
 কোলে করে নিল শিব জানিল
 গোসাঞী^{১৫} ॥
 তাণ্ডব করেন শিব^{১৬} আনন্দিতময় ।
 হেনকালে ধর্মরায় হইলা সদয় ॥
 বর মাগ শঙ্কর সদয় হৈছ^{১৭} আমি ।
 আমার বচনে ছিষ্টী কর গিয়া তুমি ॥

৭। পুথির অতিবিক্ত ছয় ছত্র পাঠ। ৮। অ কমলচরণে। ৯। অ অর্হির, পা অধীর।

১০। অ খানে। ১১। অতঃপর ন-পুথির অতিবিক্ত পাঠ কমলা সহিত কৃষ্ণ মহেশ আপনি।

হেন বেলা লুকাইল দেবচূড়ামণি। ১২। অ অন্ত যুগ তপস্শা করে দেখা।

১। অ হয়্যা ২। পা অপিজ্ঞা। ৩। অ একমনে তপস্শা বিষ্ণু করেন অতৃষ্ণ। ৪। অ কেবা

দেখা ষিল মোরে ভাবেন গোসাঞী। ৫। অ প্রভু। ৬। অ সদাশিব সদয় তোরে।

এত শুনি শব্দ বলেন সবিনয় । অধর্মের পাকে^{১৮} মহী পাতালগামিনী ।
 আমা হৈতে ছিষ্টী গোসাঞী কতু ভাল বলিতে পুস্তক বাড়ে পূর্বের কাহিনী ॥
 বড় ভাই ব্রহ্মাকে^{১৯} ডাকিয়া দেহ পান ॥ শূণ্ণভরে^{২০} কেমনে থাকিবে দেবগণ ।
 সংসার-পালন হেতু তুমি ভগবান ॥^{২১} ধরিল বরাহরূপ দেব নিরঞ্জন ॥
 এত শুনি নারায়ণ বলেন তখন । গভীর গর্জম ঘোর দশন উজ্জল ।
 পান দিল শুন ব্রহ্মা ছিষ্টীর কারণ ॥ পাতাল ধরণী^{২২} ধাম^{২৩} বরণ ধবল ॥
 উপদেশ পাইয়া ব্রহ্মা ছিষ্টে দিল মন । শীঘ্রগতি আইল মূনি দশনে ঠেকে
 একে একে যত ছিষ্টী করেন পত্তন ॥^{২৪} শূড়^{২৫} ॥
 প্রথমে জন্মিল দেথ অহঙ্কার মূনি । দশনে তুলিল মহী শালুকের নাড়া^{২৬} ॥
 বাতাস বরণ তেজ আকাশ অবনী ॥^{২৭} ধরণী লইয়া দেব আইল কোতুকে ।
 অহঙ্কার মূনির হেটে^{২৮} জন্মিল পঞ্চ জন । শালুকের মূল যেন তুলিল বালকে ॥
 তবে সে জন্মিল পাত্র সনক^{২৯} সনাতন ॥ অঙ্গ নাড়া দিল ঘন ডকতবৎসল ॥
 ১০^{৩০} দশ মূনির প্রধান নারদ মূনিজন । স্বমেকশিখর আদি হিমালয় গিরি ।
 স্বয়ম্বর^{৩১} মহামূনি ছিষ্টীর পালন ॥ চারি দিগে দেবতা বসিল সারি সারি ॥
 মহামূনি দুখানি করিল নিজ তত্ব । [বাড়িল স্থানর যে সভার মনে স্থখ ।
 যুবতী হইল তায় নাম হৈল মহু^{৩২} ॥ এত দিনে দূর হৈল দেবতার দুখ ॥]^{৩৩}
 যদিহা যুবতী জন্মিল ত্রিলোচন । ইন্দ্র আদি দেবতা বসিল লোকজন ।
 সভাকার মনে হৈল সংসারবাসনা ॥ প্রধান শিখরে শোভা স্ববর্চসর ॥^{৩৪}
 লোকালোক অনেক বাড়িল পরিবার । [কৃপা করি আপনি ধরিল যার শিরে ।
 বিধাতার মনে দুঃখ বাড়ে আরবার^{৩৫} ॥^{৩৬} সাত বাজী অম্বরেতে রথ লয়ে ফিরে ॥]^{৩৭}

১। অ ব্রহ্মারে। ৮। অ সংসারপালন দেবের পরিমাণ, হবে বেদের প্রমাণ। ৯। এই চারি
 ছত্রের পাঠ হ-পুথির। অন্তত এই দুই ছত্র পান দিল ব্রহ্মাকে আপুনি নারায়ণ। উপদেশ পেয়ে
 ব্রহ্মা স্তব্ধে দিল মন। ১০। অ বাতাস বরণ তবে যত আকাশ তরণি, সরণি। ১১। অ হৈতে।
 ১২। অ শুক, রূপ। ১৩। এই ছত্রের পূর্বে হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ এই দুই হইতে ছিষ্টীর
 অবতার। ব্রহ্মার সমান পুত্র জন্মিল তাহার। ১৪। অ স্বতন্ত্র। ১৪। হ-পুথির পাঠ
 তায় পুত্র হুলা নাম সরস্বতী মহু। ১৫। অ বিধাতা মনের ব্যথা জন্মিল অপার। ১৬। ন-পুথির
 পাঠ পরাপর। ১৭। ঐ এমন সময় যুক্তি বলিল যাদ্যধর। ১৮। অ অম্বরের ডড়ে,
 পাকে। ১৯। অ চুষ্ট ভরে। ২০। অ পাইল। ২১। অ ধর্ম। ২২। অ তোলে ধরা।
 ২৩। পা পারা। ২৪। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ। ২৫। জ-পুথির পাঠ প্রধান শিখরে
 সাত স্ববর্চসর।

মুর্তিমান^{২৬} বিমানে বসিলা মহাশয় ।
উচ্চ পদ হেঁট মাথা শাস্ত্রমত কয় ॥^{২৭}
দিবা নিশি নিয়ম বৎসর যজ্ঞ দান ।
দেবতা পড়িল সব ছদ্মশি পুরাণ ॥
প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত ।
বীণা লয়া নারদ সমুখে গায় গীত ॥
যুদজ মন্দিরা বীণা বংশীর নিনাদ ॥^{২৮}
পঞ্চমুখে গায় শিব^{২৯} রাধার বিবাদ ॥
এক মুখে আলাপ দুমুখে স্তুতি ধরে^{৩০} ।
আর দুই বদনে কৃষ্ণের স্তব করে ॥
দেবের তুল্য শোভা বৈকুণ্ঠভুবন ।
এই কথা মনে ধর্ম পূজার কারণ ॥
[অবনীমণ্ডলে সতে পাবে পুষ্পজল ।
চারি যুগ ধর্ম-পূজা পরম মঙ্গল ॥]^{৩১}
সকল দেবতা পূজা পায় সব ঠাঞী ।
না হলায় আমার পূজা চিস্তিল

গোসাঞী ॥^{৩২}

[কলিযুগে নাই হোল পূজার বিধান ।
সাধিবে আমার পূজা কোন ভাগ্যবান ॥

কেবা দিবে পুষ্পজল যাব কার ঠাই ।
পূজার কারণে বড় চিস্তিত
গোসাঞী ॥^{৩৩}
এত শুনি দেবতা অমর সভাজন ।
কেবা জানে এই কথা বলে কোন
জন ॥
[কেহ কিছু নাহি জানে এসব বিধানে ।
শুনেছিল হুম্মান মাকুণ্ড পুরাণে ॥]^{৩৪}
^{৩৫}[হুম্মান বলেন গোসাঞী অবধান
কর ।
চারি যুগ তোমার পূজা অবনী ভিতর ॥
ভোজ-বংশে আপনি পূজিল ভোজরায় ॥
সেই জন তোমার সেবনে স্বর্গ যায় ॥
যুধিষ্ঠির ভূপাল পূজিল তার পর ।
যশস্বর তোমার পূজা হস্তিনানগর ॥
তবে আশ্র পূজা দিল আশোয়া^{৩৬}
চণ্ডাল ॥

মদের পুঙ্কর্ণি দিল পিষ্টের জাঙ্গাল ॥
বুনিল^{৩৭} মিজন ধান হইল অকুর ।
ধূসর বণিক পূজিল উমংপুর^{৩৮} ॥

২৬। অ অবিলম্বে । ২৭। অতঃপর জ-পুথিতে এই চারি ছত্র আছে

বর্ষ চক্র নিয়ম করিল বার তিথি । ছয় ঋতু নিয়ম বৎসর হৈল তথি ।

ছয় মত বৈশাক বহু দান চক । বার দ্বাদশ বৎসর বিশেষ কল্পতরু ।

২৮। অ মন্দ মন্দ বহে শিক্ষা ডোবরের নাদ । ২৯। অ গান গীত । ৩০। অ করে ।

৩১। জ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ । ৩২। জ-পুথির পাঠ সকল দেবতা পূজা সর্ব ঠাই পায় ।

নাই হোল আমার পূজা ভাবে ধর্মরায় ॥ ৩৩। জ-পুথির পাঠ অতঃপর দশ ছত্র অবধি ।

এই স্থানে ন-পুথির পাঠ দুই ছত্র মাত্র

উল্লু বলেন গোসাঞী অবধান কর । যুধিষ্ঠির নৃপতি পূজিল হরিহর ॥

৩৪। না আশা । ৩৫। পা বুনিল । ৩৬। পা উজাপুর ।

আন্তের দেহারা আছে বলুকার তটে । চাম্পাই নদীর ঘাটে শালে ভর দিবে ।
 হরিশ্চন্দ্র^{৩৭} পূজা দিল বিঘম সঙ্কটে ॥ তার পুত্র লাউসেন হাকণ্ড সেবিবে^{৩৮} ॥
 অনেক দিবস রাণী পুজিল মদনা । তবে তুমি কোতুকে পাইবে পুষ্পপানি ।
 যোগ কর্যা সিদ্ধ পাইল মনের কামনা ॥^{৩৮} তোমার পূজার হেঁতু আমি সব জানি ॥
 যোল শত ভকিতা হৈল আন্তের গাজনে । একাদশ আদিত্য জন্মিল মহীতলে ।
 তথাপি তোমার পূজা না ছিল মহামায়া দেবী জন্মিলা যোগবলে^{৩৯} ॥
 ভুবনে ॥^{৩৯} টলিল মূনির মন ধরিতে নারিল^{৪০} ।
 পশ্চিম-উদয় হইলে পরিপূর্ণ^{৪০} হয় । তোমার পূজার পাকে^{৪১} আদিত্য
 তেকারণে তব প্রজা সর্ব ঠাঞী রয়^{৪২} ॥ জন্মিল ॥
 তোমার পূজার^{৪২} বিধি আমি সব আমার বচন শুন রথে কর ভর ।
 জানি ॥ তাণ্ডব দেখিতে চল ইন্দ্রের^{৪২} নগর ।
 জাম্ববতী নামে আছে ইন্দ্রের নাচনী ॥ নিরঞ্জনর লীলা কহনে নাই যায় ।
 তারে অভিষাপ যদি দেহ কোন ময়ূরভট্ট বন্দি^{৪৩} দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 ছলে^{৪৩} ॥ এত শুনি পরম সন্তোষ ধর্মরাজ ।
 তবে সে প্রকাশ পূজা অবনীমণ্ডলে ॥ রথ কর সাজন বিলম্বে নাহি কাজ ॥
 ধরণীমণ্ডলে নাম হবে রঞ্জাবতী । উলুক সারথি রথ সাজিতে লাগিল ।
 রূপে দশ দিক আলো প্রকাশিত লক্ষ্ণভার সিন্দূর রথের গায়ে দিল ॥
 ধ্যাতি ॥^{৪৪} গঙ্গাজল চামর সোনার চূড়া বান্ধা ।
 রাজকন্ডা হব মহাপাত্রের ভগিনী । ফটকের স্তম্ভ মণি-মাণিক্যের চাঁদা ॥^{৪৫}
 বিবাহ করিব কর্ণসেন নৃপমণি ॥

৩৭। অ হরিশ্চন্দ্র । ৩৮। অ মোকামা কবিএ শীঘ্র মিলিল বাসনা । ৩৯। ন-পুথির পাঠ
 সাংহের ভকিতা আছে তোমার গাজনে । আপুনি তোমার পূজা দিল হতাশনে ॥
 ৪০। অ পূর্ণপূজা । ৪১। ন পুথির পাঠ এই ত পূজার কথা শুন মহাশয় ॥ ৪২। অ দিবা
 নিশি প্রভাত । ৪৩। অ তাণ্ডবের শালে । ৪৪। পা খিতি । ৪৫। 'পা হাকণ্ডে পুজিবে,
 মরিবে । ৪৬। জ-পুথি মহামায়া দেখিলে মনির মন টলে । হ-পুথি মহামায়া দেবী আমি
 অবনীমণ্ডলে ॥ ৪৭। অ নয়ান টলিল, অমরা ধরিল । ৪৮। অ হেতু । ৪৯। অ অমর ।
 ৫০। অ বন্দির মউরভট্ট ।

১। হ-পুথির পাঠ

চারিদিক লঙ্ঘিত উপরে দিল চাঁদা ॥

ফটকের স্তম্ভ মণি মাণিক্যের চাকা । সম্মুখে সোনার ঘণ্টা শোভিছে পতাকা ॥

ছোট ছোট ঘণ্টিকা মেথলা দশ গুণ । মধুর হৃদয় ধনি শুনি রনরন ॥

ঘণ্টিকার শব্দে মোহিত মনি সব । চলিবার বেলা চাকা ঝলমল রব ॥

[আভরণ অনেক দিল পরিসর ।
টানিবার বেলা চাকা ডাক্কে ধর ধর ॥]^২
পারিজাত ফুলে রথ সাজন করিয়া ।
প্রভুর নিকটে রথ দিল চালাইয়া^৩ ॥
অবিলম্বে বিমানে বসিলা করতার ।
যতেক দেবতা দেই^৪ জয়জয়কার ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চলিল বিমানে ।
জয়ধ্বনি মঙ্গল পড়িল চারি পানে ॥
উপনীত অমরা যতেক দেবগণ ।
সবে বলে ভাগ্যবান সহস্রলোচন ॥
শতীর সহিত ইন্দ্র দণ্ডবৎ হুয়া^৫ ।
রাঙ্গা চরণের কাছে পড়ে লোটাইয়া ॥
[পদরেণু লয়ে মাথে করিল বন্দনা ।
সজল প্রদীপ আনন ধাতু ধূপধূনা ॥
সুন্দরী সহিত দিল জয়জয়-ধ্বনি ।
গীত গায় কিম্বরী মঙ্গলরব শুনি ॥]^৬
বিমান রাখিয়া সভে বসিলা আসনে ।
শশী শোভে বেষ্টিত যেমন তারাগণে ॥
হুতাশন পবন বসিলা পূরন্দর ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর সম্মুখে জোড় কর ॥
দেব ঋষি কিম্বরী অপ্সরী বিদ্যাদরী ।
বরুণ কুবের আদি বৈসে সারি সারি ॥
বিমান রাখিয়া সূর্য্য^৭ আইলা^৮ কৌতুকে ।
তদ্বৎ লয়া নারদ মুনি বসিলা সম্মুখে ॥

বীষ হুম্মান তখন বলে ডাক দিয়া ।
আমার বচন ইন্দ্র শুন মন দিয়া ॥
কালি মায়াধর মোরে কহিল নিশিতে।^৯
শুনিঞাছি জাম্ববতী জানেন নাচিতে ॥
দেখিব তাহার নাচ যত দেবগণ ।
নিবেদিলাম অতএব প্রভুর আগমন ॥
তের যুগ তপ যদি করে অনাহারে ।
তথাপি না পায় দেখা দেব মায়াধরে ॥
[কার বাড়ী নাহি যায় অনাগু
গোসাঞী ।
তোমার ভাগ্যের সীমা দিতে নাঞী
ঠাই ॥]^{১০}
এমন বচন ইন্দ্র আপনি শুনিঞা ।
জাম্ববতী নৃত্যকীরে আনিল ডাকিয়া ॥
শুন আগে জাম্ববতী আমার ভারতী^{১১}
তোমারে নাচিতে হল্য প্রভুর আরতি ॥
ত্রিভুবনে তোর পারা কে আছে^{১২}
তুলনা ।
নাচিতে নাচিতে পাছে হারাও আপনা ॥
মন দিয়া খানিক নাচিবে নাসবেশে ।
তোর নাচ দেখিতে দেবতা সভে
আইসে ॥
তাণ্ডব করিতে নটী নিল পান-ফুল ।
স্নান করিবারে যায় নন্দদার কূল ॥

২। এই দুই ছত্র ন-পুথির পাঠ। ৩। অ পাঠাইএ, আগু হয়ে। ৪। অ ইন্দ্রের ভুবনে পড়ে। ৫। অ সংসার লইয়ে। ৬। ন এবং হ পুথিতে এই চারি ছত্র আছে। ৭। অ শুয়া। ৮। অ বসিলা। ৯। জ-পুথির পাঠ চালি মহাবীর মোবে বলেন লিখিতে। ১০। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ১১। পা ভারথি। ১২। অ ভাগ্যবতী কেবা আছে তোমার।

বাটি ভর্যা তৈল নিল খুরি ভর্যা চুয়া । নিরবধি তপ আমি করি এই ঘাটে ।
 নাপান করিয়া পেলে চিবাঁইয়া গুয়া ॥ ত্রুকুল গঙ্গার ঘাট তোরে নাঞী আঁটে ॥
 দেবকন্ঠা সঙ্গে যত সভাই তাণ্ডবী । পথ নাঞী দেখে নটী গায়ের গৌরবে^{১০} ।
 মায়ার গরব বড় বরণের ছবি ॥ দোচারিণী নটীর নাশান কলরবে ॥
 কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া । এই পথ রাখি নটী অগ্ন পথে চল ।
 নন্দনা গঙ্গার ঘাটে উত্তরিল গিয়া ॥ জাম্ববতী নটী শুনি হাসে থলথল ॥
 [হেনকালে মহামায়া আকাশের পথে । আপন গৌরবে পথ ছাড়ি দেহ বৃড়ি ।
 অমরা নগর যায় তাণ্ডব দেখিতে ॥ বৃড়া হৈলে বলবৃদ্ধি সব হয় ডেড়ি ॥
 নৃত্য দেখিবারে হোথা যান দশভুজা । [চক্ষু নাই দেখে বৃড়ি নাই শুন কানে ।
 যাহা হইতে প্রকাশ হইবে ধর্মপূজা ॥^{১০} বৃড়ির বড়াই বড় দেখি এই থানে ॥
 আমি অভিষাপ দিলে তবে ভাল হয় । গলিতলোচন দুই মুখে নাই বাত ।
 তবে পূর্ণ পূজা পাবে ধর্ম মহাশয় ॥ চলে যেতে বল নাই থোলা পারা
 বৃদ্ধারূপা হৈলা দেবী রাখি সিংহরথ । আঁত ১] ^{১১}
 বসিল গঙ্গার ঘাটে আগুলিয়া পথ ॥ বৃড়িকে দেখিয়া তবে^{১১} জাম্ববতী হাসে
 পথ আগুলিয়া তথা আছেন ঈশ্বরী । বাঁপ দিয়া জলে পড়ে পদ্মফুল ভাসে ॥
 জাম্ববতী বলে কিছু জোড় হাথ করি^{১২} ॥ চরণের জল লাগে অভয়ার গায় ।
 স্নান করি ঘরে যাব ছেড়া দেহ গন । দেবী বলে অভিষাপ^{১২} এহার উপায় ।
 ইন্দ্ৰের নৃত্যকী কণা^{১৩} জানে সর্বজন ॥ অভিষাপ দিল তোরে চল বসুমতী ।^{১৩}
 দেবগণ আইল দেখিতে মোব নাট । বৃড়া দেখি হাসিলে পাইবে বৃড়াপতি ॥
 অনেক উছুর হৈল ছেড়া দেহ বাট^{১৪} ॥ মা বাঁপের ঘরে জন্ম পাবে বড় স্ত্রুথ ।
 অভয়া বলেন আগে^{১৫} শুন জাম্ববতী । সাতজন্ম মরিলে দেখিবে পুত্রমুখ ॥
 গায়ের গরবে পারা নাঞী দেখ ক্ষতি ॥^{১৫} অভিষাপ দিয়া দেবী গেলা অন্তরিক্ষে ।
 বৃড়ি ছিল এই থানে আর নাঞী দেখে ॥

১০। এই চাবিছত্রের পাঠান্তর ন-পুথিতে

গঙ্গাঘাটে জাম্ববতী দিল দরশন । হেন বেলা ঈশ্বরী ভাবেন মনে মন ॥

তাণ্ডব দেখিতে যদি যান দশভুজা । জাম্ববতী হইতে হইবে ধর্মপূজা ॥

তাণ্ডব দেখিতে তবে মহামায়া যান । আমি অভিষাপ দিলে ধর্ম পূজা পান ॥

১৪। হ-পুথি। ন-পুথির পাঠ পথ আগুলিয়া তথা বস্যা আছে বৃড়ি । পথ ছাড়্যা দেহ মোরে জেতে চাই বাড়ি ।

১৫। অ আমায় । ১৬। অ বাট । ১৭। অ ওলো । ১৮। হ-পুথি চক্ষু পারা নাঞী

দেখ খরাসন সজ্জি । ১৯। অ জৌবনের ভরে । ২০। হ পুথি । ২১। অ ধনি ।

২২। অ বাঁপ দিব । ২৩। হ-পুথি দিহু আমি শুন জাম্ববতী ।

ঘাটে বসি কান্দে নটী নাহি বাঞ্ছে চুল । সোনার গিলিপে ছিল অপরূপ চিরঞ্জী ১২
লাভের কারণে আইলাম হারাইলাম কেশের মার্জনা বেশ করিল আপনি ॥
মূল ॥ ৩৩ মল্লিকার মালা দিএ বাঞ্চিল লোটন ।
২৪ হায় হায় করি রামা কান্দে উভুরায় । বাদলে মঘুব যেন ধরিল পেখর্ম ॥
এই অপরাধে মৈল পরিক্ত রায় ॥ ছকুড়ি চাপার ফুল মালতীর মালা ।
গড়াগড়ি দিএ রামা কান্দে রাজ-গনে । মেঘের উপরে যেন চাঁদ করে আলা ॥
প্রবোধ-বচন বলে তুই এক জনে ॥ নায়ক পাইএ ধর্ম চিন্তিবে কল্যাণ ।
কেবা দিল অভিশাপ কোথা গেল ধর্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান ॥
বুড়ি ১৫ ॥
নেচে গায়্যা উপায় করিব গে চল ২৬ ॥ লোটনে বাঞ্চিল ঝাঁপা ১ শোভা কবে
কড়ি ॥ কেশ ॥
[অভিশাপ সোনার বরণ হৈল কালি । অভরণ পরিয়া গায়ের করে ২ বেশ ॥
কালকূট গরাসিল সময়ের বেলি ॥] ২৭ ॥ মোহন কাজল পরে মোহন সিন্দুর ।
নিজ ঘরে চল সভে অভরণ পরি । প্রভাতের তপন তিমির করে দূর ॥
ঘরে বসি নাসবেশ করিছে সুন্দরী ॥ চারিদিকে দিল তায় ৩ চন্দনের রেখা ।
দর্পণ উজ্জল করে ২৮ সিন্দুরে মাজিয়া । চাঁদের উপরে যেন চাঁদ দিল দেখা ॥
বক্রিশ দশন দেখে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ঈষৎ কজ্জল ফোঁটা ৪ দিল তার কাছে ।
[বদন দেখিএ মনে কতখান করে । নোতন মেঘের কোনা ৫ আর কোথা
কামরিপু মদন মোহিত এক শরে ॥] ২৮ ॥ আছে ॥
নটীর নাপান কথা ২৯ সব ৩০ কথায় ৩ অধর উপরে দিল জাবকের দাগ ।
হাসি ॥ দ্বিগুণ বাড়িল শোভা চন্দনের রাগ ॥
সমুখে বেশের পেড়া ৩১ এনে দিল অগৌর চন্দন দিল অলকা তিলকে ।
দাসী ॥ গোরোচনা মৃণাল সিন্দুরে কিছু লিখে ॥

২৪। এই চারি ছত্র হ-পুথিতে আছে। ২৫। ন-পুথি কেবা যোরে শাপ দিল কোথাকাব বুড়ি। ২৬। ন-পুথি করিতাম ধন। ২৭। হ-পুথি। ২৮। অ করিয়া হাথে। ২৯। অ বলে। ৩০। অ রস। ৩১। অ পীড়ি। ৩২। হ-পুথি রূপার গিলিপা নিল স্বর্গ চিরঞ্জী। ৩৩। হ-পুথি। ন-পুথি ঐচড়িয়া কুন্তল করিল সমতুল। বাঞ্চিল বিনোদ বোঁপা নাকী যার মূল ॥ পরেশমণি বোঁপাখানি ময়ূর পাখে ছান্দে। রঙ্গের বেলা রাজে কড়ি মদন পড়্যা কান্দে ॥

১। অ চাপা। ২। অ হৈল অঙ্গ। ৩। অ শোভা করে। ৪। অ বিন্দু। ৫। অ রূপ। ৬। এই চারি ছত্র হ-পুথির পাঠ।

পানপাতা পরিসর ঘেন পদ্মকুড়ি । চরণে নপুর দিয়া পরিল পাগুলি ।
 হেমলতা হরিভাল হরিজ্ঞার চুড়ি ॥ বুকের উপরে রামা^{১৩} পরিল কাঁচুলি ॥
 ৩তার কাছে কাজল শিখরে শোভা করে । কাঁচুলি উপরে কত^{১৪} অপরূপ লেখা ।
 ফুল-লেখা সাক্ষ হৈল অভরণ পরে ॥ চাঁদে গরাসিল ঘেন^{১৫} পক্ষগণ^{১৬} একা ॥
 কানে দিল কুণ্ডল কনক পরিজয় । কদম্বের তলে কৃষ্ণ ঘাটে সাধে দান ।
 উপরে বউলি চাকি বসি কথা কয় ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া কৃষ্ণ^{১৭} মুরলি বাজান ॥
 নাকে নাকমাছি^{১৮} পরে নাপান করিয়া । সারি সারি গোপিনী মথুরা বিকে যান ।
 চাঁদের কলঙ্ক^{১৯} হৈল কিসের লাগিয়া । দানেব কারণে কৃষ্ণ ডাকিয়া রহান ॥^{২০}
 ২পরিল কুলুপ শঙ্খ স্ববর্ণ কঙ্কণে । প্রতিদিন আইস যাহ আমি নাঞী দেখি ।
 করে বাজুবন্ধ ঝাঁপা মাচুলি-রসনে ॥ লেখা কর্যা দান দেহ মথুরার বিকি ॥
 টাডের উপরে পরে বাজুবন্ধ ছড়া । কৃষ্ণকে দেখিয়া হাসে রাধা চম্ভাবলী ।
 নাপান করিতে যায়^{২১} দিয়া বাহুনাড়া ॥ দধির পসরা তবে ধরে^{২২} বনমালী ॥
 শশী সিন্ধু অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময় । ২ভূমে রাখি পসরা নবনী ক্ষীব নিল ।
 ৩বি শশী মিলন দুজনে কেহ হয় ॥^{২৩} দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ বদনে ঢালিল ॥
 ৪গলাভরা পলা পরে শতেশ্বরী হার । তরুতলে দান ছলে বস্তা রাধা কাহ্ন ।
 দোসতি তেসতি রসকাঁটি অবিচার ॥ তথনি বড়াই বুড়ি কেড়্যা নিল বেণু ॥
 ৫। অ ছাবি । ৮। অ নাপান । ৯। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ । ১০। অ চলিবারে বেলা
 যান । ১১। হ-পুথি । ন-পুথির পাঠ শশী রিপু অগৌর চন্দন অঙ্গময় । একে একে অভরণ
 করিল নিশ্চয় ॥ ১২। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ । ১৩। অ ধনি । ১৪। অ বড ।
 ১৫। অ চারি চাঁদে গরাসিল । ১৬। অ পরিসর । ১৭। অ কানে কদম্বের ফুল । ১৮। অ বিকে
 যায় । দানের ছলেতে হরি গোপীরে ভুলায় ॥ ১৯। অ হাতে ধবি তখম রাখিল । ২০। এই দশ
 ছত্র ন-পুথির পাঠ । এই স্থানে হ-পুথিতে আছে
 দান দিএ নাএ চাপ গোয়ালার নারী । ভগ্ন তরী আমায় তোমারে দেখি ভাবি ॥
 তাড়াতাড়ি ধরে কাহ্ন কদম্বের তলে । এই অর্গ্যা লেখা আছে কাঁচলির চালে ॥
 বৃক্ষ আদি যত কিছু লিখিলেন দাস । কাঁচলির সম্মুখে লিখিল পূর্ণ রাস ॥
 গোপিনীর সম্মুখে কৃষ্ণ বেড়ান নাচিএ । বাথাকে করেন কোলে মুখে মুখ দিএ ।
 এইরূপে কত লীলা বসন উপর । বিজ্ঞ রূপরামের গান সখা মায়াধর ॥
 এক অর্কাটীন পুথির একটিনাত্র প্রাপ্ত পত্রে এইরূপ পাঠান্তর মিলিতেছে
 শঙ্খচিল গিঘনী লিখিল শারী শুক । সাপ ধর্যা খায় শিখী উভ করে বুক ॥
 কোছরি কছর কিঙ্গা লোচন নাছচোরা । সন্ধি কোলে বসে থাকে নাম তার শারা ॥
 চাতক চড়ুই সার উড়ে যেতে চায় । পেচাকে দেখিয়ে কাক পেছু পানে চায় ॥
 পাতকুরা ঝাকে ঝাকে ঝেসে পাঁচ সাত । ঝালি খেলে বানর ঝন্সে এ পড়ে বাত ॥
 গোপিনীসমাজে কৃষ্ণ বলেন নাচিএ । রাধার সম্মুখে নাচে হাসিএ হাসিএ ॥
 সব গায়ে টেলে দিল লোহিত পামরি । পথে যেতে নটিনী নাপান করে চুরি ॥

ভাঁড় ভাঙ্গে দধি খায় দিয়া গালাগালি । সুবদনী^{২১} সুন্দরী চলিল পায় পায়^{২০} ।
 বাঁশি বাঁকা দিব জোয়ার বিচি বুরলি ॥ ময়ালগামিনী কিবা ঐরাবত যায়^{২২} ॥
 অতিক্রোধে রাম কাছ বড়ায়ের বলে । দেবতা সভায়^{২২} গিয়া দিল দরশন ।
 এই অধ্যা লিখেছে কাঁচলি চারি চালে ॥ দেবতার ঘটা বড় দেখি বিচক্ষণ ॥
 ইজার পরিয়া পরে মেথলা কিকিনী । মদন বস্ত্রাছে কাছে হাথে ফুলবাণ ।
 ভূষিত হইয়া পরে গলে হারমণি ॥ ছয় ঋতু একত্রে বসেছে বর্তমান ॥^{২৩}
 ফুরাইল নাসবেশ গায়ে মাথে চুয়া । অশু হুয়া বাএন মাদলে দিল^{২৪} বা ।
 গুছি দশ পান খায় গণ্ডা^{২১} দশ গুয়া ॥ দেবনারী^{২৫} ধাওয়াই নটী নাচে বা ॥
^{২২}সঙ্গে যতজন দাসী মদনমঞ্জরী । দণ্ডবৎ প্রণাম জুড়িয়া দুই হাথে ।
 কার হাতে চুয়া কার হাতে জলঝারি ॥ নাচিতে লাগিল নটী সভায়^{২৬}
 চামর চন্দন কার হাথে করতাল । - সাক্ষাতে^{২৭} ॥
 মুদঙ্গ মদিরা বীণা রবাব রসাল ॥^{২৮} রূপ দেখি কোকিল মদন ধরে^{২৯} চূপ ।
 দেবসভা যায় নটী নাচিতে নাচিতে । বীণা রাখি নারদ দেখিল তার রূপ ॥
 বাম পদ বাড়াইতে চাল ঠেকে মাথে ॥ বাজ্ঞে'ঘন করতাল মুদঙ্গ মধুর ।
 কাপড়ে ঠেকিল কাঁটা^{২৪} ডান্ডা আঁপি নাচে । তাল-মানে নাচে নটী চরণে নপুর ॥
 নটী বলে আমার কপালে কিবা আছে ॥ ময়ূর-পেখম ধরে মাংখায় চরণ ।
 আশু পাছু দাস^{২৫} দাসী^{২৬} করিল পায়ান । পারিজাত চন্দন চৌদিকে বরিষণ ॥
 নাচন নাচিতে^{২৭} নটী জাম্বুবতী যান ॥ পাকে ঝাকে^{২৮} চলনে চলনে^{২৯} তাল মান ।
 যৌবন গরবে কিছু না জানিল বাধা । নাচিতে নাচিতে^{৩০} চুরি করে
 গোপিনী-সমাজে যেন স্ত্রময়ী^{২৫} রাধা ॥ ধনপ্রাণ^{৩২} ॥

২১। অ গোটা। ২২। এই ছই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ২৩। অ কত জর পরসলি
 বিবাণ (?) পরিমাল। ২৪। অ কাপড় ঠেকিল কর্ণে। ২৫। অ শত। ২৬। অ সখী।
 ২৭। অ নাচন করিতে, নৃত্য করিবারে। ২৮। অ স্ত্রময়ী। ২৯। পা সুরধনি, শুকধনী।
 ৩০। অ চলিল পায় পায়, চলিল পিছে পিছে। ৩১। অ উরাত্তরি যায়, ঐরাবত বাইছে। ৩২। অ
 সমাজে, সমুখে। ৩৩। হ-পুথি। 'ন-পুথির পাঠ ছয় ঋতু প্রধান বসন্ত মঘমান। অ ছয় রাগ
 ছত্রিশ রাগিণী বর্তমান। অর্ধাটীন গত্রে অতিরিক্ত পাঠ ছয়রাগ প্রধান বসন্ত মহাবাস। ব্রহ্মা আদি
 দেবতা সব মধুর (?) প্রকাশ ॥ ৩৪। অ দেয় মোহন মুদঙ্গের। ৩৫। অ দেবাহর। ৩৬। অ
 দেবতা। ৩৭। অ হাত।...সাক্ষাত ॥ ৩৮। অ করে। ৩৯। অ পাকে পাকে, ঝাকে পাকে।
 ৪০। অ চরণে চরণে, চরণ চরণে। ৪১। অ চাইতে চাইতে। ৪২। ন-পুথির পাঠ পাকে
 ঝাকে চরণে চরণে চলি যান ॥ নাচিতে নাচিতে নটী করে তালমান।

১৩ [ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে সভা করে
 আলো ।
 দেবতা সকলে তারে বলে ভাল ভাল ॥
 সভাকারে ৩৩ মোহিত করিল নাট ৩৩
 গীতে ।
 অলঙ্কার বস্ত্রভূষা পড়ে ৩৩ চারি ভিতে ॥
 ৩৭ আগে বৈসে খমক জরপে ৩৭ দিয়ে
 পা ।
 মদন সন্ধান পূরে ৩৩ কোকিলের রা ॥
 ৩৩ কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন ।
 নারিঁতে নাচিতে হৈল চঞ্চলিত মন ॥
 তালভঙ্গ হৈল তার দেখিতে দেখিতে ।
 আপনা হারাল্য নটী দেবতা
 সাক্ষাতে ৩৩
 তালভঙ্গ দেখি হাস্য হৈল দেবতার ।
 হনুমান ৩৩ বলে কিছু আগুনের
 ধাব ৩৩ ॥ ৩৪
 টেটাপোনা নটিনী কে ৩৩ নাচেন ৩৩
 রূপসী ।
 কামাচারী হয়্যা নাচে মনে বড় খুসী ৩৩ ॥
 অভিমান ৩৩ হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা ॥
 তোর দোষ নাহি কিছু দৈবের ঘটনা ॥
 প্রভুর চরণে রামা পড়িল কান্দিয়া ৩৩
 অপরাধ কর খেমা কাতর দেখিয়া ॥
 খানিক নাচিব পান দেহ পুঙ্খকীর ।
 দয়া ভাবি বলেন ঠাকুর করতার ॥
 অভয়ার ৩৩ অভিশাপ তোমার উপলে ।
 আমি খণ্ডাইতে নারি বিধি হরি হরে ॥
 জন্ম নিতে চল তুমি ময়ূষ্যের ঘরে ।
 নতুবা এবশে ৩৩ চল দেবীর গোচরে ॥
 সভা ভাঙ্গি সকল দেবতা গেল ঘর ।
 জাম্বুবতী ধয়ে গেল কৈলাস ৩৩
 শিখর ৩৩
 চণ্ডী বলে নটী তুমি কেন আইলে ৩৩
 হেথা ।
 গৌরব দেখ্যাছি তোর টেটাপোনা ৩৩
 কথ্য ৩৩
 মনে কর অভিশাপ স্মরণ বচন ৩৩ ।
 নাচ্যা গায়্যা উপায় করিতে চাও ৩৩
 ধন ৩৩

৪৩। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৪৪। অ সভাসম্। ৪৫। অ নাচ, নটী।
৪৬। অ পায়, পাইল। এই দুই ছত্র ন-পুথিতে নাই। ৪৮। অ জমকে। ৪৯। পা পোরে, করে।
৫০। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৫১। অ নাচিতে নাচিতে। ৫২। অ ঈশান।
৫৩। অ মাগি কিবা নাচ আর। ৫৪। অতঃপর ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ দূর দূর নটী মাগি হেথা
হৈতে দূর। কলকলি কানিনী এসব হৈল শূর। ৫৫। অ নটী মাগি। ৫৬। অ কি আর,
নাচিলে। ৫৭। হৃদিনের দানী। ৫৮। অ অহঙ্কার, কামাতক। ৫৯। অ পড়ে কাতর হইয়া।
৬০। অ প্রভুর। ৬১। অ এরূপে। ৬২। অ শীপ পায়্যা গেল নটী। ৬৩। হ-পুথির পাঠ দেবীর
চরণে পড়ে হইয়া বিকলি। কাল্মিতে কাল্মিতে নাচে (বলে) হইয়া ব্যাকুলি। ৬৪। অ 'চণ্ডিকা
বলেন নটী তুই কেন। ৬৫। অ ঠেসক ঠেসক। ৬৬। অ চরণে স্বরণ। ৬৭। অ করিতে
বহু, করিলে নানা।

৩৮ বুড়া দেখি হাসিলে পাইবে বুড়া পতি । আর এক জন্ম তুমি শালে ভর দিবে ।
 শত জন্ম জন্মিলে ৩৯ হইবে পুত্রবতী ॥ তবে পুত্রমুখ তুমি সন্মালে ১০ দেখিবে ।
 অনাত্তের পদরেণু ভরসা কেবল । চাপাই নদীর ঘাটে ধর্ম দিবে দেখা ১১ ।
 দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের মঙ্গল ॥ মোর দোষ নাই তোর কপালের
 চরণে ধরিয়া নটী আত্মাস করিল । লেখা ॥ ১২
 শতবার কেমনে জন্মিব আমি বল ॥ ১ যোগবলে ছয় জন্ম মরিবে আপনি ।
 কেমনে মরিব আমি কেমনে তরিব । অমরা বাখিয়া নটী খাইল অবনী ১৩
 কোন দেশে মল্লযোব উদরে জন্মিব ৥ ২ ১২ তুবতী হয়েছে মঞ্জরা ১৪ গুণবতী ।
 ৩ দুই পায়ে লোটাঁইয়ে কান্দে বিত্যাধরী । তাহার উদবে জন্ম লইল জাম্ববতী ॥
 আশ্বাস করিয়ে কিছু বলেন ঈশ্বরী ॥ দশ মাস দশ দিন ছিল ১৫ গর্ভবাসে ।
 রমতি নগরে চল বেণুরায়ের ঘবে । প্রসব হইল কণ্ঠা উত্তম দিবসে ।
 জন্ম তুমি লহ গিয়া ১৬ মঞ্জবা ১৭ জঠবে ॥ ১৮ দুর্বা ১৯ ধাত্ত প্রদীপ মঙ্গল আয়োজন ।
 পূর্বেতে আছিল। সেই বাসুভ্যার ২০ গড়ে । সরসোভা ২১ নাভীচ্ছেদ কবিল তখন ॥
 দৈবের নির্বন্ধ হেতু রমতি নগবে ৥ ২ কুলক্রিয়া সকল সাধিল কুলবতী ।
 বড় কণ্ঠা ভাস্করমতী দিল গোঁড়েশ্বরে । ছ দিনে ঘোঁরা পূজে জাগরণ রাতি ॥
 পাত্র মহামদ হৈল ২ গোড় সহরে ॥ ষষ্ঠীপূজা করিলেন একুশ দিবসে ।
 কর্ণসেন স্বামী হবে মাথার গোসাঞী । দেবকণ্ঠাকুল ধনি জাম্ববতী-যশে ॥
 আমার বচনে তুমি যাহ তার ঠাঞী ৥ ৩ গণনা করিয়া নাম রাখে রঞ্জাবতী ।
 কোন যুগে আমার বচন ব্যর্থ নয় । রূপে আলো দশ দিগ প্রকাশিত
 ছয় জন্ম মর তুমি যোগের আশ্রয় ॥ খ্যাতি ৥ ২১

৬৮। এই চারি ছত্র ন-পুথিতে নাই । ৬৯। অ মরিলে ।

১। হ-পুথির পাঠ চরণে পড়িয়ে নটী করিল মিনতি । সাতজন্ম কেমনে জন্মিব বহুমতী ॥
 ২। হ-পুথির পাঠ উপদেশ বলি দেহ কোথা জন্ম নব । ৩। এই দুই ছত্র হ পুথির অতিরিক্ত পাঠ ।
 ৪। অ নিতে চল তুমি । ৫। অ মন্দীরা । ৬। হ-পুথির পাঠ বাসডিহার গড়েতে করিতে কৃষ্ণপূজা । অনারুটি অকালেতে পালাইল প্রজা ॥
 ৮। অ তবে পাত্র মহামদ । ৯। হ-পুথি চল চল নটিনী বিলম্বে কাজ নাই ॥ ১০। অ নয়নে ।
 ১১। ন-পুথি শালে ভর দিবে । ১২। ঐ তোর পুত্র লাউসেন হাকুণ্ডে মরিবে । ১৩। ঐ নটী হয়্যা ছয় জন্ম মরিল আপনি । অবনি বাইতে নটী চলিল তখনি ॥ ১৪। এই দুই ছত্র হ-পুথিতে নাই । ১৫। পা মন্দীরা । ১৬। হ-পুথির পাঠ ঋতুচানে নটিনী প্রবেশে । ১৭। ঐ ভূমিষ্ঠ ।
 ১৮। এই ছয় ছত্রের স্থানে ন-পুথিতে আছে দিনে দিনে বাড়ে কণ্ঠা অনাত্তের বরে । ধর্মপূজা হৈতে চায় সন্মাল ভিতরে ॥ ১৯। পা সর্ব । ২০। অপপাঠ । ২১। পা খিতি ।

॥ আন্ত ঢেকুর পালা ॥

১ এক মনে শুন সভে ধর্ম-ইতিহাস । ৩ ধর্মপালের বড় বেটা গৌড়েশ্বর নাম ।
 দু-মন করিলে হয় ধনপুত্র নাশ ॥ গৌড় সহবে রাজা কলিযুগে রাম ।
 দেবকন্ঠা রঞ্জাবতী বেণুরায়ের ঘরে । ৪ মহিপাল ধর্মহত রাজা ধর্মপাল ।
 ধর্মপূজা হৈতে চায় কলির ভিতরে ॥ গৌড়ে প্রসিদ্ধ হৈল সেই মহীপাল ॥
 ধর্ম বলি কদাচিৎ না জানিল জীব । শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে দশ দণ্ড বেলা ।
 কত আর নিস্তার করিব সদাশিব ॥ মরণ সময়ে রথ গৌড়ে আইলা ॥
 রাম-নামে পাতকী কতেক হৈল পার । পরিবার ৫ সহিত রাজা গেল স্বর্গবাস ।
 তথাপি না হৈল ধর্ম-পূজার প্রচার ॥ তার পুত্র রাজা হৈল শুনিতে উল্লাস ॥
 দশ বৎসরের যদি হৈল রঞ্জাবতী । বাহ্মীকির তপোবনে গৌড়েশ্বর ছিল ।
 রূপের প্রতাপ যেন তিমিরের জ্যোতি ॥ পাট-হস্তী আনি রাজ-পাটে বসাইল ॥
 নাসিকা উন্নতি সাক্ষাৎ তিলফুল । গৌড়েশ্বর রাজা হৈল পাটের উপর ।
 অধর দেখিয়া অলি সহজে আকুল ॥ বারতা পাইল সভে দেশ-দেশান্তর ॥ ৬
 মুখের বরণখানি তিমিরের শলী । পাট-হস্তী বলে তখন গৌড়েশ্বরের কানে ।
 জপে গুণে বলে কেহ দ্বিতী ব উর্কশী ॥ রাজা হৈলে পাত্র চাই শুনছি পুরাণে ॥
 ইন্দ্ৰের নৃত্যকী ছিল জানে সর্বজন । ৭ [বেণুরাজার হত বটে মহামদ পাতর ।
 চরণে নপুর সদা মধুর-বাজন ॥ ভাছুমতী বড় কন্ঠা গুণেব সাগর ॥
 নয়নে ৮ অমৃত বরে কুরঙ্গলোচন । গৌড়েশ্বরে বিভা দিল কন্ঠা ভাছুমতী ।
 নিরবধি পরিধান লোহিতবসন ॥ দিবানিশি থাকে যেই কন্ঠার সংহতি ॥
 মুঞ্জরা জননী তার বড় ভাগ্যবতী । বৃদ্ধোর সাগর বড় মহাত্মা পাতর ।
 কোলে কাছে দেবকন্ঠা পালে একমতি ॥ করিল প্রধান পাত্র রাজা গৌড়েশ্বর ॥

১। আদর্শ পুঁথি। ২। পা চরণে। ৩। ক ও হ-পুঁথি মহিপাল ধর্মহত ধর্মপাল রায়।
 গৌড়ে রাজত্ব করে কৃষ্ণের কুপার। ক ও ন-পুঁথি ধর্মপাল ভূপতি ধরণি পন্নাজয়। গৌড়েশ্বর
 মহারাজা তাহার তনয় ॥ ৪। অ চৌপদ। ৫। অ বোধগা পড়িল গিঞ দিক দিগান্তর।
 ৬। অন্তঃপুর চৌদ্দ ছত্র প্রধানত জ-পুঁথির পাঠ। হ-পুঁথি বেণু রাজার হত ছিল মামুদ-পাতর।
 প্রধান যে পাত্র তারে কৈল গৌড়েশ্বর ॥

গৌড়েখর মহারাজা রাজ্য-অধিকারী ।^৭ হাসন হুসেন আর বঙ্গ মিঞা কাজি ।
 অকাল মরণ শোক নহে অবিচারি ॥ যাহার ভবনে বাঁধা পর্বতিয়া তাজি ॥
 পুত্রের সমান প্রজা পালে নৃপমণি । নব-লক্ষ সেনা খায় সদর মাহিনা ।
 রাম রাজা ছিল যেন রামায়ণে শুনি ॥ ঘরে বস্তা খেম খায় বিধা প্রতি
 বিষ্ণুপরায়ণ রাজা বুদ্ধো বিশারদ । আনা ॥^{১২}
 রাজার মুখের পান^৮ পাত্র মহামদ ॥ হারা চুরি ডাকা দেশে নাহি কোন ছল ।
 শতেক হাজার হাতি অযুতেক বল । পুণ্যের প্রতাপে যত লোক নিরমল ॥^{১৩}
 গুণে গুণবস্ত^৯ যেন নবপতি নল ॥ অষ্ট অভরণ যত পুরুষের^{১২} গায় ।
^{১০} কর্ণের সমান দাতা কৃষ্ণপরায়ণ । লক্ষ্মীমন্ত লোক সব কৃষ্ণের রূপায় ॥
 সংগ্রামে ধাহুকি যেন ইন্দ্রের নন্দন ॥ ভাগবত ভাবিত^{১৩} সভার মুখে শুনি ।
 তরাসে পতঙ্গ কাঁপে প্রতাপে-কেশবী । কুঞ্জরগামিনী নারী কুরঙ্গলোচনী ॥
 বারভুঞা দরবারে লিখে সারি সাবি ॥ অভরণ অনেক সভার কানে মোতি ।
 নামজাদা সিফাই যতেক জমিদার । গীত নাট ঘরে ঘরে রামের বসতি ॥
 দলে বলে দড় বড় রাজার দরবার ॥ ^{১৪} এমন ছলনা পাত্র গোড় ভুবনে ।
^{১১} [[দশ দণ্ড বেলা হইলে রাজা দেই
 বার । ^{১৫} ঘবে ঘরে দেবতা সেবয়ে সর্বজন ।
 পাঠক আসিয়া করে পুরাণ বিচার ॥ নরনারী মিলে করে হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 মহাজন পণ্ডিত পড়িছে ভাগবত । ^{১৬} দ্বিতীয় অমরাবতী গোড় ভুবন ।
 কৃষ্ণকথা ভূপতি শুনেন অবিবত ॥ বারমাস বসন্ত বাতাস বরিষণ ॥]]

৭। ন-পুথি ধনাধিপ ধরপি ধনের অধিকারী। ৮। ক-পুথি সম্মুখে বৈসে। ৯। ক-পুথি নৈবধ নাটকে। ১০। এই ছয় ছত্র আদর্শ পুথিতে আছে। ১১। এই ছয় ছত্র ক ও জ পুথির পাঠ। অতঃপর এই দুই ছত্র আছে জোর জবরী নাই অবিচার। রাম রাজা সমান করয়ে হুবিচার ॥ হ-পুথি হুকুমতে উঠে বসে নব লক্ষ সেনা। কাকন দেহের জ্যোতি রূপের তুলনা ॥ দশ দণ্ড বেলা হইলে রাজা দেই বার। বিচার করেন রাজা স্বধর্ম আচার ॥ গৌড়ের বিধা প্রতি এক আনা কর। প্রজার পালন করে আনন্দ অপার ॥ ১২। ক ও জ পুথি প্রজার সদর পাট্টা কুড়া প্রতি আনা। ১৩। অতঃপর ক ও ন পুথি সভাকার ঘরে ঘরে কনকের ঝারি। কেবা ছোট কেবা বড় ঝড়াইতে নারি ॥ ১৪। ন-পুথির পাঠ। ক-পুথি ব্রাহ্মণ বসত করে পড়াইয়া গোড়া। যতেক সজ্জন যত করে লেখা জোখা ॥ ১৫। ক ও ন পুথি ভৈরবর্ণ বিচার আনন্দ দয়াময়। বসন্ত বাতাস কেন বারমাস বয়। ১৬। ক পুথি দ্বিতীয় অমরাবতী নগরের আশা। রাজদরবার নবরত্নের শোভা ॥

পাটে ভোটে বস্তাছে পণ্ডিত বিশাশয় । পাতালের পথেতে পালাও পঞ্চ জন ।
 রাজার সাক্ষাতে কেহ কৃষ্ণকথা কয় ॥ বিতুর বিরলে বলা করিল গমন ॥
 একমনে শুনে রাজা বারভূঞাগণ । পালায় পাণ্ডব যত পাতালের পথে ।
 পাত্র মহামদ শুনে হয়্য একমন ॥ এত শুনি^{১৭} সভাসদ লাগিল কান্দিতে ॥
 ব্যাসদেব সাক্ষাৎ বস্তাছে বিপ্রঘটা । ব্যাকুল হইয়া মনে গোড়েশ্বর রাজা ।
 সম্মুখে ভারথ পড়ে ভাল জুড়ে ফোটা ॥ নানাধনে আনন্দে বিপ্রেস দিল পূজা ॥
 জউঘরে পাণ্ডব বসিয়া পঞ্চ বীর ।^{১৮} আচক্ষিতা আনন্দ উঠিল নৃপমনে ।
 বিচিত্র আসনে বস্তা রাজা যুধিষ্ঠির ॥ মৃগয়া করিতে যাব চড়িয়া বারণে ॥
 সম্মুখে অর্জুন বস্তা হাথে গাণ্ডি বাণ । রাজা বলে মৃগয়া খেলিতে আমি যাই ।
 বাহির দুয়ারে বস্তা কুন্তীর পরাণ ॥ চৌদিকে চলিল সেনা টমকে তেঘাই ॥
 হেন বেলা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসে বিতুরে^{১৯} ।^{২০} বারণে বসিয়া রাজা চারি পানে চায় ।
 জউঘর এখানে এখন হও দূরে ॥ সোমঘোষ বন্দি আছে দেখিবারে পায় ॥
 দুর্ঘোষদন তোমা প্রতি বড় নিদারুণ ॥ দুই হাতে হাতকড়া চরণে ডাঙুকা ।
 এক দণ্ড বই ঘরে দিবেক আশুন । বন্দি দেখি হল্য রাজা জলন্ত উলুকা ॥

১৭। পাঠ স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত । 'যুধিষ্ঠিরে বলেন বিদুর' এইকপ পাঠ সম্ভাব্য । ১৮। পা বিলি ।

১৯। ক ও ন পুথি বারভূঞা নিতা করে রাজ-দরবার । রাজা বলে যাব আমি কবিতো শিকার ॥

মৃগয়া করিতে যাব মল্লিকার বন । আচক্ষিতে দড়মদা দামার বাজন ।
 বাবভূঞা সাজিল রাজায় বরাবর । হাথিব উপরে বৈসে রাজা গোড়েশ্বর ॥
 পাট হাণি একে তায় পাটের পামরি । ঈরাবতে ইঙ্গ যেন অমরানগরী ॥
 হ-পুথি রাজা হৈল মৃগয়া করিতে অভিলাষ । এতশুনি রাজার বদনে হৈল হাস ।
 হেন কালে দামামায় তুলে দিল ঘা । নয় লক্ষ সৈন্যরে তুলিএ বাদে গা ॥
 দামা দড়মদা ঘন বাজে রণতুর । হস্তীর পৃষ্ঠে দামামা বাজয়ে ছুডছুড ॥
 জ-পুথি রাজার দরবারে বৈসে সভাসদ জনে । ঘোলপাত্র এই কথা কহিল রাজনে ॥
 আজি রাজা মৃগয়া শীকার কর বনে । রাজা হৈলে নব লক্ষ দল সাজি চল যাই বনে ॥
 হুমজ্জিত হও তবে বলে নৃপমণি । মহাপাত্র বলে দাও দামামার ধনি ॥
 বারভূঞা সাজিল রাজার দরবার । হাতি বোড়া সিফাই বলিছে মাঝ মাঝ ॥
 বড় গোলা কামান কুপাণ শরাসন । মহানন্দে কৃষ্ণ বলি করিল গমন ॥

২০। ক ও ন পুথি

হাথির উপরে রাজা চারি পানে চায় । সোমঘোষ গোওলাকে দেখিবারে পায় ॥
 গোড় সহরে বন্দি এগার বৎসর । চরণে দাঁড়কা মুখ মলিন অধর ॥
 বন্দি দেখ্য রাজা বলে রাখ গুজ মাতা । বন্দিকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বারতা ॥
 রাজা বলে তোমার চরণে কেন বেড়ি । কিবা নাম কোন বর্ষ কোথা ঘর-বাড়ি ॥
 বন্দি দেখি মহারাজা রহে রাজপথে । রাজা বলে নাঞি যাব মৃগয়া করিতে ॥
 বিদ্যা প্রতি আনা পাটী আমার সভায় । কিসের কারণে লোক এত দুঃখ পায় ॥
 কহ কহ বলী রে সকল সমাচার । দারুণ বন্ধনে তোর করিব উদ্ধার ॥

সকল সংসার দেখি সতরের বেণু । কলিযুগে ধর্ম ধর্মের মায়াবাজি ।
 তালপত্র সমান রাজার কাঁপে তছু ॥ কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ গাজি ॥
 মনে করে মুগয়া সফল হল্য গনে । কেহ কর্ত্তা দাস্তা কেহ ভিক্ষা মাগি থায় ।
 বন্দিকে ডাকিয়া কিছু জিজ্ঞাসে বাজনে ॥ এ সব ধর্মের লীলা বলা নাঞী যায় ॥
 বার মাসে তের বার মেঘে হয় জল । ২১তবে যদি জিজ্ঞাসা করিল নরনাথ ।
 তুমি কেন বন্দি আছ তার কথা বল ॥ সোমঘোষ আদ্বাস করিল জোড়হাথ ॥
 আজি দান দিব আমি বশন ভূষণ । বিপত্তে পড়িলে ভাই-বন্ধু নাহি চায় ।
 পরিচয় দিতে চাহ তুমি কোন জন ॥ পুত্র পবিবার ছিল ভিক্ষা মাগি থায় ॥
 কত দিন বন্দি তুমি গোড় সহরে । লবণ কর্পূর দেখিতে হল্য হীরা ।
 গাইল প্রভুব দাস অনাথের যবে ॥ গায়েব বদন দেখ সাতগাঁট্য গিরা ॥
 একমনে শুন সডে ধর্মের কথন । বৎসব দিবস হৈল দুই পাএ বেড়ি ।
 অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন ॥ পঞ্চাশ কাহন কড়ি বৎসবের বাড়ি ॥

হ-পুথি সামঘোষ বন্দি ছিল গোড় কারাগারে । রাজা যান শিকাবে শুনিল বন্দিঘরে ॥
 হেন কালে সামঘোষ দিলেন দোহারি । অনাহারে গোড়ে বন্ধনে আছে মবি ॥
 এত শুনি রাজার বদনে হৈল হাস । ফিরিল ঘোষের দশা পূর্ণ অভিলাষ ॥
 সহরে নোহার বাজা আনে ডাক দিএ । সামঘোষের বন্ধন রাজা দিল কাটাইএ ॥
 বারো মাসে তের বার মেঘে হয় জল । তবে কেন প্রজা বন্দি তার কথা বল ॥
 জ-পুথি সোমঘোষ গোয়লা ছিল রমতি নগরে । রাজা যায় শীকারে শুনিল বন্দিঘরে ॥
 বৃগল দাঁড় কাঁপায় গুটি গুটি যায় । সেই পথে মুগয়া শীকারে বাজা যায় ॥
 হেনকালে সোমঘোষ করিল গোহাবি । অনাহারে গোড়ে বন্ধনে আমি মবি ॥
 গোড় সহরে বন্দি এগার বৎসর । চরণে দাঁড়ুকা বন্দি বড়ই দুঃখ ॥
 বন্দি দেখে রাজা বলে রাখ গজমাতা । বন্দিকে ডাকিয়ে বাজা জিজ্ঞাসে বারতা ॥
 রাজা বলে তোমার চরণে কেন বেড়ি । কিবা নাম কোন বর্ণ কোথা তোমার বাড়ি ॥
 বন্দি দেখি ভূপতি রহিল রাজপথে । রাজা বলে নাই যাঁব মুগয়া করিতে ॥
 বিধা প্রতি আনা পাটী আমার সভায় । কিসের কারণে প্রজা এত দুঃখ পায় ॥
 কহু কহ বন্দিবে সকল সমাচার । দারুণ বন্ধন তোর করিব উদ্ধার ॥

২১ । ক, জ ও ন পুথি

সোমঘোষ বলে শুন আমার ভারথি । বলিতে বলিতে চক্রে বহে ভাগীরথী ॥
 গোপকুল উতপত্তি সোমঘোষ নাম । বালিঘাটা নিবাস গোড়ে করি ধাম ॥
 [ক-পুথি পঞ্চাশ কাহন জমা গোড়ে আমার । সাত কাহনের পাকে এত অবিচার ॥
 পঞ্চাশ কাহনে হৈল সাত কাহন কান । তার পাকে পাত্র রাখে গোড়ের ধরনা ॥
 একাদশ বৎসর আমার বড় ছুটি । বার মাসে তের ধন্দ কেবা করে ছুটি ।
 জ-পুথি এত শুনি মহাপাত্র করে নিবেদন । মন দিএ শুন রাজা আমার বচন ॥
 বৎসরের কর দিত পঞ্চাশ কাহন । এই কথা মহাপাত্র বলেন তখন ॥
 পঞ্চাশ কাহন দিত সাত কাহন কাণ । তার পাকে গোড়ে রেখেছি বন্দিখানা ॥

পুঞ্চাশ কাহন দিহু সাত কাহন কান। দশ ঘোড়া বস্খিস করিল দুই হাতি।
তার পাকে মহাপাত্র দিল বন্দিনানা ॥ আশ্বাস করিল কাছে থাক দিবারাতি ॥
ধান-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হল্য টুট। এতবলি ভূপতি ফিরিয়া আইল ঘর।
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট ॥ সভা কবি বৈসে পুন দরবার ভিতর ॥
বিয়োগে বিপাকে দুঃখ সর্বনাশ হল্য। ২৩ সোমঘোষ গোওলা রহিল সাথে
অন্ন বিনা অকালে জুওন বেটা মৈল ॥ সাথে ॥
দিবস প্রসন্ন হৈল দুঃখ নাঞী রয়। পান-পানি রাজার যোগায় হাথে হাথে ॥
কোপে কম্পমান বাজা মহাপাত্রে কয় ॥ মহাপাত্র হইতে মহিম হৈল বড়।
২২ এত বড় অবিচার আমার সভায়। গোওলা যেখানি কবে সেই কার্য দড় ॥
আমাব বাপেব প্রজা ভিক্ষা মাগ্যা থায ॥ এইরূপে দববারে বঞ্চিল বহুদিন।
এইরূপে অশ্রের মজালি গাবী-ঘব। সভাতে ভূপতি বলে হইয়া আসীন ২৪ ॥
কোঁহাবে হকুম দিল বাজা গোডেশব ॥ ২৫ শুন বে গোওলা ভাই না রয়
ডাঁড়ুকা ঘুচায়া তবে ভৈববী কূলে। নিয়ড়ে।
তিনবার গোওলা নাইল গঙ্গাজলে ॥ তোমাবে বিষয় দিহু ডিহুট্টের গড়ে ॥
বাজা বলে গুয়লা আমাব তুমি প্রাণ। কর্ণসেন ভাই তথা কর্ণেব সমান।
এত বলি জামাজোড়া আপুনি পবাণ ॥ আজি হৈতে বন্দন তোমার ফুল-পান ॥
পাগ দিল পটুকা পদেব সমতুল। বেবাক কবিয়া মাত্র দিবে ইবসাল।
গায়েব কাবাই দিল তিন হাজার মূল ॥ তাব উপব তোমার বাড়িল ঠাকুরাল ॥

২২। ক, জ ও ন পুথি

বন্দির বচন বাজা বহি হেন জলে।
অবিচার এমন আমার রাজপাটে।
বিপদ-সাগরে বিধি বন্ধন ঘুচালা।
নিয়োজিল নফর গায়ের নিল জোড়া।

২৩। জ-পুথি

যবে আব বাহিরে হইল জানাজানি।
নিরবধি উঠে বসে গুয়ালার বোলে।

ক ও জ পুথি

ঢাল খাঁড়া লয়া আছে অনেক দিবস।

২৪। পা আকুল।

২৫। ক ও জ পুথি

রাজা বলে সোমঘোষ বাক্যে দেহ মন।
ন-পুথি সালাতি করিতে যাহ চেকুরের গড।
হ-পুথি শুন ওরে সামঘোষ আমার বচন।
যমুনাঙ্গার সঙ্গে করিহ যুক্তি।
শুন গো হুম্মরি রামা বড় কষ্ট পাও।

এতো অবিচার পাত্র কর কার বোলে ॥
কর্ণকার আনিয়া দাঁড়ুকা তার কাটে ॥
খোরাকি কাবাই দিয়া ঘোষেবে তুখিল ॥
রাজার সংহতি বহে লয়া ঢাল খাঁড়া ॥
সোমঘোষ নিবাসে যেখানে পাটরাগী ॥
ঘোল পাত্র বাবভুয়ে মাথা নাই তুলে ॥
একদিন ভূপতি বচনে হৈল বশ ॥

সালাকি করিতে যাও চেকুর ভুবন।
সেনাকি কবিত্তে যাও চেকুর ভুবন ॥
অবিলম্বে চলি যাও চেকুর বসতি ॥
চেকুরের গড়ে গেলে যত অন্ন খাও ॥

<p> কল চল এখনি বিলম্বে নাহি কাজ । এত শুনি গোয়ালা চড়িল গজরাজ ॥ মালমার্জী সঙ্গে নিল নিজ পবিবাব । ডিহট্টের গড়ে যাব অজয় নদী পাব ॥ সভে মাত্র বংশেতে ইছাই পুত্র ছিল । কোলে কবি সোমঘোষ আনন্দে চলিল ॥ আগে যায় ধাহুকি বন্দুক পাইক ঢালি । পাছু যায় চাকব নফব অনুবালি ॥ </p>	<p> ২৬পদ্মাবতী পাব হৈল পাইল চিনিকর : পশ্চাৎ কবিল ভাটী বায়্লির ঘব ॥ না কবে বিলম্ব আইসে আনন্দিত মনে । বিরভুঞা পঞ্চভ (?) দাখিল দশদিনে ॥ একইটি জলে পার হইল অজয় । বাবতা পাইল কর্ণসেন মহাশয় ॥ ২৭ছয় বেটা সঙ্গে সাজে ঘোড়ার উপব । সোমঘোষে সম্ভাব কবিল লঘুতব ॥ </p>
<p> ২৬। জ পুথি পবিবার নিলেক অনুজ সহোদর । শশাডাঙ্গা মসাপুর পশ্চাৎ কবিযে । অজয় গঙ্গাব ধারে দিল দরশন । অজয় গঙ্গার ঘাটে নাথে পার হয়ে । ক পুথি রাজা ডাকা বলে সমঘোষেব নিয়ুড়ে । পান ফুল নয়্যা বান্ধে মাথাব উপবে । শ্রীহট্টের গড়ে কর্ণসেন নৃপবর । কনকসেনের বেটা কর্ণসেন নাম । কর্ণসেন ইন্দ্রেব সমান তেজধবে । শুভক্ষণে সমঘোষ হইল বিদায় । পবিজন নিলেক অনুজ সহোদব । বাম দিগে বমতি রাখিল অকঙ্কুতী । একদিন প্রবাস করিল মানপুরে । পাঁচ দিনে পাইল গিয়া অজয়ের তীর । হ পুথি থরিবাব সঙ্গে ঘোষ করিল গমন । ভৈববী গঙ্গার জল নাথে পাব হয়ে । সোমাদাঙ্গা মসাপুর পশ্চাৎ কবিএ । ন-পুথি পরিজন লইল অনুজ সহোদর । বামদিকেব বসতি রাখিল ভূপব । পাঁচ দিনে পাইল গিয়া অজয়ের তীর । </p>	<p> বড় গঙ্গা পাব হৈল নাথে করি ভর ॥ বিজয় কমলপুরে উত্তরিল গিয়ে ॥ তথা হৈতে অর্ধকোশ ঢেকুর ভুবন ॥ ত্রিযন্তী ঢেকুর গড়ে উত্তরিল গিয়ে ॥ সাল্যকি করিতে চল ঢেকুরের গড়ে ॥ বাজার হকুম ধরে জোড়হাথ কবে ॥ সাত পুরুষের ভূমি গড় স্বতন্তব ॥ ছয় পুত্র রাজার সকল গুণধাম ॥ গোঅলা বিষয় পাইল তাহাব উপবে ॥ তেব লাখ টাকাব বিষয় পাঞা যায় ॥ বড় গঙ্গা পাইল পার হৈল চাপাকব ॥ পতাসি কাজলপাড়া ডাহিন ভাগে সরস্বতী ॥ শিঙ্গানি মলুক বাথে থানাহাটি দূরে ॥ কর্ণসেন শুষ্ঠা হইল গড়ের বাহির ॥ দিবাশিখি চলে যায় ঢেকুর ভুবন ॥ মোকামে মোকামে ঘোষ উত্তরিল গিয়ে ॥ বিজয় কমলপুরে উত্তরিল গিয়ে ॥ বড় গঙ্গা পার হয়া পালা চাপাকর ॥ তবাতব চলি যায় ঢেকুর ভুবন ॥ কর্ণসেন শুষ্ঠা চলে গড়ের বাহির ॥ সভাসদ সত্ত্বর সম্মুখে দেখা মেন ॥ কর্ণসেন পোড়ে কিছু লাজ্জত হইল ॥ বাড়ি ঘর দেশে কর না কর জগাল ॥ প্রজার পালন করে থির থণ্ড নির ॥ রাজার কবচ শিরে নাহি করি ভয় ॥ সোমঘোষ যায় তবে হরবিস্তমনে ॥ সম্মুখে পণ্ডিত করে পুরাণ বিচার ॥ মহারাজা বসেছে দরবার বড় ভারি ॥ গড়ের বাহিরে ঘোষ দিল দরশন ॥ </p>
<p> ২৭। হ পুথি সভা কোরে বোসেচেন বায় কর্ণসেন । রাজার কবচ পত্র সামঘোষ দিল । তিন সন বুজিএ দিলেন ইরিসাল । বাড়ি ঘর তুলে দিল আঁচিব পাঁচির । জ-পুথি দেখাদেখি সোমঘোষ আনন্দহৃদয় । মনে হৈল দেখা করি রাজা কর্ণসেনে । কর্ণসেন বোসে আছে কোরিয়া দরবার । চর পুত্র সহিত বসেছে সারি সারি । রাজা কর্ণসেন শুনে পারিজাতহরণ । </p>	<p> ২৭। হ পুথি সভা কোরে বোসেচেন বায় কর্ণসেন । রাজার কবচ পত্র সামঘোষ দিল । তিন সন বুজিএ দিলেন ইরিসাল । বাড়ি ঘর তুলে দিল আঁচিব পাঁচির । জ-পুথি দেখাদেখি সোমঘোষ আনন্দহৃদয় । মনে হৈল দেখা করি রাজা কর্ণসেনে । কর্ণসেন বোসে আছে কোরিয়া দরবার । চর পুত্র সহিত বসেছে সারি সারি । রাজা কর্ণসেন শুনে পারিজাতহরণ । </p>

হুইজনে কোলাকুলি প্রেমে আলিঙ্গনে । ২৭[[দিবসে দিবসে বাড়ে সভাকার স্থখ ।
 ভিহট্ট ভিতরে আসি দিল দরশনে ॥ অপুত্রক সোমঘোষ মনে বড় দুখ ॥
 নিবঞ্জন-পদরেণু ভবসা নিরন্তর । অপুত্রক সোমঘোষ মনে অহুমান ।
 দ্বিজ রূপবাম গান অনাদ্যেব বব ॥ কাব পূজা কবিলে পাইব পুত্রদান ॥
 সোমঘোষ গোয়াল হইল মহীপাল । জিজ্ঞাসিল সোমঘোষ অরুণনয়নে ।
 কর্ণসেনের উপবে বাড়িল ঠাকুরাল ॥ আটকুড়া বলা লোক গালি দেই গনে ॥

দেববাজে পরাজয় করি নারায়ণ । সভাভামাব প্রতি মালা কবিল অর্পণ ॥
 পাট শুনি কর্ণসেন বাহিখেতে যায় । গড-পাড়ে সোমঘোষে দেখিবারে পায় ॥
 কবে ধরি কর্ণসেন কবে কোলাকুলি । অজযেব বুলে দিল কনক-অঞ্জলি ॥
 সোমঘোষ বলে যে বিষয় বড় ধন । বিষয় হইলে হয় লক্ষ্মী আগমন ॥
 তোলা ঘর বাড়ি পাইল আঁচির পাঁচীর । যুত অন্ন বিলাষ পায়ের দুগ্ধ ক্ষীৰ ॥
 যমুন দানীরে দিল অষ্ট অলঙ্কার । ঢেকুরে করিল সোমঘোষের দরবার ॥
 ক ও ন পুথি লোকজন অনেক বান্ধব জন লয়া । কর্ণসেন সোমঘোষে নিল আশু ইয়া ॥
 দুষ্টিমাত্র দুজনে কবিল কোলাকুলি । অজযার জলে দিল কনক-অঞ্জলি ॥
 হুইজনে বদল করিল ফুলপান । গডেব ভিতবে বৈসে করিয়া দিধান ॥
 [ন পুথি আনা বিধা সাধিতে অনেক টাকা হয় । রাজকর বেবাক করিল মাস ছয় ।]
 [ক পুথি বার গণ্ডা করিল হাট বাট । সভাকার দুঃখস্থ বুলে নাটবাট ।]
 ঘরবাড়ি বিস্তর করিল পরিচ্ছদ । দিনে দিনে বাড়ে কত গোয়ালার সম্পদ ॥
 দিবসে দিবসে বাড়ে সভাকার স্থখ । অপুত্রক সোমঘোষ মনে বড় দুখ ॥
 নিবঞ্জনলীলা কহেন না যায় । ধর্ম্মমঙ্গল বিজ কপরামে পায় ॥

২৮ । ক, জ ও ন পুথির পাঠ ডবল বন্ধনী মধ্যে দেওয়া গেল । ই পুথির পাঠান্তর ।

আটকুড়া সামঘোষের বংশ নাই কোলে । ভগবতী পুজিতে চলিল হেনকালে ॥
 নানা উপহার আছে নানা আয়োজন । ভক্তিভাবে পূজা কবে ভবানী-চরণ ॥
 মুক্তিকায় নির্মাণ কবিয়া দশভুজ । একমাস সামঘোষ করে দেবপূজা ॥
 নম নম জয়দুর্গে যশোদানন্দিনী । কংসেব নিধন তুমি কৃষ্ণের ভগিনী ॥
 মহাবিষ্ণু জপ করে উপরে জোড়ব । যাব গুণে কৃষ্ণ ভক্তি পাইল গকড় ॥
 কালো ধোলা ছাগল দিলেক বলিদান । হেনকালে ভগবতী হলেন অধিষ্ঠান ॥
 রূপের প্রতাপে মায়ের পড়িছে বিজলি । শুব কবে সোমঘোষ হয়ে কৃতাজলি ॥
 শুব শুনে ঈশ্বরী বলেন ডাক দিয়ে । এত পরিপাটী পূজা কিসেব লাগিয়ে ॥
 শুন শুবে সামঘোষ তোরে বলি দড় । কান্তিক গণেশ হৈতে তুমি আমাব বড় ॥
 কিবা নড়াই বকড়া হয়েছে কাব সনে । তার কথা বলা বাছা অভয়চরণে ॥
 এতশুনি সামঘোষ করে নিবেদন । মন দিয়ে শুন দুর্গা আমাব বচন ॥
 পুত্র বিনে হেন জন্ম হৈল মহীন্তলে । পথে ঘাটে লোক দেখে আটকুড়া বলে ॥
 ভবানী বলেন তোরে ঐ বর দিব । মনের বাসনা তোর সফল করিব ॥
 আমি বব দিলাম বাছা ইথে অশ্রু নাই । পুত্র হৈলে তার নাম রাখিবে ইছাই ॥
 এত বলি ভবানী হলেন অন্তর্ধান । দেবতা বলিয়ে ঘোষ জানিল নিদান ॥

দানধান ধর্মকর্ম যত কর্ম করে । পরকালে পায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখ ॥
 অপুত্রক পরশিল ব্রহ্মহত্যা ধরে ॥ ষোল দিন গোলোক বৈকুণ্ঠে পায় পূজা ॥
 এত শুনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরোহিত । অবনীমণ্ডলে পুনঃ আসি হয় রাজা ॥
 ধর্মশাস্ত্র দেখ্যা বলে সূর্য্যের লিখিত ॥ ৩০ যোগরূপা যোগিনী জগতে বলবান ॥
 পুথি দেখ্যা বলেন পণ্ডিত পরাশর । নিপাতিল অস্তুর মহিষ যার নাম ॥
 এই পুথি পড়্যা ভিক্ষা মাগেন^{২৯} শঙ্কর ॥ যোগিগণ জপ করে যোগে দিয়া মন ॥
 শিব আরাধিলে পূজা পণ্ডিতসমাজে । পুত্রবর পাবে ভজ্য দুর্গার চরণ ॥
 হতাশন আরাধিলে হাথি-ঘোড়া সাজে ॥ সোমঘোষ শুভ্রা বড় মনে হরষিত ॥
 দুর্গা পূজা আরাধিলে তিন লোকে স্থখী ॥ ভজনা করেন দড় অঙ্গ পুলকিত ॥
 ধনপুত্র বর তার তিন যুগে দেখি ॥ রাজ্যভার সকল মণ্ডিল কর্ণসেনে ॥
 ইহকালে সংসারে অনেক পায় সুখ । তিন সক্ষা জপে গিয়া অজয়-পুলিনে ॥^{৩১}

২৯। অ মাগিব । ৩০। এই দুই ছত্র ঋ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ ।

ক-পুথি যোগরূপা জগতে যোগিনী বলবান । শুভ্র নিশতুল বলে বধিল পরাণ ॥

৩১। অতঃপর ক-পুথি

দেখিঞা নিভৃত স্থল করে দেবীপূজা । নিজগুণে কুপা মোরে কর দশভুজা ॥
 চামুণ্ডা চামুণ্ডা মাতা কালী কপালিনী । তুমি মাতা দেবী হও সাবিত্রীরূপিণী ॥
 তোমা সেবি স্বরপূরে রাজা পুরন্দর । তোমা সেবি গোপিনী পাইল গদাধর ॥
 পুত্রের লাগিঞা দেবী পূজে সমঘোষ । নিরাহারে তপ করে মনেতে সন্তোষ ॥
 চারি মাস হিম শিশিরে থাকে জলে । গৃহ্মী ঐশ্বে তপ করে হতাশন জ্বলে ॥
 বরিষা সমএ জল বরিষে অনক্ষণ । ঋদ্ধনাচিকুর বজ্র পড়িছে অনক্ষণ ॥
 কঠোর তপস্তা এত করেন গোয়ালী । স্বরপূরে দেবগণ চিস্তিত হইল ॥
 কেহ বলে ইন্দ্রের অমরা পাছে নেয় । না জানি চণ্ডিকা পূজি কোন বর দেয় ॥
 ইন্দ্র বলে মোর পাছে নেয় অধিকার । এত বলি দেবগণ করয়ে বিচার ॥
 সমঘোষ দুর্গা পূজে হঞা কৃতাস্ত্রলি । মুদিত নয়নে দেয় জয় ছলাছলি ॥
 এত বলি মহামন্ত্র করে সঙ্করণ । কৈলাসশিখরে দেবীর টলিল আসন ॥
 পার্বতী বলেন পদ্মা দেখি অমঙ্গল । আমার আসন কেন করে টলমল ॥
 ধেন্বনে জানিয়া পদ্মা বলেন চণ্ডীরে । সমঘোষ গোয়ালী তেঁম্ভার পূজা করে ॥
 চেঁকুর নগরে বদি নিবে ফুলজল । সমঘোষ গোয়ালীকে দিবে পুত্রবর ॥
 পদ্মার বচন মাতা জানিলা আপনি । গোয়ালীকে বর দিতে চলিলা ভবানী ॥
 সিংহরথে মহামায়া থুঞা বাউপথে । বুদ্ধভ্রাক্ষণীর বেশে আইলা মরতে ॥
 দেখিতে দেখিতে ঘান যথা সমঘোষ । বিজ্ঞ রূপরাম গান ধর্মপদ আশ ॥
 বৈকুণ্ঠে ছাড়িয়া প্রভু মরতে অবতার । শ্রীধর্ম উন্নিতে পড়ে জয়জয়কার ॥
 অচলা পাইল দেবী হ্রদিলগমনা । সমঘোষ বর মাগ বলে ব্রিনয়না ॥
 বর মাগি নেহ আগে শুন রে গোয়ালী । অনেক দিবসে এবে না আসিবা অচলা ॥
 সমঘোষ বলে মাতা বর মাগিব । বংশ কোলে নাঞি পুত্র কোথা পাব ॥
 এত শুনি বর তারে দিল ভগবতী । অবগত তোমার কোলে হইবে সন্ততি ॥

ফলমূল অনেক পূজার আয়োজন ।
 অনাহারে জপে ঘোষ হয়্যা একমন ॥^{৩২}
 যোগবলে বাখিল সহস্র শতদলে ।
 মাঘমাসে যোগী যেন জপ কবে জলে ॥
 স্তব কবে সোমঘোষ আনন্দহৃদয় ।
 ভগীবথ যেমন আছিল হিমালয় ॥
 বংশেব উদ্ধার হেতু সম দুইজন ।
 গোয়ালার তপ দেখি কাঁপে দেবগণ ॥
 কেবা হেন দেবী পূজে হইতে অমব ।
 ইন্দ্র বলে ইন্দ্র হব আমার উপব ॥^{৩৩}
 কৈলাসে বহিতে আব নাবিল^{৩৪} অভয়া ।
 সিংহবথে আবোহণ হৈল সর্বজয়া ॥
 অজয়া পাইল দেবী অনিলগমনা ।
 বব মাগ বব মাগ বলে ত্রিলোচনা ॥
 যে বব মাগিব তুমি সেই বব দিব ।
 ইন্দ্রপদ মাগিলে এখনি দিয়া যাব ॥
 ইন্ধিতে কবিতে পশ্চি বিধাতাব স্বামী ।
 বিষ্ণুভক্তি চাহ যদি দিয়া যাব আমি ॥

৩২ । ন-পুখি নানা আওজনে পূজে অভয়াচরণ ॥

৩৩ । ন-পুখি অতঃপর জ-পুখির দুই ছত্র অতিবিক্ত পাঠ

অবনীতে এমন তপস্তা করে কে । স্বগ মর্ত্য পাতাল কাঁপিয়া গেল যে ॥

৩৪ । অ কৈলাস হইতে তবে নাছিল ।

৩৫ । অতঃপর জ-পুখিব পাঠ

ভাবানী বলেন বাপু তোরে দিলাম বর ।
 পুণ্ড্র জল যমুনাধারী কবে দিব ।
 ভাবানী বলেন আমি না হোইব বাম ।
 ইছাইঘোষ নামে হবে তোমাব কুণ্ডর ।
 বর দিয়া সর্বজয়া হৈল অন্তর্ধান ।
 অনাঙ্ঘের মায়া কভু বুঝা নাহি যায় ।

৩৬ । ক পুখি উপাসনা কবাইবে মোর নিজ নামে ।

৩৭ । অতঃপর ২০ ছত্র হ-পুখির পাঠ । জ পুখিব পাঠ

অভয়াচরণে ভক্তি করে অতিশয় ।
 অভয়া বরে হল্য ইছাই কোণর ।

সোমঘোষ ববমাগে জুড়ি দুই কর ।
 কপট তেজিয়া মাতা দিবে পুত্রবব ॥^{৩৬}
 ইসব শুনিঞা বব দিল হৈমবতী ।
 অবশ্য তোমাব কোলে হবেক সম্ভতি ॥
 ইছাইঘোষ নাম হব আমার কিঙ্কব ।
 সংসারবিজয়ী হব বলে ধর্ম্মধর ॥^{৩৭}
 বব দিয়া মহামায়া হৈলা অন্তর্ধান ।
 সোমঘোষ বলে আমি বড় ভাগ্যবান ॥
 বব পায়া গোয়াল বড় মনে আনন্দিত ।
 দ্বিজ রূপবাম গান ধর্ম্মেব সঙ্গীত ॥
 ৩৮ যমুনা দাসীকে ঘটেব পুষ্পজল দিল ।
 শুভক্ষণে যমুনা যে গর্তবতী হৈল ॥
 প্রথম মাসেব গত হয় কিবা নয় ।
 দু মাসেব বেলা হৈল ঠাণ্ডাঠাণ্ডি হয় ॥
 তিন মাসেব বেলা বলে কেমন
 কবে গা ।

শয্যায় পড়িয়ে বলে মরি ওগো মা ॥

তোর পুত্র রাজা হবে ঢেকুর ভিতর ॥
 নিশ্চয় বোলিলু তোমাব কোলে বৎস পাবে ॥
 পুত্র হৈলে বাখিবেক ইছাইঘোষ নাম ॥
 সংসারবিজয়ী হবে বড় ধর্ম্মধর ॥
 পূজা সমাধিয়ে ঘোষ নিজালয়ে যুন ॥
 শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বিজ রূপবাম গায় ॥
 বাজা কবি যাব তবে ঢেকুর ভূবনে ॥
 কতকটা অমুকপ । ন-পুখিতে আছে
 তবে তার কোলে পুত্র কত দিনে হয় ॥
 কুলের কমল দেখি রূপ মনোহর ॥

চারি মাসের বেলা রাণীব না চলে চরণ । তাহা শুনি সোমঘোষ আনন্দিত মন ।
 কুল আম তেঁতুল জেঁদাকে ধায় মন ॥ ধাত্রীকে বিদায় কবে দিয়া নানা ধন ॥
 পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত সোমঘোষ দিল । আনন্দে অবধি নাই আনন্দ-বাধাই ।
 পরম কোঁতুকে রাণী আপনি খাইল ॥ বাসলীব বাক্যে নাম বাখিল ইছাই ॥
 ছয় মাস গত হৈল সাতেতে প্রবেশ । ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ঘোষ কত করে দান ।
 সাধ-কড়ি খায় বাণী অপূর্ব সন্দেশ ॥ বজ্রক নাপিতে কত ভাণ্ডারে বিলান ॥
 আট মাসে অষ্টাঙ্গ খসিয়ে পড়ে গা । ঢেকুরে জন্মিল যদি ইছাই মহাবল ।
 জঞ্জাল সহিতে নাবে বড় বড় রা ॥ দশে ঢেকুরের জল করে টলমল ॥
 নয় মাসের বেলা রাণী কবে টলবল । ১০ ছয় দিনে ষেটেবা পূজিয়ে বলিদান ।
 বলিলে উঠিতে নারে মুখে ওঠে জল ॥ নাডিচ্ছেদ করিলেন নিশি-জাগরণে ॥
 দশ মাস পবিপূর্ণ হৈল দশ দিন । যজ্ঞীপূজা সাক্ষ কবে একুশ দিবসে ।
 প্রথম চৈত্র মাস অবহিত মীন ॥ দিনে দিনে বাড়ে শিশু পরম হবিষে ।
 হেনকালে সেই শিশু শয়ন সাধিল । এক দুই তিন চাবি পাঁচ মাস যায় ।
 ভূমিষ্ট হইয়ে বাল্য কান্দিতে লাগিল ॥ হামাগুড়ি দিয়ে শিশু খেলিএ বেডায় ॥
 ৩৭ অবনীতে পড়ি শিশু পালটিল গা । ছয় মাস গত [হৈল] অন্ন দিল মুখে ।
 শিশুব মুখেতে হয় জয়দুর্গা রা ॥ গাএব অলঙ্কার যত বান্ধএ যৌতুকে ॥
 হাতে চন্দ্র কপালে মাণিক বাজদণ্ড । বলিতে কর্হিতে হৈল এ পাঁচ বছর ।
 ধাত্রী আসি বলে পুত্র হইবে দুর্দণ্ড ॥ ৩৯ লঙ্কাব রাবণ যেন জন্মিল সম্ভব ॥

৩৮ । এই বার ছত্র জ পুখির পাঠ ।

৩৯ । ২ পুখি হাতে পদ্ম গায়ে পদ্ম সর্ক গা । বাস্তলি জাহার স্বহা সাজে দুই পা ॥
 খগেন্দ্র জিনিএ নাসা অতি মনোহর । বাজদণ্ড শোভা কবে কপাল উপব ॥
 ন পুখি রাজদণ্ড কপালে নাসিকায় খগমণি । সোনার হুল্লব চাঁদ মুখে রব শুনি ॥
 ক পুখি রাজদণ্ড কপালে নাসিকায় খগমণি । সোনার মুকুট চান্দ মুখেব বলনি ॥

৪০ । অতঃপব হ-পুখির পাঠ । ক ও ন পুখির পাঠান্তব

কল্পতরু সম নাতা বড় ধর্মশীল । ঢাল খাঁড়া হেতায় না ছাড়ে একতিল ॥
 ভাল গুণ এন্য শেখে সকল সাধনা । লাফ দিয়া পড়ে গিয়া দশ বিশ খানা ॥
 বিপরিত ডাগর ডাগর ডাক শুনি । দেবতা অহর কাঁপে দেখিয়া চাহনি ।
 কেহ বলে ইছা বীর বড় অবতাব । চান্দ পাড়া গলায় গাথিয়া পরে হাব ॥
 উদ্দেশে ইছাই পাইয়া মহাজ্ঞান । অভয়া-ভজন করে হয় সাবধান ॥
 দেবীর দেহা দিল গড়ের ভিতর । মনে করে গোয়াল হইব স্বতন্ত্র ॥
 বড় বেশি স্বতন্ত্র হব এই গড়ে । নাঞি দিব রাজকর রাজার গোউড়ে ॥
 এই অভিলাষ মনে দিবসরজনী । ষোল উপচারে নিত্য পূজেন ভবানী ॥
 অন্যতর পরম গুণেরা কেবল । দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মমঙ্গল ॥

অজয় গন্ধার ঘাটে চৌদিক নেহালে । বব মাগ ভবানী বলেন ঘনে ঘন ।
 যোল গাভীর দুগ্ধ খায় বিহান বৈকালে ॥ আমি বিধি পবন বরুণ হুতাশন ॥
 লোহাটা বর্জর হৈল ইছায়েব স্বারী । হরিভক্তিপ্রদায়িনী আমি ভাগবত ।
 যোলশত চণ্ডাল হৈল আজ্ঞাকারী ॥ আমাব ভজন বিনে নাই স্বর্গপথ ॥
 হেনকালে ইছাইঘোষেব আনন্দিত মন । যে বব মাগিবে বাপু দিব সেই বর ।
 ভবানী কবির পূজা ডেকুব ভুবন ॥ অধিকাব দিব তোরে ইন্দ্রেব উপব ॥
 মৃত্তিকার নিষ্কাশন কবিল দশভুজা । বব মাগ বব মাগ বলেন বাস্তুলি ।
 নানাধনে ইছাইঘোষ কবে দেবীপূজা ॥]] শুব কবে ইছাই শ্রমুখে কৃতভঞ্জলি ॥
 ৪১ সোমঘোষ গোয়াল হইল মহীপাল । তুমি [ম]ায়া যশোদানন্দিনী নাবায়ণী ।
 কর্ণসেনেব উপব বাড়িল ঠাকুবাল ॥ আপুনি বিধাতা তুমি বিষ্ণুর জননী ॥
 তাব ছোট বেটা নাম ইছাই কুমাৰ । আনন্দে অকালে পূজ্যা দিল নাবায়ণ ।
 একমনে দেবীপূজা কবে নিবন্তব ॥ সবংশে বাবণ নষ্ট তোমাব কাবণ ॥
 অজয় নদীব ঘাটে দেবীপূজা কবে । এই বব মাগিব তোমাব ববাবব ।
 বিশাশ্য বলি দেয় দেবীব থর্পবে ॥ এই মহাগড়ে আমি হব স্বতন্তব ॥
 বিবলে প্রেমের ঘবে উপদেশ হয় । ইন্দ্র যেন এ গড়ে মাথায় ধবে ছাতি ।
 বিশেষে দেবীব পূজা বিবলে বসিয়া ॥ মৃগয়া খেলিতে যাব চড়ি মত্ত হাতি ॥
 একমনে ধ্যান কবে একমনে জপ । এই গড়ে সদাই হইবে পক্ষে বল ।
 যোগদড়া হৈতে বড় বয়সে অলপ ॥ যম নাঞী বই হয় অজয়ার জল ॥
 বিধিমতে মহাবাজা দিল সাবধান । ভবানী বলেন বাছা ঐ বব দিহু ।
 ইছাইএব সম্মুখে ভবানী অধিষ্ঠান ॥৪২ ডেকুবের গড়ে বাজা তোমাবে কবিহু ॥

৪১ । অতঃপর জ-পুথির পাঠ

নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল নানা শিক্ষা । জন্মবশে দুর্গা আনি দিখে গেল দীক্ষা ॥
 অজয় নদীব জলে কবে স্নান ঘান । দিনে দিনে ইছাইঘোষ হয় বলবান ॥
 অজয়ের ঘাটে হছাই চাবি পানে চায় । আচম্বিতে অবধৌতে দেখিবারে পায় ।
 ইছাইএব সম্মুখেতে দিল দরশন । দণ্ডবৎ প্রণমিল গোয়ালানন্দন ॥
 আশিষ কবিল দণ্ডী তপ্ত যোদ্ধাপতি । ডেকুরের গড়ে তুমি স্থাপন পার্বতী ॥
 তারে আরাধনা করি পূর্ণ হবে কাম । অভয়দায়িনী দুর্গা জামকণা নাম ॥
 পুনর্বাব ইছাইঘোষ কবিল প্রণাম । বালদীক্ষা লও তুমি হয়ে সাবধান ॥
 শক্তিমনে অভিযুক্ত করিয়া ইছাইয়ে । মহাবলবান হৈল দৈববল পেয়ে ॥
 উপদেশ সকল কহিয়া সাবধান । অজয়ের ঘাটে ইছাই জপে দুর্গানাম ॥
 আশিষ কবিল দণ্ডী গেল নিজালয় । কপরাম ভনে যার গুরুপদাশ্রয় ।

৪২ । অতঃপর আদর্শ পুথির অনুসরণ ।

অমরাবতীর রাজা যেন পুন্দর ।
রাজা দুর্ধ্যোধন যেন হস্তিনা নগর ॥
হাথে হাথে অজয় করিল সমর্পণ ।
বীবমাটি দিব তোবে ঢেকুব ভুবন ॥
হলুমান্দে আপুনি বলেন হৈমবতী ।
বীবমাটি কৈলাসে আন শীঘ্রগতি ॥

তোমার মহিমা বড় লিখে কুন্তিবাস ।
তোমা হৈতে বাবণের হৈল সর্বনাশ ॥
বলিতে কহিতে বীব পাএ কবে ভর ।
অবিলম্বে দেখা দিল কৈলাস সত্তর ॥
বামহাতে তখন নিলেন বীরমাটি ॥
ডিহট্টেব দক্ষিণ গড়ে রাখে বীরমাটি ॥

৪৩। ক ও ন পুঁথি

পার্বতী বলেন শুন ইছাই কোঙর ।
জয়পাল সারঙ্গ এ গড়ে ছিল রাজা ।
সেই শ্রামরূপা আমি তোরে বর দিব ।
ছাগ মেঘ কথিরে ঢেকুরে ঢেউ খেলে ।
আজি হইতে হইল নাম অজয় ঢেকুব ।
এই বর মাগ্যা নেহ গোয়ালার তোক ।
রাঘ দশানন পূজা কবিত যেমন ।

[ক পুঁথি

অনেক দিবসে আইলাও ঢেকুর ভিতব ॥
আনন্দে করিত সেই সামরূপা পূজা ॥
মনের বাসনা তোর সন্তল করিব ॥
সেই হইতে ঢেকুর গড় সর্বলোকে বলে ॥
তোমাকে কবির রাজা ইহাব ঠাকুর ॥
তোরে দেখ্যা দূব হল্য রাবণের শোক ॥
তোকে চাওয়া দড় পূজা ইছাই নন্দন ॥
আজি হৈতে আপনি গডের বিলোচন ॥

অতঃপব ক পুঁথি

চণ্ডিকা কথা শুনি আনন্দ আপাব ।
শুন গো কল্পাময়ী না ছাড়িল দয়া ।
শুব শুনি মহামায়া ঈশং হাসিঞা ।
কি করিতে পারে বিধি ইন্দ্র হবি হবে ।
রিপু আইলে উজান বহিঞা যাবে ভাটি ।
ছব খড়ু এসন্ন রসসু মহ মা ।
পার্বতী বলেন শুন ইছাই কোঙর ।
বীবমাটি চিরকাল কৈলাস ভুবনে ।
এমন অপূর্ব কথা কভু শুনি নাঞি ।
কোথা ছিল বিড়াল আইল আচম্বিতে ।
ইন্দুর ধরিতে চাহে দেখিঞা বিড়াল ।
বিড়ালে ইন্দুরে যুদ্ধ ভুজঙ্গ সান্নুর ।
দেখিঞা হরিষ বীর গোআলা ইছাই ।
তপস্ত্রাব ফলে হইল দৈব সমাহিত ।
এত বলি মহামায়া বসিল দেউলে ।
রাজ্যপাট পাইল দুখ হইল অবসান ।
গজকা বাঙ্কিল টাঙ্কা পাগে বীরবান ।
ঢেকুরে আছিল গুহা লোহাঙ্গা চণ্ডাল ।
দিহনাঙ্গ সঘনে সমান পড়ে সাড়া ।
ব্যাধিঙ্গ কোটাল সঙ্গে থাকে নিরন্তর ।
অনাঙ্কের পদরেণু ভরসা কেবল ।

দণ্ডবৎ প্রণাম কবিল কতবার ॥
দয়া কবি দেহ হুই চরণের ছায়া ॥
আপনি থাকিব গড়ে তোমাব লাগিঞা ॥
ইছাই বোম অজয়াব গড়ে ॥
ঢেকুরের গড়ে জঘা পেলে বীরমাটি ॥
বীরমাটি পরশে ইন্দুর নাড়ে গা ॥
মাটির পরীক্ষা দেখ গডের ভিতব ॥
পদ্মাবতী পেলে মাটি ঢেকুর ভুবনে ॥
বিড়ালে ইন্দুরে যুদ্ধ বাজে সেই ঠাঞি ॥
সেইখানে দেখা হইল ইন্দুর সহিতে ॥
খাণ্ডাখাই বরে জেন কুকুর শৃগাল ॥
বিড়াল পালাঞা গেল জিতিল ইন্দুর ॥
ইন্দুরের তরাসে বিড়াল দিল ধাই ॥
বব পাঞা যেমন মাতিল ইন্দ্রজিত ॥
দণ্ডবৎ করিল দেবীর পদতলে ॥
দিনে দিনে ইছাই হইল বলবান ॥
বাজকর গউড সহরে হইল মানা ॥
ঢেকুরে হইল সেই সদর কোটাল ॥
তিন সন্ধ্যা ঢেকুরে বাজিছে সিঙ্গা কাড়া ॥
বিপাক পডিল কর্ণসেনের উপর ॥
দ্বিজ ঋপরামে গান ধর্মমঙ্গল ॥

বীরমাটা রাখিল দেবীর বরাবর ।
 বাড়িকে বিনায় হৈল পবন কোণ্ডর ॥
 দেবী বলে ইছাইঘোষ রাজ্যের ঠাকুর ।
 আজি হৈতে এই গড়ে বলাব ঢেকুর ॥
 এই গড়ে ইঞ্জের নাহিক অধিকার ।
 যত দিন নাহি হব ধর্ম অবতার ॥
 বীরমাটা এ গড়ে ফেলিল হুন্মানে ।
 এহার পরীক্ষা তুমি দেখহ নয়নে ॥
 হেন বেলা ইন্দুর বিরলে বস্তা আছে ।
 বিভুক্তিত মার্জ্জার আইল তার কাছে ॥
 মনে [ভাবে] মার্জ্জার এমন পাব কোথা ।
 অকালে আহা আরজি দিলেক বিধাতা ॥
 সদা স্ত্রী আনন্দ ভঞ্জন হেতু চায় ।
 আচম্বিতে ইন্দুর পড়িল তার পায় ॥
 বিপাক পড়িল বড় মার্জ্জার-ইন্দুর ।
 গর্জ্জনে গগন কাঁপে দক্ষিণ ঢেকুর ॥
 দুজনে বিপাক যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল ।
 ইন্দুর দেখিয়া ভঙ্গ দিলেক বিড়াল ॥
 দেবী বলে ঐ দেখ ইহার বিক্রম ।
 অধিকার করিতে নারিব এতে যম ॥
 ঈশ্বরীর কথা শুনি বলেন ইছাই ।
 তুমি আমার জনক জননী বন্ধু ভাই ॥
 সদাই ঢেকুর গড়ে হবে বরদায় ।
 ধর্মের আজ্ঞায় দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

দিনে দিনে ইছাই হইল বলবান ।
 মাঝ গড়ে সদাই ভবানী অধিষ্ঠান ॥
 কেহ বলে মেঘনাদ কেহ বলে অহি ।
 দরশনে অরাতি অন্তরে চলে মহী ॥

অধিকার বিস্তার কাড়িয়া ঘোড়া হাতী ।
 ইছাইএর মাথায় নফরে ধরে ছাতি ॥
 পড়িল অকাল-চক্র কর্ণসেন দিয়া ।
 পরিবার লগ্না রাজ্য গেল পালাইয়া ॥
 বড় বেটা ডাকিয়া বিরলে বস্তা বলে ।
 এবার এড়ালে সবে থাকিব কুশলে ॥
 গোউড় সহরে চল পালাইয়া যাই ।
 গৌড়েশ্বর ভূপতি আমার জাতি ভাই ॥
 ঘরে বস্তা গোয়াল হইল বলবান ।
 দরবার দেখিয়া দম্ভ উড়িল পরাগ ॥
 মিরাস আগাস নিল আর ধন কড়ি ।
 রাজ্য লুটি করিল নফর আর চেড়ি ॥
 চল পুত্র এখনি বিলম্ব নাগ্রী সয় ।
 বিধাতার বিয়োগ কি জানি কিবা হয় ॥
 এতদিনে বিপত্য পড়িল আচম্বিত ।
 রাত্রের ভিতর রাজ্য পালায় তুরিত ॥
 ছয় বেটা চড়ে ছয় ঘোড়ার উপর ।
 তরাসে পালাএ যায় গোড় সহর ॥
 চারি পাটরানি সঙ্গে আর ছয় বধু ।
 মালমাস্তা রহিল পালাএ যায় শুধু ॥
 দুইদিনে গোউড় দিলেক দরশনে ।
 রাখিল বনিতা সব বন্ধুর সদনে ॥
 রাজাকে ভেটিতে চলে কর্ণসেন রায় ।
 চারিদিকে নফর চাকর সব যায় ॥
 বার দিয়া বস্তাছে পঞ্চম গৌড়েশ্বর ।
 বার ভুঞা বস্তাছে রাজার বরাবর ॥
 সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ ।
 রাজা গৌড়েশ্বর শুনে হৈয়া একমন ॥

। ॥ গজেন্দ্র মোক্ষণ ॥

অগস্ত্য মূনির শাপে অন্ধুনের (?) ভূপ ।
 আচম্বিতা সেইখানে হৈল গজরূপ ॥
 পরিবার সজ্জতি বন্ধিতে গেল বন ।
 জলেতে নাশিয়া রক্ষা করিল জীবন ॥
 অবিলম্বে কুন্তীর ধরিল তার পায় ।
 গজ্ঞে আর কুন্তীরে অনর্থ বয়্যা যায় ॥
 চতুর্ভুজরূপে হরি গরুডবাহনে ।
 গজেন্দ্র-মোক্ষণ হেতু দিল দরশনে ॥
 এই অধ্যায়] শুভ্রা বাজা প্রেমে পুলকিত ।
 হেন বেলা কর্ণসেন হৈল উপনীত ॥
 জোহাব করিল গিয়া রাজার চবণে ।
 এস্ত এস্ত বার ভূঞা ডাকে চারিপানে ॥
 কেহ দেই রাম নাম কেহ দেই হাথ ।
 পাষণ্ডীর উপরে পড়িল বজ্রাঘাত ॥
 হাতে ধবি ভূপতি বসাল্য একাসনে ।
 বারতা জিজ্ঞাসা করে প্রফুল্লবদনে ॥
 কিম্ব মলিন মুখ অরুণ নয়ন ।
 সভাই বলহ হরি বাড়িল সম্মান ॥
 অনাত্মের পদরেণু ভরসা কেবল ।
 বিজ রূপবাম গান ধর্মের মঙ্গল ॥

তবে যদি জিজ্ঞাসা করিল গোডেশ্বর ।
 কর্ণসেন বায় বলে দরবার ভিতর ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বলে মাথায় দিয়া হাত ।
 পউষ মাসে মাথায় পড়িল বজ্রাঘাত ॥
 প্রাণ লয়্যা গোঁড়ে এস্তাছি রাতারাতি ।
 ইচ্ছাই নিলেক খোড়া মালমাস্তা হাতী ॥

সাতপুরুষের ভূম নিলেক গোয়াল ।
 নবদণ্ড ধরিলে তিমির করে আলা ॥
 এতদিনে বিধাতা বিধোগে দুখ দিল
 নৃপতির সন্নিধানে কান্দিতে লাগিল ॥
 বার ভূঞা রহিল তাহার মুখ চায়া ।
 আশ্বাস করিল রাজা হাতে পান দিয়া ॥
 বার ভূঞা সংহতি সমরে দিব হানা ।
 বলবন্ত ইচ্ছাই জানিব বীরপনা ॥
 দডবডি এখনি সাজিব দলবল ।
 পাব হয়্যা যাব নদী অজয়ার জল ॥
 মসীবর্ণ বদন অরুণবর্ণ ঐশি ।
 ঢেকুর ঐরিষ্টী হৈল ভাল নহে দেখি ॥
 জলন্ত পাবক নিবাবণ ভাল নয় ।
 সমুখে বসিয়া পাত্র মহামদ কয় ॥
 অতিশয় ক্রোধ হৈলে অকার্য্য অনেক ।
 রাজা হৈল গুয়াল দেবতা পরতেক ॥
 না করিহ ক্রোধ বাজা ধরি তব পায় ।
 সন্নিধানে মহাপাত্র আপনে বুঝায় ॥
 পাঠাইয়া দিব আগে ভাট গঙ্গাধর ।
 পবোয়ানা লিখিব সোমঘোষ বরাবর ॥
 তবে যদি ব্বেবাক পাঠায় ইরসাল ।
 তবে দিব অবশ্য এসব ঠাকুরাল ॥
 কদাচিত বেবাক না দেয় রাজকর ।
 উভুদলে সাজে যাব তাহার উপর ॥
 এত বলি পরোয়ানা লিখিল শীঘ্রগতি ।
 ভাটকে বলিল চল ঢেকুর বসতি ॥

এহাতে বিলম্ব নাঞী এক দণ্ড সময় ।
 অজয় ডেকুরে কর এখনি বিজয় ॥
 সোমঘোষে বলিবে বিশেষ বিবরণ ।
 পালকি চড়িয়া ভাট করিল গমন ॥
 বারজন মহলা (?) পালকিখান ধরে ।
 আনন্দে করিএ যাত্রা অজয় নগরে ॥
 পার হয়্যা ভৈরবী ভবানীপুর পায় ।
 অজয় ডেকুর ভাট গন্ধাধর যায় ॥
 পাঁচদিন ডেকুর নগরে গতায়াত ।
 সত্বরে ডেকুর পাল্য গুয়ালা সাক্ষাত ॥
 সোমঘোষ গুয়ালা দরবারে বসিয়াছে ।
 হেন বেলা রাজার পরোয়ানা দিল
 কাছে ॥
 তিনবার প্রণাম পরোয়ানা দেখি কৈল ।
 মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র দরবারে পড়িল ॥
 যথাযোগ্য পরোয়ানা লিখেচে সর্বজন ।
 ইরসাল বেবাক কড়ি দিবে ততক্ষণ ॥
 পরোয়ানা পড়িয়া সোমঘোষ কয়ু ।
 ইরসাল বেবাক কর দিব মহাশয় ॥
 হিসাব করিল সর্ব ডেকুরের কর ।
 সোমঘোষ আনি দিল ভাট বরাবর ॥
 ভাটকে ইনাম দিল দিয়া অলঙ্কার ।
 বিদায় হইল ভাট তাহার দরবার ॥
 আরোহণ করে পুহু পালকি উপরে ।
 বারবেলা যাত্রা করে গোড় সহরে ॥
 আশুপাছু শিঙ্গা পড়ে টমক নিশান ।
 গোড়-পন্থতি মুখে করিল পয়ান ॥
 অজয় নদীর কূলে দরশন দিল ।
 লোহাটা বর্জর বীর ইছাই দেখিল ॥

ইছাই বলেন শুন লোহাটা বর্জর ।
 কোন বেটা যায় পথে পালকি উপর ॥
 গড়ে হৈতে যায় কে কাড়ায় কাটা দিয়া ।
 লোহাটা তাহার কাছে উত্তরিল গিয়া ॥
 মহাজন দেখি বীর করিল প্রণাম ।
 বলিবে আমার আগে বাড়ী কোন গ্রাম ॥
 তুমি কাহার চাকর তোমার নাম কি ।
 মুখে বাক্য নাহি সরে পাবকে যেন ঘি ॥
 এতেক শুনিয়া বলে ভাট গন্ধাধর ।
 গোড় সহরে বাড়ি রাজার চাকর ॥
 হিসাব করিয়া কর সোমঘোষ দিল ।
 রাজ-দরবারে যাই তোমারে বলিল ॥
 লোহাটা বর্জর বলে ইছাইএর পায় ।
 অকালে আগুন যেন পেল্যা দিল গায় ॥
 কেবা আছে এমন সংসারে বল ধরে ।
 অধিকার আমার উপরে কেবা করে ॥
 এদেশে আসিলে নাঞী বিধাতার সাধ ।
 ধমরাজা না করে আমার সনে বাদ ॥
 কোন বেটা নিতে পারে ডেকুরের কর ।
 দিগারে হুকুম দিল ইছাই সুন্দর ॥
 অনাত্তের মায়া কহনে নাঞী যায় ।
 অনাত্তমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 দড় পায়্যা হুকুম দিগার সবে ধরে ।
 ইলিক পয়জার মারে ভাট গন্ধাধরে ।
 আশে পাশে মারে কেহ বন্দুকের ছড়া ।
 রতিমাষা হইল গাঁএর জামাজোড়া ॥
 বলিতে কহিতে [তবে] বাড়ে অহুরাপ ।
 মাথা মুড়াইয়া দিয়া নরুণের দাগ ॥

বাম গালে কালি দিল ডানি গালে চুন ।
 ভাট বলে খাব আমি করিয়া বেকরন ॥
 একনাথ্য করে তারে নগর চাতরে ।
 বাহুরে বানর যেন নাচায় ঘরে ঘরে ॥
 নগরে নগরে বলে বাজারে বাজারে ।
 সোমঘোষ তখন পাইল সমাচার ॥
 শীঘ্রগতি দেখিল ভাটের অপমান ।
 কহিবারে লাগিল ইচ্ছাই সম্মিধান ॥
 ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব বসিব নাঞী দেশে ।
 সদাই ইহার হিংসা রজনী দিবসে ॥
 পূর্বকালে আমি যখন গোড়ে নিবাসী ।
 ভাট গন্ধাধর ছিল আমার পড়সি ॥
 এহারে ইনাম দেহ চড়নের ঘোড়া ।
 মাথায় পাগড়ি দেহ গায় জামাজোড়া ॥
 পুরস্কার পায়্যা ভাট হইল বিদায় ।
 গোড়-দরবারে আসি তবে জল খায় ॥
 ভাট বলে শুন রাজা বিপদ-বারতা ।
 দশমুখ হইলে কই ইচ্ছাএর কথা ॥
 ইন্দের সম্পত্তি দেখি ইচ্ছাএর বাসে ।
 লক্ষ্মীদেবী আপুনি বাহিরে বসিয়াছে ॥
 যমরাজ্য বরণ পবন আজ্ঞাকারী ।
 বিধাতা আপুনি তার বশ্যাছে দুয়ারি ॥
 সোমঘোষ বেবাক গণিয়া দিল কর ।
 মাঝপথে কাড়্যা নিল ইচ্ছাই কুণ্ডর ॥
 মাথা মুড়াইয়া মুখে দিল চুনকালি ।
 কুলোক (?) বলিয়া কত দিল গালাগালি ॥
 পার হয়্যা অজয় ঢেকুরে দিল হানা ।
 কালি কিম্বা পরশু গোড়ে দিহ হানা ॥

নিবেদিল ভাট যদি রাজার সমাজ ।
 আপুনি ক্রমিল রাজা বলে সাজ সাজ ॥
 দড়মাসা দামামা দগড়ে পড়ে কাটি ।
 বাইশ হাত কাঁপে গেল গোউড়ের মাটি ॥
 সাজ সাজ শব্দে সঘনে পড়ে সাড়া ।
 কত ঠাঞী শিক্ষা বাজে কত ঠাঞী
 কাড়া ॥

ধর্মের মায়া कहনে নাঞী যায় ।
 হরি হরি বল সভে ধর্মের সভায় ॥
 এক মনে শুন সভে ধর্ম-ইতিহাস ।
 ছ-মন করিলে হয় ধন পুত্র নাশ ॥
 তৈনাং হইল যদি নব লক্ষ সেনা ।
 নক্ষর ভিতরে বাজে ব্যালিশ বাজনা ॥
 চারি পণ কাড়া বাজে সাত পণ শিক্ষা ।
 দ্বিধা দ্বিধা মাদল বাজায় দ্বিধা দ্বিধা ॥
 গেঁজ গেঁজ গেজর গেজর জগবাঁপ ।
 কেহ বলে কেমনে মহিম হব সাঁপ ॥
 টিং টিং কাড়া বাজে সঘনে বীর চাক ।
 ঢালি ঢাল কাছাড়িয়া মারে উড়া পাক ॥
 চারিদিকে সাজিল তুরঙ্গ আর হাতি ।
 বলমল রাজার মাথায় দণ্ড ছাতি ॥
 আড়ম্বরে কাঁপিল আকাশ-পুরন্দর ।
 বারভূঞা আশু দলে যমের দোসর ॥
 তুরঙ্গ নাচায় তারা তার উর্গ বড় ।
 সিফাই দাবায় ঘোড়া বুকে নাঞী ডর ॥
 আশুদলে ছুড় ছুড় সঘনে পড়ে দামা ।
 ছুই হাজার হাতি সঙ্গে আগে থানসামা ॥

তুর্গসেন আপুনি রাজার কাছে যায় ।
 ছয় বেটা ছয় ঘোড়া সঘনে চালায় ॥
 উভূদলে পার হৈল ভৈরবীর জল ।
 ভূঞার পয়াণে মহী করে টলমল ॥
 ষোল ক্রোশ জুড়িয়া পদাতি পড়ে ঠাট ।
 গোণাগাছি ভৈরবী রাখিল গোলাহাট ॥
 স্নানপূজা দান নাঞী নৃপতির মনে ।
 ঢেকুরে দিলেক দেখা অজয় পুলিনে ॥
 শুয়াছি পিতার মুখে বলা যেন রাজা (?) ।
 লঙ্ঘিবারে এ নদী নারিল কোন রাজা ॥
 মনে নাঞী অহুমান পাত্তের বচন ।
 ঐমনি চলিল রাজা চড়িয়া বারণ ॥
 তড়ে ছিল মাতঙ্গ সলিলে দিল পা ।
 আচম্বিতে হুহুড় জলের শুনি রা ॥
 বাণ নাঞী বাতাস নাঞী বরষা বাদল ।
 মাঘমাসে নদী বাড়ে বিধাতাব বল ॥
 সলিলের শব্দ শুনি ভূপতি পাছায় ।
 তিন হাজার হাতী ঘোড়া জলেতে
 স্রাজায় ॥
 অজয়ার বস্ত্রা দেখি ত্রাস হৈল মনে ।
 মহারাজা মোকাম করিল ভূঞ্যাগণে ॥
 ষোল ক্রোশ উত্তরিল রাজার নন্দর ।
 অনর্থ বাড়িল পিয়া ঢেকুর ভিতর ॥
 শ্রামরূপা দেবী তখন বসিয়া দেউলে ।
 ইছাএ ডাকিয়া তখন বলেন বিরলে ॥
 উভূদলে এক রাজা বারভূঞ্যাগণ ।
 লোহাটা বর্জ্বর বলে পাঠাই এখন ॥
 যত দিন নাঞী হয় কচ্ছপ অবতার ।
 ততদিন তোমাকে দিয়াছি অধিকার ॥

আমি রণে যাব বাপু তুমি বৈস স্বরে ।
 দশ গোড়েশ্বর তোর কি করিতে পারে ॥
 উপলক্ষ বলে যদি লোহাটা বর্জ্বর ।
 নবলক্ষ সৈন্যকে পাঠাব যমঘর ॥
 উপলক্ষ বিনা কার্য না হয় কখন ।
 উপলক্ষ বিনা বাপু না হয় নিধন ॥
 একদণ্ড পাঠাইলে অনেক কার্য হয় ।
 চারিদণ্ড বৈ নহে শুখাব অজয় ॥
 শিরোধার্য সত্বরে দেবীর বাক্য নিল ।
 লোহাটা বর্জ্বর বীর সংগ্রামে সাজিল ॥
 ব্যালিশ কোটাল সঙ্গে যমের সমান ।
 তরগি উপরে চড়ে অতি বেগবান ॥
 কাড়া শিক্রা টমক নিশান ঘনে ঘন ।
 তরঙ্গে তবঙ্গে তরী করিল গমন ॥
 পঞ্চমুখে হাতি ঘোড়া রাহত মাহত ।
 লোহাটা দিলেক তাড়া যেন যমদূত ॥
 অনাত্তের মায়া कहনে নাঞী যায় ।
 অনাত্তমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 অকালে অনিল যেন উত্তর অশ্বরে ।
 লোহাটা উরিয়া পড়ে লঙ্ঘর ভিতরে ॥
 আথালি পাথালি সৈন্য হানে ঝনঝন ।
 মধ্যরণে রাউত সর্দার কাটা যান ॥
 হুহাতে হেত্যার ধরি উভূদলে চোট ।
 হিমালয় সদৃশ কুঞ্জর যায় লোট ॥
 বারভূঞ্যা বলে যুঝে রাজা গোড়েশ্বর ।
 উলটি পালটি হানা দিলেক বর্জ্বর ॥
 ঘোড়ার হিযুনি শুনি হাতির নিনাদ ।
 আকাশ পাতাল ভেদি হইল প্রবাদ ॥

রামরায় শিক্ষাই হাথির পিঠে যুঝে ।
 দামার শব্দ জেন দেবতা গরজে ॥
 রণে যুঝে আগুরি দক্ষিণ-চুড়ামণি ।
 সমুখে দিয়াছে হানা রাখে বাণ আনি ॥
 কর্ণসেন দিয়াছে দক্ষিণ দিগে হানা ।
 ছয় বেটা রণে যুঝে বাণে বিচক্ষণা ॥
 কেহ বা তুরঙ্গ-পিঠে কেহ বা টাঙ্গনে ।
 পিতার সজ্জিত পুত্র যুঝে মাঝ-রণে ॥
 রাজা পাত্র বারণে বসিয়া বলে মার ।
 গুলি পড়ে একা রণে পঞ্চাশ হাজার ।
 গগনে হুরন্ত গোলা পড়ে দামদুম ॥
 হুড় হুড় শব্দে ব্রহ্মার ভাস্ত্রে ঘুম ॥
 ঢালি পাইক সর্দার সবার আগে যুঝে ।
 ভূজঙ্গের সোনা বলি(?) ঢাল করে ভুজে ॥
 এ কারণে লোহাটা হুয়াছে লক্ষ জন ।
 হাতি ঘোড়া সৈন্ত কাটে না যায় গগন ॥
 বহুমতী পদভরে করে টলমল ।
 ভীম যেন নষ্ট করে কুরুসৈন্ত বল ॥
 রামের টমক যেন নাশে মেঘনাদ ।
 তাকে চায়্যা দ্বিগুণ বাড়িল পরমাদ ॥
 কুঞ্জর-ঘটায় যেন সিংহ বলবান ।
 শাঙ্গুল শূকর পানে যেন গতি যান ॥
 এক মাথা কাটিতে হাজার মাথা পড়ে ।
 কদলী বিনাশ যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥
 রণমধ্যে জয়হুগা উরিল আপুনি ।
 সঙ্কেতে উরিল তাঁর চৌরুটি যোগিনী ॥
 ডাকিনী যোগিনী যুদ্ধ করে চারি পানে ।
 চাঁপা ফুল বলায় হুয়িত তুল্য পরে কানে ॥

ডানি হাতে কাতিধরে বাম হাতে খর্পর ।
 বিপদ্য ডাক ছাড়ে ভাগর ভাগর ॥
 হাসিতে হাসিতে হাতি চুমুকিয়া থায় ।
 মীন ঘুরাইলে যেন চিলে লয়া যায় ॥
 রাক্ষসী পিশাচী বস্তা হাসে এক ঠাঞী ।
 স্থপরিয়া (?) ঘোড়া গিলে বোল চোল
 নাঞী ॥
 ধাণ্ডাধাই যুঝে কেহ উলঙ্গ হইয়া ।
 কি খাব কি খাব বল্যা নাচে পাক দিয়া ॥
 অতি বৃদ্ধ ডাকিনী ভাগর শব্দ ডাকে ।
 হস্তী যেন জন্তু গিলে চূপ দিয়া থাকে ॥
 রণমাঝে অবতার সর্বমঙ্গল ।
 দুইদণ্ড সংগ্রামে পবিল মুণ্ডমালা ॥
 ডাকাডাকি পড়িল কুচ্ছিত কলবব ।
 সমুখ সমরে সৈন্ত ভঙ্গ দিল সব ॥
 পালায়া সর্দারসিংহ সভাকার চুড়া ।
 বাঁশবনে লুকাইল মাক্কাতার খুড়া ॥
 দিগে দিগে পলায় রাউতে আসোআর ।
 লোহাটা বর্জর রণে বলে মার মার ॥
 তাড়াতাড়ি ব্যালিশ দিগাব হানে
 কাটে ।
 আচম্বিতে কুরুক্ষেত্র অজয়ার ঘাটে ॥
 হাছা পেল্যা উলটি পালটি ঝটঝট ।
 আচম্বিতে ভঙ্গ দিল হস্তী ঘোড়া ঠাট ॥
 ভঙ্গ দিল মহাপাত্র রাজা গোড়েখর ।
 কর্ণসেনের ছয় বেটা গেল যমঘর ॥
 বারভুঞা সর্দার পালায় দলবল ।
 শোকে রাজা কর্ণসেন তৃণায় বিকল ॥

রং জিহ্বা লোহাটা বর্জর গেল ঘর ।
 রূপরাম গান গীত অনাচর বর ॥
 রাজা পাত্র বার ভূঞা ভক্ত দিল রণে ।
 গোউড় সহরে দেখা দিল সর্বজনে ॥
 অজয়ার উত্তরে কৃষিরের গঙ্গা বয় ।
 লোহাটা ডেকুর গেল রণ হৈল জয় ॥
 ইছাই হইল রাজা ডেকুর ভিতরে ।
 পুত্রশোকে কান্দে কর্ণসেন নৃপবরে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে যান গোড় ভুবন ।
 ছয় পুত্র রণে মৈল নাঞী দেখে গন ॥
 বন্ধুঘরে কর্ণসেন দিল দরশন ।
 যুগল নয়ন আঁখি আষাঢ়-শ্রাবণ ॥
 বন্ধুঘরে আছেন বনিতা আর দাসী ।
 রাজ্য গেল বিধাতা করিল বনবাসী ॥
 শীলাবতী রাণীকে বলএ বিবরণ ।
 ছয় বেটা মৈল তোর ডেকুরের রণ ॥
 সাত পুরুষের ভূম এতদিনে গেল ।
 বনিতা সমুখে শোকে কান্দিতে লাগিল ॥
 ছয় বধু অহুম্মতা হৈল জরাতুর(?) ।
 পুত্রশোকে মৈল রাণী থাইয়া মাহুর ॥
 চেয়া দেখে দশদিক সব হৈল শূন ।
 ধন কড়ি লুটিল ভাণ্ডার হৈল উন ॥
 শোকে হৈল কাতর অশ্বর নাঞী রাখে ।
 মন হৈল পাগল বদনে ভস্ম মাখে ॥
 দূরে রাখে অশ্বর নিলেক বাঘছাল ।
 এত দিনে ঘুটিল সংসার মায়াজাল ॥
 তপস্তা করিতে আমি যাব মধুবন ।
 বিশেষে বনিতা শোকে হৈল অচেতন ॥

বৃন্দাবনে তপস্তা করিতে চলে ধাই ।
 মনেতে পড়িল তার গোড়েশ্বর ভাই ॥
 বাঘছাল পরিধান তখনি পরিল ।
 পুনর্বার রাজার দরবারে দেখা দিল ॥
 রাজার সমুখে আসি কর্ণসেন কান্দে ।
 বারভূঞাগণ সব বুক নাঞী বাঁধে ॥
 কর্ণসেন কান্দে তবে নৃপতির পায় ।
 বাঘছাল বৃকে দিয়া গড়াগড়ি যায় ॥
 ছয় পুত্র মরিতে মরিল ছয় বধু ।
 অহুম্মতা আনন্দে হইল ছয় বধু ॥
 উভয়সকটে শোকে মৈল সত্যবতী ।
 গয়া গঙ্গা এহার অবশ্য চাই গতি ॥
 আপনার পিণ্ডদান করিব আপনি ।
 হাসিতে হাসিতে হারাইল চিন্তামণি ॥
 দ্বিজ দান নাঞী দিল্ল না বলিল হরি ।
 মকরন্দ থাকিতে গরল খাওয়া মরি ॥
 জ্ঞাতি নাঞী সংসারে বন্ধিতে যাব
 কোথা ।
 রমণী মরণে মন হৈল মহীলতা ॥
 বড় দুখ মরমে রাখাল ভূম নিল ।
 কর্ণসেন পুত্রশোকে কান্দিতে লাগিল ॥
 আশ্বাস করিছে রাজা হাতে দিয়া হাত ।
 মন বাজা সদাই আপুনি অচিরাত ॥
 আপনার কল্যাণ আপুনি চিন্তা ভাই ।
 ঘরে বসি থাকিলে সকল তীর্থ পাই ॥
 গয়া গঙ্গা এখানে পৈরাগ বৃন্দাবন ।
 কিমর্থ পাগল হৈলে সচকল মন ॥
 পুরুষ থাকিতে জোড়ে কভেক পরশ ।
 কেবা নাঞী বিভা করে চারি পাঁচ দশ ॥

আপনা চাহিতে ভাই চাই অহুক্ষণ ।
 তার পাছে জায়া রাখি তবে রাখি ধন ॥
 দুখ স্বথ সম্পদ সকল মনে পড়ে ।
 নিদারুণ বিধাতা আপুনি ভাঞ্জে গড়ে ॥
 অল্পকালে আমার মরিল হুবরাজ ।
 তুমি কেন সমাজ জুড়িয়া কর লাজ ॥
 মনদড়া হয়্যা যদি রাম নাম জপে ।
 কি করিব গয়া গঙ্গা কী কবিব তপে ॥
 দশাশুণে মরি ভাই দশাশুণে তরি ।
 দশাশুণে জনক জননী হয় বৈরী ॥
 কালি কিছা পরশ তোমার বিভা দিব ।
 রূপবতী রাজকন্যা হুকুমে আনিব ॥
 এক রাজে দশগুণ বিভা দিতে পারি ।
 সংসার ছাড়িয়ে কেন বৈরাগী-বেশ ধরি ॥
 দিন কথ ভাণ্ডার লিখিয়া থাক বায় ।
 মনে দুখ পায়্যাছে স্ববর্ণ যেন পায় ॥
 এত যদি গোড়েশ্বর করিল আশ্বাস ।
 বাঘছাল রাখিয়া পরিল পট্টবাস ॥
 মহারাজা পবাইল অষ্ট অলঙ্কার ।
 শোক পাসরিয়া বৈসে জয়মুনি ভাণ্ডার ॥
 দরবার ডাকিয়া রায় করিল গমন ।
 বাসাকে বিদায় হৈল বারভুঞাগণ ॥
 অনাত্মার মায়া कहেনে নাঞী যায় ।
 দ্বিজ রূপরাম গায় অনাত্মের পায় ॥
 দুই পায়ে রাজ্যার যে উচিত কমল (৭) ।
 আশু পাছু নকর ভ্ৰাকার গঙ্গাজল ॥
 অন্তর ম্বহল বৈ দিল দরশন ।
 ভানুমতী রাণী বশ্য অপূর্ব আলন ॥

ছোট বনি সমুখে বশ্য আছে রঞ্জাবতী ।
 পট্টবাস আপুনি পরাইল ভানুমতী ॥
 কথদূর হৈতে দেখে আপুনি রাজন ।
 রঞ্জাবতী কন্যা দেখি ভাবে মনে মন ॥
 কোন দেবতার কন্যা মোর অন্তপুরে ।
 রূপ দেখে দেবতা রহিতে নায়ে ঘরে ॥
 এত ভাবি রাজা গেল রাণীর নিকটে ।
 জিজ্ঞাসিল মহারাজা ইনি কেবা বটে ॥
 প্রণাম করিয়া বলে ভানুমতী রাণী ।
 রঞ্জাবতী বিদ্যাদরী অহুজা ভগিনী ॥
 অহুজা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী ।
 কালি আস্তাছিল বনি আঁধিয়া (৭) বুঝতি ॥
 কালি পাঠাইয়া দিব বড় দুঃখ মনে ।
 মায়ের জীবন ধন বিদিত ভুবনে ॥
 সাধের ভগিনী ছোট মায়ের পবাণ ।
 পরিচয় পায়্যা বাজা বলে বিজ্ঞমান ॥
 বাজা বলে রঞ্জাবতী তুমি হৈলে শালী ।
 আপুনি যাচিয়া দিবে যৌবনের ডালি ॥
 রঞ্জাবতী বলে শুন গোড়ের ঈশ্বর ।
 তোমার সদৃশ কত আমার নকব ॥
 পবিত্র ভূপতি করিল কুতূহলে ।
 রাণীকে বলিছে কিছু বসিয়া বিরলে ॥
 বিরলে বসিয়া বলে নৃপচূড়ামণি ।
 কর্ণসেনে বিভা দিব তোমার ভগিনী ॥
 তুমি মন করিলে তাহার বিভা হয় ।
 জ্ঞাতি-বন্ধু পালনে অনেক গুণ্য হয় ॥
 ভানুমতী রাণী বলে শুন মন দিয়া ।
 রঞ্জাবতীর বিভা যদি দেহ লুকাইয়া ॥

মহাপাত্র এ কৰ্ম করিতে নাঞী দিব ।	বসন্তের পাবকে ফেলিলে পদ্মফুল ।
বুড়া বর কর্ণসেন এ বোল বলিব ॥	[বনি] কোলে করি কান্দে সহজে আকুল ॥
তবে যদি এ কথায় তুমি দিলে মন ।	দুইমতি দিবসের শিশির পালা সায় ।
লুকাইয়া বিড়া দেহ গোড় ভুবন ॥	অনাথমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

॥ রঞ্জার বিবাহ পালা ॥

'রাজা বলে রঞ্জাবতী তুমি মোর শালী । একথা শুনিলে ভাই বিভা নাই দিব ।
 আপুনি যাচিয়া দিবে যৌবনের ডালি ॥ বুড়া বর কর্গসেন কতদিন জীব ॥
 আমার সমুখে বস্ত্র মুখ চায়্যা দেখি । রঞ্জাবতী বিনে ভাই প্রাণ নাঞী ধরে ।
 অপূরুপ খঞ্জনগঞ্জন দুই আঁখি ॥ এমন ভগিনী বিভা দিব বুড়া বরে ॥
 এত বলি বিরলে রাণীকে কিছু কয় । এ কথা শুনিলে ভাই বিভা দিব নাঞী ।
 শুন রাণী বলি কিছু যদি মনে লয় ॥ সিমুলের ফুলে তবে কিসের বড়াঞী ॥
 তুমি যদি পান ফুল দেহ অহুমতি । শুন ভানুমতী যদি তুমি দেহ সায় ।
 রায় কর্গসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী ॥ তবে সে করিতে পারি এহার উপায় ॥
 ছয় পুত্র মৈল তার ঢেকুর যুঝিয়া । গোড় সহরে বিভা দিব লুকাইয়া ।
 পুত্রশোকে রাণী মৈল মাছর খাইয়া ॥ কাঙুর মহিমে পাত্র দিব পাঠাইয়া ॥
 বৈরাগী হইয়া রাজা যায় দেশান্তর । কি করিতে পারে পাত্র যদি নাঞী
 আমি ত রাখিল তারে যতনে বিস্তর ॥ জানে ।
 বন্ধুবান্ধব যত রাখিলে পুণ্য পাই । চারি হাথে এক হলো^১ কি করিব
 শুন গো সুন্দরী তার বিভা দিতে চাই ॥ 'আনে ॥
 তুমি যদি মন দেহ শুন গো সুন্দরী । রাজা রাণী যুগতি করিল দুইজনে ।
 এই কহা তারে আমি বিভা দিতে পারি ॥ পরম যতনে রঞ্জায়ে রাখিল তখনে ॥
 রাণী বলে শুন রাজা আমার বচন । স্নানপূজা আদি যত দিনের ব্যবহার ।
 ছোট বনি^২ রঞ্জাবতী ভায়েয় জীবন ॥ সমাধিয়া সকল চলিল দরবার ॥
 ভায়েয় পরান বনি আমি ভাল জানি । দেয়ানে বসিল রাজা বারভূঞা সাথে ।
 অনেক যতনে বনি রহিল যামিনী ॥ পাঠান সিফাই যত রহে^৩ জোড়
 কালি বনি বাড়িকে করিব আগুসার ।^৪ হাথে ॥
 আজি গড়াইয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার ॥ সমুখে বসিয়া আছে গোড়ের পাতর ।
 হাথে ধরি বলে তারে রাজা গোড়েশ্বর ॥

১। আদর্শ ও ন-পুখি। ২। অ বস্ত্র [=বইন]। ৩। অ বিধির লিখন আছে।

৪। অ পাঠান মূল ম্রিঞা উঠে।

ত্তিন লক্ষ সেনা লহ তুরঙ্গ টাঙ্গন । হাথি ঘোড়া মাছত^১ রহিল সাবধান ।
 কাঙুর মহিমে ভাই চলহ এখন ॥ দিবসে দিবসে বাড়ে গণ্ডকীর^২ বান ॥
 কামতার গড়ে আছে রায় কর্পূরধল । চারি দিগে থান দিল রাজার নস্বর ।
 স্বতন্তর রাজা সে আমারে করে বল ॥ রাজা গোড়েশ্বর লয়া শুনিব উত্তর^৩ ॥
 এত যদি আজ্ঞা দিল গোড়ের রাজন । কর্ণসেনে ডাক দিয়া কহেন রাজনে ।
 তখনি চলিল পাত্র কাঙুর ভুবন ॥ তোয় বিভা দিব আমি গোড় ভুবন^৪ ॥
 সাজন করিয়া নিল তিন লক্ষ সেনা । ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আস্তা করিল গণন ।
 আচম্বিতে হান কাট উঠিল বাজনা ॥ কন্যাদান সময় করিল শুভক্ষণ ॥
 সঙ্গেতে চলিল যত সংগ্রাম-কেশরী । বুড়া রাজ্য বিবাহ করিল রাজঘবে ।
 উভূ দলে মহাপাত্র যায় তরাতরি ॥ নগরে পড়িল সাড়া রাজার সহরে^৫ ॥
 এক দণ্ড রহিতে রাজার আজ্ঞা নাঞী । রাজা বলে মহাশয় কর অবধান ।
 শুভক্ষণে যাত্রা করে যে করে গোসাঞী ॥ কর্ণসেনে রঞ্জাবতী কর গিয়া দান ॥
 গোড় সহর খান পশ্চাৎ করিয়া । এত শুনি পরম আনন্দ মহাশয় ।
 জাহাঙ্গীরপাড়া খান^৬ দক্ষিণে রাখিয়া ॥ জামাতার কথা শুনি বেণুরায় কয় ॥
 পাছুআন করিল পাত্র জাঙ্গড়া^৭ সরাই । তুমি মহাশয় রাজা আমার জামাতা ।
 পাঁচ দিনের সাজনে কাঁউর গিয়া পাই ॥ তোমার বচনে কর্ণসেনে দিব স্তুতা ॥
 গণ্ডকী নদীর তীরে দরশন দিল । রঞ্জার হইব বিভা পড়িল ঘোষণা ।
 বিপক্ষ দেখিয়া জল বাড়িতে লাগিল ॥ রাজার মহলে উঠে দুর্দ্ধরি বাজনা ॥
 আকাশে উঠিল জল জিনিঞা ভূধর । গান দ্বিজ রূপরাম শ্রীরামপুরে ঘর ।
 ছ মাসে পাতাল যায় পেলিলে পাতর ॥ পাষণ্ডি জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্রর ॥
 মোকাম করিয়া পাত্র থাকে নদী তড়ে ।
 চারি ক্রোশ জুড়িয়া নস্বর-তন্তু পড়ে ॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

শুনিঞা মহাশয় হইলা রসময়

বান্ধবে করে আমন্ত্রণ ।

কুটুম্ব দ্বিজগণ আইলা নিকেতন

আজ্ঞি সে সফল জীবন ॥

১। অ জাহাঙ্গীরপাড়া ঘোড়াঘাট । ৬। অ করে জঙ্গিপাড়ার । ৭। অ রাহত । ৮। অ কাঙুরের ।

৯। অ গুড় সহরে যথা রায় গোড়েশ্বর । ১০। অ বাজনা নগরে ।

যুদ্ধ করতাল ফুকরে করনাল
 দগড়ি সানি জয়টোল ।
 কঁাসর বীণা বাঁশি বাজয়ে শঙ্খ কঁাসি
 চৌদিকে শুনি জয়রোল ॥
 টাঙ্গাইল দিব্য টাঙ্গা মানিক হেম বাজা
 বসিলা যত দ্বিজগণ ।
 নৃপতি অভিলাষ কঙ্কার অধিবাস
 আসিয়া কৈল আরম্ভন ॥
 কনক শুভবাস^{১১} । তিমির করে নাশ
 বরণ জিনি কাঁচ সোনা ।
 পরিয়া অভিলাষে পিতার বামপাশে
 বসিল স্তমতি ধারণা^{১২} ॥
^{১৩}আনিল গন্ধ-শিলা স্বস্তিক পুষ্পমালা
 কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি ।
 যাবক গোরোচনা ধাত্ত রূপা সোনা
 হরিত্রা দিল যথাবিধি ॥
 প্রশস্ত^{১৪} পাত্র করি আপুনি হাথে ধরি
 বজ্রকে কবিল বরণ ।
 কনক সিঁতি শিরে মঙ্গলসূত্র করে
 বাঙ্কিল যত দ্বিজগণ ॥
 ব্রাহ্মণ যত জন আশিষ ঘনে ঘন -
 যুবতি দিল জয় জয়
 বজ্রার বিচ্যমান নিছায়ে পেল পান
 নয়নে সুরধুনী বয় ॥
 আনন্দে বেণু রাজা মাতৃকা করে পূজা
 যুতে দিল বসুধারা ।

১১ । অজিত । ১২ । আদর্শ পুথির পাঠান্তর মোতিগন্ধ আদি বরষা যথাবিধি গারে দিল
গোরোচনা । ১৩ । আদর্শ পুথিতে এই দুই ছত্র নাই । ১৪ । অগ্রসর ।

নান্দিমুখ আদি করিল যথাবিধি
 হইল শুভকার্য্য ত্বরা ॥
 সফল বিধি কিবা রঞ্জার আজি বিভা
 আনন্দে নাচে মহাশয় ।
 মুঞ্জরা পাটরাণী আয়্য-সোহা আনি
 সন্তে মেলি^{১৫} জল সয় ॥
 যুবতি যত জনা বরণ কাঁচ-সোনা
 জল সহিবারে যান^{১৬} ।
 মউরভট্ট-পদ- ভাবনা বিশারদ
 শ্রীযুত রূপরাম গান ॥^{১৭}

ঘরে ঘরে জল সহে মুঞ্জরা স্তম্ভরী । আনিল গোমুণ্ড হাড়ি কাশাস-বাড়ি
 আয়্যগণ সঙ্গে যায় মদনা^{১৮} মন্দরী ॥ হৈতে ।
 পায় পায় মরালগামিনী মন্দ যান । চারি আয়্য জড় হয়্যা আন্ধিনাতে
 বিবাহের বাঞ্চে বড় মায়ায় নাপান ॥ পোতে
 ভাঙ্কমতী পরমহুন্দরী রাজরাণী । আয়্য দিল ঔষধ গুবাক তিন কুড়ি^{১৯} ।
 সাত ঘরে স্তম্ভরী সহিয়া আনে পানি ॥ তাহার উপরে রাখে গামারের পিড়ি ॥
 স্বরঙ্গ সিন্দুর ভালে ছ-যামের রবি । আপনি মুঞ্জরা সাজে বরণের ডালা ।
 মায়ায় গরব বড় বরণের ছবি ॥ ঔষধ করিতে চায় ছামুনির বেলা ॥
 ছ-কুড়ি বদনে গুয়া জল এক ঝারি । হাত-পেড়ি আত্মা দিল মুঞ্জরার চেড়ি ।
 অধরে বসন দিয়া হাসে কোন নারী ॥ গণ্যা গণ্যা বারি করে ঔষধের বড়ি ॥
 কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া । আশ্বিন পূজার যোগে তুলেছে কাজল^{২০} ।
 বিনোদ পাটের শাড়ি যায় লোটাইয়া ॥ যুবতিলোচনে দিলে পুরুষ পাগল ॥
 সাত ঘরে স্তম্ভরী সহিয়া আনে জল । ভেটু খই ভাজ্যছিল উপরাগ^{২১}
 ঝারি পুর্যা রাখে জল দিয়া পাঁচ ফল ॥ দিনে ।
 সাত^{২২} আয়্য পাঠাইল কুমারের বাড়ি । করবীর ছড়ি মূল আছে তার সনে ॥
 মাখায় বহিয়া আনে স্তম্ভজল হাঁড়ি ॥ বাসরে খাওয়াতে চায়^{২৩} গুয়া পান দিয়া ।
 সারাদিন থাকিব রঞ্জার মুখ চায়্যা ॥

১৫। অ. ঘরে ঘরে । ১৬। অ. যায়...গার । ১৭। অ. মঙ্গল । ১৮। অ. আট ।
 ১৯। অ. তাহাতে বিস্তার ঝাঁটা ঔষধের গুড়ি । ২০। অ. আশ্বিনের ছিন্তা জ্যোকে তুলিল কাজল ।
 ২১। অ. উপজাগ । ২২। অ. বাস-ঘরে খাওয়াইতে ।

রচিল অখন্ড-পাতে^{১০} বিশাশয় খিলি^{১১} । প্রদক্ষিণ আয়া-সহ^{১২} করে সাতবার ।
 কাচনির শিকড়ে সরিষা দিল গুলি ॥^{১৩} বর দেখ্যা কেহ বলে বয়স আপার ॥
 চন্দনে সারিষা তোলে শজারুর কাটা । সমুখে ধরিল দাসী ঔষধেব ডালা ।
 বরের কপালে দিতে চাহে চিটে কোটা ॥ নিছায়া পেলিল পান গলে দিল মালা ॥
 চালু গুড় মিশাইয়া তুল্যা রাখে চালে । কপালে চন্দন দেই পায়ে চালে দই ।
 অধর জুখিতে চাহে বরণের কালে ॥ ছোট জুখি^{১৪} উড়াইল ভেটু^{১৫} ভাজা
 সজল প্রদীপ পড়া সকল সহিতে । খই ॥
 সাজন করিল সাথে ডানি স্নাতা তিতে ॥^{১৬} ঔষধ কাজল দিল চরণে গোলুড়া ।
 হরবিত সভাজন আনন্দিত মনে । চালে হৈতে পেল্যা কেহ মারে চালু গুড়া ॥
 হেথা অধিবাস করে রায় কর্ণসেনে ॥ মাণিকবসন পাটে বসে রঞ্জাবতী ।
 মাথে দিল মুকুট মঙ্গলসূত্র করে । চারি দিগে [জলে] চারি^{১৭} রতনের
 পরম কৌতুকে গেলা রাজার মন্দিরে ॥ বাতি ॥
 মহাকুল^{১৮} ব্রাহ্মণ বস্তাছে সর্বজন ।^{১৯} সমুখেতে অন্তস্পট ধরে কোন জন ।
 গজাজল চামর সহিত বিচক্ষণ ^{২০} ॥ বর-কন্ডা অরুন্ধতী দৈবের ঘটন^{২১} ॥
 রায় কর্ণসেন গিয়া দরশন দিল । বজ্রাবতী পরম নন্দিতে^{২২} পরাচিন^{২৩} ।
 দানপতি হাথে ধরি গৌরব করিল ॥ পাটে বৈসে^{২৪} পরম কৌতুকে প্রদক্ষিণ ॥
 অর্চনা করিল আগে হাথে জল দিয়া । অন্তস্পট ঘুচাইল^{২৫} সমুখে সদয় ।
 অঙ্গুরি বসন মালা চন্দন লইয়া । বদল করিতে মালা কোন নারী কয় ॥
 পরম হরিষে আগে^{২৬} আয়া-সোহ^{২৭} গণ । ^{২৮} বদল করিল মালা দুজনে ছামনি ।
 বিরলে আনিয়া বর করিল বরণ ॥ চারি চক্ষে চাণ্ডাই পড়ে জয়ধ্বনি ॥
 আয়া-সয়াগণ লয়ে স্তম্ভরী মুঞ্জরা । বর দেখ্যা আয়া সব করে ঠারঠারি ।
 বরের সমুখে গিয়া দিল জলঝারা ॥ বুড়া ববে সাজে শিবা এমন স্তম্ভরী ॥
 ২৩। অ অশোকপত্রে । ২৪। অ ঠুলি । ২৫। ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ আমলকি রাখিল চন্দন
 পোরোচনা । মুনিমন্ত মুনিরাম বিধির ঘটনা ॥ ২৬। অ জন্তনে প্রদীপ জালে রাজার হুহিতা ।
 সাজন করিল ডালা নাম স্থচরিতা ॥ ২৭। অ মহাজন । ২৮। অ বিচক্ষণ, কতজন । ২৯। অ সমুখে
 বসিয়াছে গৌড়ের রাজন, গজাজল চামর ইস্ত সায়বানি ॥ ৩০। অ সন্তে । ৩১। পা সহ, সই,
 সব । ৩২। অ গণ । ৩৩। অ চোক জুখে, গোটা দশ । ৩৪। অ টুই । ৩৫। অ বারা ।
 ৩৬। অ কারণ । ৩৭। অ জীবন, যুবাতি । ৩৮। অ পরাজিন । ৩৯। অ বস্তা ।
 ৪০। অ ঘুরাইল । ৪১। অতঃপর বিশ ছত্র আদর্শ পুথিতে নাই । অ যথাধিগি সম্প্রদান করিলেন রায় ।
 দক্ষিণাঙ্ক সমাধিরা বিজ বেধ ঝাঁস ॥ মঙ্গল বাজনা বাজে গউড় সহর । মনে আনন্দিত হইল
 রায় গৌড়েশ্বর ॥ নানা রত্ন রায় দিল তোলা ধর বাড়ী । বৎসরে...দিয়া পাঠাইল...কড়ি ॥

জ্ঞানান্তরে পদরেণু ভরসা কেবল ।
 বিজ্ঞ রূপরাম গায় ধর্মের মঙ্গল ॥
 শুভক্ষণ বেণু রাজা করে কণ্ঠাদান ।
 কুশ হাতে বেদবাণী ব্রাহ্মণে পড়ান ॥
 বর কণ্ঠা ঘণ্টের উপরে দিল হাত ।
 ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়েন সাক্ষাত ॥
 তত্ত্ব পর বর কণ্ঠা চলে বাস-ঘর ।
 শতেক কাহন সোনা দিল নুপবর ॥
 শুএ পোহাইল কর্ণসেন রঞ্জাবতী ।
 বাটা বাটা যৌতুক পড়িল শীঘ্রগতি^{৪২} ॥
 রাজি পোহাইল যদি তপন আলসে ।
 বার ভূঞা সঙ্গে রাজা বার দিয়া বৈসে ॥
 বসিল ব্রাহ্মণঘটা পাটমুনি ভোটে ।
 বচন বলিতে মুখে কত লোক লোটে ॥
 সিফাই খনক বৈসে লুআইয়া মাথা ।
 সমুখে কোটাল কহে দেশের বারতা ॥
 রামরাজ্য অবতারে বিচারে পণ্ডিত ।
 হেনকালে কর্ণসেন হলা উপনীত ॥
 হাথে ধরি ভূপতি বসাল্য একাসনে ।
 রাজা বলে সমাচার কহ কর্ণসেনে ॥
 আপনার ছোট শালী তোরে বিভা দিল ।
 বিধাতা মনের যত সফল করিল ॥
 পলাইয়া চল ভাই দক্ষিণ ময়না ।
 তোরে বিভা দিহু আমি করিয়া মঙ্গলা ॥
 পাত্র আইলে অনেক পাইবে অপমান ।
 পলাইয়া চল ভাই লইয়া পরাণ ॥

দক্ষিণ ময়না মোর আছয়ে বসতি ।
 কর দিয়া সর্বকাল করহ রাজ্যতি ॥
 রাজা বলে কর্ণসেন তুমি বড় ভাই ।
 নিরবধি সাধ করি তোরে মুখ চাই ॥
 লুকাইয়া বিভা দিহু পাত্র নাই জানে ।
 একথা শুনিলে তোরে বধিবে পরাণে ॥
 বিধাতার ঘটন খণ্ডিতে নাই পারি ।
 বচন বলিতে খসে নয়নের বারি ॥
^{৪৩} এত শুনি কর্ণসেন বলে জোড় কর ।
 চিরদিন মনে জানি তোমার নক্ষর ॥
 বড় সাধ আছিল থাকিব রাজ্য পায় ।
 বিধির নিবন্ধ তাহা খণ্ডন না যায় ॥
 নক্ষর বলিএ রেখ আপনার মনে ।
 কান্দে কর্ণসেন রায় অঝোরনয়নে ॥
 দুই জনে কোলাকুলি মধুর বচন ।
 কর্ণসেন বলে ভাই ছয় মাসের গন ॥
 রাজা বলে বাহার বাহাকে থাকে মনে ।
 নয়নের আড়ে দেখে ছয় মাসের গনে ॥
 সূর্য্যের কিরণ লক্ষ যোজন অন্তর ।
 উদয় হইতে পদ্ম ফুটে মনোহর ॥
 দুপক্ষ যোজন চন্দ্র সর্ব লোকে কয় ।
 জলে বসে কুমুদ হাসিএ কথা কয় ॥
 কেমনে কুমুদ ফুটে যদি দেখা হয় ।
 বিদায় হইলা সেন রাজার সভায় ॥
 বিদায় হইলা রায় শশুর চরণে ।
 নিজ পরিবার নিল অনেক ঘটনে ॥

৪২। অ পাইল জয়জুতি। ৪৩। অ এত শুনি সজল নয়নে জলধর। কর্ণসেন বলে আমি তোমার নক্ষর ॥

কল্যাণী মাণিকী সাজ ধায় নরপতি ।
 পালাইয়া যায় রায় ময়না বসতি ॥
 বলদ-শকটে ধন নিলেক তুলিয়া ।
 রাজার বচনে রায় যায় পালাইয়া ॥
 পাছুআন করে রায় গোড় সহর ।
 বড় গজা পার হৈল রমতি নগর ॥
 শীতলপুর বালীঘাটা পশ্চাৎ করিয়া ।
 তারাদিঘী গোলাঘাট দক্ষিণ রাখিয়া ॥
 ময়না নগরে গিয়া দিলা দরশন ।
 জয়পতি মণ্ডল আর যত প্রজাগণ ॥
 রায় কর্ণসেনে আসি করিল সম্ভাষণ ।
 পান ফুল দিয়া রাজা করিল আশ্বাস ॥
 প্রমাণ অর্দ্ধেক ক্রোশ রাজার বসত ।
 পরিসর বাজার আঠার গুণা পথ ॥
 তিন-সন্ধ্যা বাজারে বিকায় নানাধন ।
 সের সের বেচে গুয়া চামর চন্দন ॥
 স্বখে ঘর করে লোক লয়া পরিবার ।
 নানা ধনে বিভূষিত রাজার বাজার ॥
 নগরে পড়িল সাড়া আন্য মহারাজ ।
 বাড়ী ঘর মন্দির সকল করে সাজ ॥
 কৌতুকে রহিল রায় লয়া পরিজন ।
 লেখে পড়ে জয়পতি মণ্ডল বিচক্ষণ ॥
 * রায় কর্ণসেনে রহে ময়নার গড় ।
 কাঙুর মহিমে তথা গোড়ের নাবড় ॥
 মোকাম অনেক দিন গণ্ডকীর ধারে ।
 আট মাসে তার জল পার হৈতে নারে ॥

দিবসে দিবসে জল বাড়়ে আট তাল ।
 পাত্র বলে বিদেশে বঞ্চিত কতকাল ॥
 মহিম না হল ফতে কাঙুরের হান ।
 হুকায়্যা দিলাম আমি গণ্ডকীতে থান ॥
 তবু-ঘর নষ্ট করে ভাঙ্গিয়া কানাত ।
 সিকাই খনক যত নিল দ্রব্য জাত ॥
 নস্বর ফিরিল পুন গোড় সহর ।
 পরাজয় মনে করে গোড়ের পাতর ॥
 নিরঞ্জন ময়ী কহনে নাঞি যায় ।
 অনাচ্ছন্ন মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

গোড় সহরে পাত্র দিল দরশন ।
 সন্ধ্যাকালে ভূপতি করিল সম্ভাষণ ॥
 পাত্র বলে শুন রায় বচন আমার ।
 গণ্ডকী নদীর জল কেবা হয় পার ॥
 পার হৈতে নারিহু মাগিহু পরাজয় ।
 এত বলি বিদায় হৈলা নিজালয় ॥
 আপনার ঘরে গিয়া দিলা দরশন ।
 শোভা করে পাটশালে কঞ্চল আসন ॥
 পাটশালে বসিতে অনেক পাল্য ভেট ।
 নামজাদা সিকাই চরণে মাথা হেট ॥
 দণ্ড কত বিলম্ব করিল পাটশালে ।
 জননীর কাছে গেল ভিতর মহলে ॥
 রঞ্জাবতী বনি কোথা শুন গো জননী ।
 ছোট বনি আমার প্রাণের সম গণি ॥
 রঞ্জাবতী বিনে মোর বাড়ী ঘর শুন ।
 পদ্ম ফুল শিখরে ভ্রমরে ঘেন উন ॥

খেলা করে বনি পারা সাথে সখীগণ ।
 আত্মাছি বন্তের তার অনেক রতন ॥
 মঞ্জরা বলেন বাপু কি বলিব তোরে ।
 রঞ্জাবতী বিভা দিহু কর্ণসেন-করে ॥
 লুকাইয়া বিভা দিহু রায় গোড়েশ্বরে ।
 তোর বনি রঞ্জাবতী গোড় নগরে^{৪৫} ॥
 শুন বাছা পরাণ ধরিতে নারি আমি ।
 হিয়ার পুতলী হারাইহু তিন ঘামী ॥
 এত শুনি জলে পাত্র অগ্নির সমান ।
 বুড়া বরে রঞ্জাবতী রাজা দিল দান ॥
 বড় দুঃখ দিল রাজা কর্ণসেন বুড়া ।
 মোর বনি বিভা করে হয়ে ঐটুকুড়া ॥
 বনি বল্যা এত দিনে দিহু বিসর্জন ।
 বংশ হইলে না রাখিব এই মোর পণ ॥
 মথুরা নগরে ছিল মহারাজা কংস ।
 বিনাশ করিল যেন দৈবকীর বংশ ॥
 রঞ্জাবতী বনি মোর জীয়ন্তে মরিল ।
 বনি প্রতি হিয়া যেন পাষণে বাকিল ॥
 মনে তাপ দুঃখ করে অশেষ উপায় ।
 এইরূপে অনেক দিবস বয়ে যায় ॥
 রাজ্যের পালন রাজা করে একমন ।
 রাজা পাত্র সমান অবনী যশোধন ॥
 ময়না নগরে তথা কর্ণসেন রায় ।
 বড় স্থখে রাজ্য করে দুখ নাই পায় ॥
 রঞ্জার সহিত পাশা খেলে নিরবধি ।
 মুখে মুখে পান করে কত স্বধানিধি ॥
 কলানিধি নৌতন নাড়িয়া (?) মুখে আভা ।
 কানমুড়া কবরী কনকে নাঞী শোভা ॥

অঞ্জলি করিয়া রূপে মাণ্য^{৪৬} নিতে
 পারি ।
 ঘর আলো করিয়াছে রঞ্জা বিজ্ঞাধরী ॥
 স্থখে বৈসে ভ্রমর পায়্যা পদ্মগন্ধ ।
 কালকুটি কাজল বরণ মকরন্দ ॥
 রঞ্জাবতী বলে রায় শুন মনকথা ।
 ছ-মাসের গনে আমি পোহাইলাও হুতা ॥
 জনক জননী মোর না করে তলাস ।
 কোন দোষে ভাই মোর হৈল নৈরাশ ॥
 অনাচোর পদরেণু ভরসা কেবল ।
 দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের মঙ্গল ॥
 গড়ি সহরে রায় ঘাট নৃপবর ।
 সম্ভাষ করিতে চল রায় গোড়েশ্বর ॥
 অমূল্য রতন নেহ বসন ভূষণ ।
 নানা ধনে ভূষিত করিবে সম্ভাষণ ॥
 এতদিন মনে নাই ভূপতি সম্ভাষ ।
 সভা মাঝে লোক পাছে করে উপহাস ॥
 পথে হৈতে রমতির নিবে সমাচার ।
 কেমনে আছেন ভাই মা বাপ আমার ॥
 কহিল স্তম্ভরী কিবা আর স্তবচন ।
 কর্ণসেন যাত্রা করে গোড় ভুবন ॥
 রাজ-ভেট নিল বস্ত্র^{৪৭} রতন মানিক ।
 অভরণ টাকা কড়ি বসন অধিক ॥
 চিনি চাঁপাকলা নাড়ু নিল দশ ভার ।
 পাঁচ রসে পরিপাটি পাঁচ উপহার ॥
 বাঙন নারিকেল নিল কান্দি-বান্ধা গুয়া ।
 তিন ভার খাসা দই এক ভার চুয়া ॥

নফর চাকর নিল মনে আনন্দিত ।
 চলিল রায়ের সঙ্গে সভাই ত্বরিত ॥
 গোড় সহরে যাতে বাড়াইল পা ।
 স্থাশনে কর্ণসেন হেলাইল গা ॥
 গোড় সহরে রাজা করিল গমন ।
 আগে পিছে নফর চলিল শত জন ॥
 হাতে সন বৎসর বেবাকি নিল কড়ি ।
 নানা ধনে ভার বোঝা সাজে উট-গাড়ী ॥
 বই হইল ময়না পারায় কাল্যা-ঘাই ।
 পত্নীর বিলে পড়ে টমকে তেঘাই ॥
 পাছুআন করে রায় গড় মান্দারন ।
 রাজামেট্যা রাখিয়া দাখিল উচালন ॥
 রাখিল মাংগলমারি বারবকপুর ।
 কহিতে বলিতে পাছে বয়্যা গেল দূর ॥
 রাজঘাটে পার হৈল পাছু দামুদর ।
 বাঁকা নদী বর্দ্ধমান রাখে লঘুতর ॥
 পশাৎ করিল সেন কর্জনা সরাই ।
 কালুরচক এড়াইল মঙ্গলকোট পাই ॥
 তারাদীঘি পশাৎ করি বাহাদুরপুর ।
 বালিঘাটা রমতি রাখিয়া গেল দূর ॥
 গোড় সহরে গিয়া দিল দরশন ।
 পড়িল টমক কাড়া পড়ে ঘনে ঘন ॥
 বার দিয়া বস্ত্রাছে ভূপতি^{৪৮} গোড়েশ্বর ।
 দক্ষিণে পণ্ডিতঘটা বামে মন্দির ॥
 চারিদিকে^{৪৯} বস্ত্রা আছে নব লক্ষ দল ।
 বার ভূঞা বস্ত্রাছে বাহন্তরি মণ্ডল ॥
 পাটে-ভোটে বস্ত্রাছে পণ্ডিত বিশাশয় ।
 সম্মুখে বলিঙ্গা কেহ কৃষ্ণকথা কয় ॥

সম্মুখে [লইয়া] পাত্র কাগজের গড়া ।
 রাজা সনে কথা কয় দিগে হাতনাড়া ।
 অনাচোর মায়া কহন নাহি যায় ।
 ধর্মের মঙ্গল বিজ্ঞ রূপরাম গায় ॥
 কৃষ্ণকথা শোনে কেহ কালিয়দমন ।
 পাঠক পুত্রাণ পড়ে শোনে সর্বজন ॥
 রাজসভা সুন্দর আনন্দে হরষিত ।
 হেনকালে কর্ণসেন হৈল উপনীত ॥
 ভেট দিয়া সম্ভাষ করিল নৃপমণি ।
 দরবার সহিত রাজা উঠিল আপুনি ॥
 ধরাধরি কোল দিল রায় কর্ণসেনে ।
 বড় স্থখ পাইলাম^{৫০} তব দরশনে ॥
 এদেশ ছাড়িয়া তুমি গেলে যত কাল ।
 তাবৎ আমার তোলা আছে পাশা-
 চাল ॥
 অনেক দিবস ভাই নাঞী খেলি পাশা ।
 কর্ণসেন পাইল অনেক রাজভূষা ॥
 রাজা সনে কথা কহে কর্ণসেন রায় ।
 পাত্র মনে করে বস্ত্রা ইহার উপায় ॥
 মনে করে মহামদ মুখে নাঞী রা ।
 অশ্বখের পত্র যেন কাঁপে সর্ব গা ॥
 কোপে চক্ষু জলে যেন জলন্ত আঙুনি ।
 হেমে বেটা বিভা করে আমার ভগিনী ॥
 এখনি পাঠাব দেশে অপমান দিয়া ।
 রাজার চরণে বলে জোড়-হাত হুয়া ॥
 সেরেক চেলের অন্ন সবে মাত্র বাই ।
 ভাল মন্দ কথা হৈলে বলিবারে চাই ॥

ডাল দ্রব্য হৈলে ভাগ বোল পাত্রে পায় । সন্দের নফর তার বাড়াইল সাথে ।
 অপবশ হৈলে আমার মাথা খায় ॥ চক্ষে ধারা দ্বিগুণ পড়িয়া যায় পাথে ॥
 পাত্র বলে অহে রাজা না বলিলে নয় । বড় গঙ্গা পার হৈল্য বালিঘাটা পাছু ।
 আটকুড়া দরশনে মহাপাপ হয় ॥ রমতির সমাচার নাঞী নিল কিছু ॥
 [ভাগ্যহীন] জনের জীবনে নাঞী স্থখ । গোলাঘাট জামতি করিল পাছুয়ান ।
 সকালে দেখিতে নাঞী আটকুড়ার ॥ কালুর্ভক কর্জনা রাখিল বর্দ্ধমান ॥
 মুখ ॥ দামুদর পার হৈল্য সর্বত্র এড়াইয় ।
 পুত্র-আটকুড়ার মুখ কভু নাঞী চাই । যোগলয়ারি উচালন এড়াইয়া যায় ॥
 কন্যা-আটকুড়ার ঘরে জল নাঞী খাই ॥ রাঙ্গামেটা মান্দারন যায় এড়াইয়া ।
 ভোজনের কালে যদি স্থানে ছুয়া যায় । পদ্মার বিলে সেন উত্তরিল গিয়া ॥
 তাকে চায়্যা মহাপাপ দেখিলে ইহায় ॥ উত্তরিল কর্গসেন আপনার ঘরে ।
 এতকাল দান দিলে হেম ও নিবাস (?) । ছয়ার হৈতে গেল ভিতর মহলে ॥
 কৃষ্ণকথা শুনিলে [সফল] অভিলাষ ॥ যেইখানে বস্যা আছে রাণী রঞ্জাবতী ।
 অশ্ব গজ অনেক ব্রাহ্মণে দিলে দান । সেইখানে কর্গসেন হৈল উপনীতি ॥
 সফল জনম তব শুনিলে পুরাণ ॥ হুঃখ-মনে বসিলেন ময়নার ঈশ্বর ।
 সকল বিফল রাজা হৈল এত দিনে । নয়ন সজল দেখি না দিল উত্তর ॥
 আটকুড়া সম্ভাষ করিলে একাসনে ॥ বিনয় বলেন রঞ্জা বেহুরায়ের ঝি ।
 রায় কর্গসেনে লোক আটকুড়া বলে । আমার মাথার কিরা সমাচার কি ॥
 কর্গসেন আটকুড়া কেনে কোল দিলে ॥ কেন দেখি মলিন বদন-সুধাকর ।
 ভৈরবী গঙ্গার জলে কর গিয়া স্নান । অধর হয়্যাছে কালি নাসিকা-শিখর ॥
 সেই জল পরশিলে মহাপাপ জান ॥ কেবা আছে মনুষ্য তোমার চায়্যা বড় ।
 কার বোলে আটকুড়ায় করিলে পরশ । রাবণের পারা ধন কুলে শীলে দড় ॥
 রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল বার দশ ॥ বড় নহে কুণ্ডের তোমার চায়্যা ধনী ।
 পাত্রে বচনে মহারাজা দিল মন । কার বোলে অভিমান এত কর তুমি ॥
 তিন বার রাম কৃষ্ণ করে স্মরণ ॥ বাজার দরবারে আছে যতেক রসিক ।
 পাছু হলা কর্গসেন পায়্যা অপমান । কুলে শীলে তোমা হৈতে কে আছে
 রাজার সমুখে কান্দে মনে নাহি আন ॥ অধিক ॥
 রায় কান্দে রাজা কিছু না করে উত্তর । কিবা দোষ পাল্যে তুমি রাজার সমাজে ।
 কান্দিয়া চলিল সেন আপনার ঘর ॥ অভিমান তোমাকে অন্তের নাহি সাজে ॥

নিরঞ্জনের মঙ্গল কহ সর্বজন ।

আসর সহিত হরি বল সর্বজন ॥

কর্ণসেন বলে শুন রাণী রঞ্জাবতী ।

তুমি আজ্ঞা দিলে যাইতে গোড় বসতি ॥

রাজার সমুখে বড় অপমান পাইল্য ।

অভিমত সকলে রাজারে বুঝাইল ॥

আঁটকুড়া বলি গালি দিল তোর ভাই ।

সভা বিজ্ঞমানে আমি বড় লজ্জা পাই ॥

আমারে দেখিয়া পাত্র আঁটকুড়া বলে ।

শুনিঞা পাত্রের কথা রাজা পুড়ে ভোলে ॥

রাজার সভাতে পাত্র বলে আঁটকুড়া ।

অনেক বলিল মন্দ দিয়া হাত-নাড়া ॥

পাত্র বলে আঁটকুড়া যে করে পরশ ।

রাম রাম রাজাকে বলায় বার দশ ॥

বড় লজ্জা পাইলাও আমি গোড়-দরবার ।

পুত্র বিনে ধন কড়ি সকলি অসার ॥

শুন প্রিয়ে আমার জীবন অকারণ ।

আঁটকুড়া নাম শুনি হাসে সর্বজন ॥

রাজার সমুখে প্রিয়া বড় পাইল লাজ ।

মনে করি এ ছার জীবনে নাঞী কাজ ॥

পুত্র না থাকিলে লোক আঁটকুড়া বলে ।

রঞ্জাবতী বলে কালি বংশ হবে কোলে ॥

শালা-বহুয়ের কথা পরিহাসময় ।

অপরাধ শালায় বহুই নাঞী লয় ॥

ভাল হৈল গালি দিল আঁটকুড়া বলি ।

কেবা করে বিশ্বাস পরের গালাগালি ॥

পুরুষের ভাগ্যে বংশ যদি পতি হয় ।

স্বভীর ভাগ্যে ধন জগজনে কয় ॥

কোলে যদি নাঞী পুত্র কোলে করিব ,

কায় (?) ।

এতো অভিমান নাকি তোমাকে বুঝায় ॥

আয়র কোলের পোয়ে নাইতে

গেছে (?) ।

পাথরে লেখিলে যেন অঙ্ক না ঘুচে ॥

অপরাধ ক্ষমা কর ধরি তুয়া পায় ।

কার বোলে অভিমান তুমি কর রায় ॥

বংশ-হেতু দেবতা করিব আরাধন ।

স্বর্ঘ্যবংশে জন্মিলা আপনি নারায়ণ ॥

রাজা দশরথ তপ কৈল কত দিনে ।

বুড়া কালে পুত্র হৈল শুনি রামায়ণে ॥

আরাধিলে দেব গুরু দ্বিজ মুনিবর ।

অনায়াসে তোমার কোলে হবেক কুন্ডর ॥

রঞ্জাবতী-রাজার বদনে দিল জল ।

বুড়া রাজা উঠে বৈসে গায়ে হৈল বল ॥

নূতন কমলে ফোটে প্রিয়ে পাঁচ রস ।

হাস-পরিহাসে বৈশ্রা গেল দিন দশ ॥

মনে অহুতাপ করে বংশ উতপতি ।

কল্যাণী মানিকী [তবে] করেন যুক্তি ॥

কতদিনে লয় হব নাম আঁটকুড়ি ।

ভাগ্যের এমন কথা এই তাপে পুড়ি ॥

ধাত্যে শুভ্যে শয়নে স্বপনে এই কথা ।

বংশ বিনে কিবা ধন রাজদণ্ড ছাড়া ॥

দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তী-নন্দন ।

বদন ভরিয়া হরি বল সর্বজন ॥

নিরন্তর কান্দে রাণী চক্ষে বহে লো ।

আর কত দিনে মোর কোলে হবে পো ॥

অস্তর হতাশ বড় মনে দুঃখ-জ্বর ।
 চক্ষে জলধার বহে সদা নিরন্তর ॥
 পথে ঘাটে জিজ্ঞাসা করেন অভিরথ ।
 কেমনে হইব বংশ কহে দেহ পথ ॥
 তুষের আগুনে হিয়া পোড়ে অভিমানে ।
 বেনা গাছ দেখিলে ছাগল মষি মানে ॥
 বার মাসে রঞ্জাবতী তের ব্রত করে ।
 মিথুন মকর তুলা পূজে মনোহরে ॥
 সমাধান মকর মাসেতে ইথুরাল ।
 রবিবারে নিরামিষ আতপের চাল ॥
 আশ্বিনে অশ্বিকা পূজা [বড় ধুমধাম] ।
 মহাপূজা বলিদান শেষে জলপান ॥
 কার বোলে করে রঞ্জা ধর্ম-একাদশী ।
 পূত্র বলি নিয়মে থাকেন উপবাসী ॥
 বষ্টিকে ছাগল মানে দাগান জুড়িয়া ।
 পূত্র হৈলে ছাগ দিব দাগানে বাঙ্কিয়া ॥
 মানিকী পিঠার ভার কান্ধে বয়ে দিব ॥
 পুত্রের একুশে গেলে আনন্দে পূজিব ।
 এমন যুক্তি করে চারি পাঁচ জন ।
 গায়ে খোজে [কেহ] বা পুত্রের
 নিদর্শন ॥
 সরস-বদনে কেহ করে জিজ্ঞাসন ।
 যুবতীর মূর্তি দেখি গর্তের লক্ষণ ॥
 পয়োধর উপরে দেখিল নীল শির ।
 পুত্রের লক্ষণ দেখি জলে ভাসে খীর ॥
 কেহ বলে কপালে পুত্রের দেখি চিনা ।
 চলনে চিনিতে পারি পুত্রবতী জনা ॥
 রঞ্জাবতীর কোলে হব গুণের নন্দন ।
 যশোদার কোলে যেন দেবকীনন্দন ॥

বংশ হৈলে উজ্জল হইব দুই কুল ।
 ভাগিনা দেখিয়া বাদ করিবে মাতুল ॥
 এই সব চিনা পাই রঞ্জার চলনে ।
 পুত্রবতী হবে রঞ্জা বলে সর্বজন ॥
 ছাগল মহিষ মেঘ মানে ঠাঞী ঠাঞী ।
 এই কথা মর্মে বিনে অস্ত্র কথা নাই ॥
 রঞ্জাবতী বলে সেই তুমি বল ভাল ।
 কাণা খোঁড়া বংশ হয় পুত্র হৈলে ভাল ॥
 এক পুত্র কানা খোঁড়া যদি থাকে কোলে ।
 তবে নাকি লোক মোকে আটকুড়া বলে ॥
 কত দিনে দূর হব আটকুড়ি নাম ।
 ভায়্যার এমন-কথা বড় অভিমান ॥
 নিরন্তর বিবাদ লইয়া সখীগণ ।
 খেতো শুতে শয়নে স্বপনে জাগরণ ॥
 কল্যাণী মানিকী দাসী বলে অহুদিন ।
 কেন বানী বিবাদ না মানে একদিন ॥
 অবিরত বিবাদ এমন করে কে ।
 কালি-বরণ তহু হৈল সোনা পারা দে ॥
 অধর যুগলে কালী মুখে কাল শিরা ।
 মনঃ-কথা কহিতে গুবাক হৈল হীরা ॥
 খীরখণ্ড দূর হৈল তিন রস পাটি ।
 গায়ে জর চন্দন সুখায় বাটি বাটি ॥
 নিরঞ্জনের লীলা কহনে নাই যায় ।
 ত্রিধর্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 দৈবের নিবন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে ।
 পূরদন্ত বাক্‌ই ধর্মের পূজা করে ॥
 উসংপূরে আরম্ভ কর্যাছে বারমতি ।
 নদীতীরে সেবা করে বার শয় ব্রতী ॥

ধর্মের গাজনে শুধু ঢাক ঢোল বাজে । শুনিঞা পরের মুখে এই সব বাণী ।
 দেহারার চৌদিকে আলম-চান্দা সাজে ॥ কোনরূপে [ধর্মপূজা কত] নাই জানি ।
 পুঁথি হাতে রামাঞী পণ্ডিত অধিকারী । এত শুনি রঞ্জাবতী উলসিত হয়্যা ।
 গাজনে দেই জয় ময়না নগরী ॥ স্ববর্ণের খালে পাঁচ মানিক লইয়া ॥
 জোড়া ঢাক শব্দ বাজে রঙ্গ করতাল । মানিকীর হাতে দিল মেঘমণি-মালা ।
 বিষম ঢাকের কাটা দগড় বিশাল ॥ দুই হাতে নিল রানী স্ববর্ণের খালা ॥
 [বীর] পাতা সুন্দর কালিকা-পাতা নাচে । ঘরে ছিল পাটরানী বাহির হইল ।
 পঞ্চপায়ে সেবা করে [দেহারার] কাছে ॥ গাজন সমুখে আসি দরশন দিল ॥
 কেহ বা কালিকা-পাতা নাচে অবতার । বাজকণ্ঠা নৃতনযৌবনা বিনোদিনী ।
 আনন্দে নাচিয়া বলে গাজন দুয়ার ॥ অঙ্গের বরণ আভা কাঁচ-সোনা জিনি ॥
 পুরদত্ত বান্ধই আপুনি দানপতি । সমুখে মানিক রাখি দণ্ডবৎ করে ।
 বোলান বলিতে গেলা ময়না বসতি ॥ গলায় কাপড় দিয়া রহিলেন দূরে ॥
 নগর বাজারে ফিবে ধর্মের গাজলী । ধর্মের গাজনে জয় জয় শব্দ হৈল ।
 সহর ভিতরে ভিক্ষা পায় নানা ধন ॥ পুত্রবতী বলি তারে আশীর্বাদ দিল ॥
 কর্ণসেন কর্ণের সমান দাতাময় । সবিনয় বচনে সহজে জোড়-পাণি ।
 রতন মানিক পাবে তাহার আলায় ॥ বড় মহুগ্বেব বেটী অন্তরে বাখানি ॥
 বিশাল বাজনা শুনি নাচে কালি-পাতা । শুন অহে পণ্ডিত বচন হয় নয় ।
 ধর্ম জয় বলি ডাকে যতেক ভক্তি তা । কাহার করহ পূজা দিয়া জয় জয় ॥
 জয় জয় শব্দ পড়ে ময়না বসতি । এমন পূজিলে তার কোন বর পায় ।
 চমকিত সর্ব আর রানী রঞ্জাবতী ॥ কহিবে সকল কথা কহিল তোমায় ॥
 হেদে গো মানিকী [দাসী রঞ্জাবতী কয়] । কতদিনে মানুষ দেবতা এই কি ।
 মহল হইতে শুনি কোথাকার জয় ॥ অভাগিনী বঞ্জাবতী বেগুরায়েয় ঝি ।
 পড়া কাড়া বাজে ধন জয়ঢাক শুনি । রাজার সমাজে ভাই দিল বন্দ্য বাণী ।
 সমাচার শুনি কিছু বলিছে কল্যাণী ॥ মনে [অভিলাষ বড় হব পুত্রখানি] ॥
 পুরদত্ত বান্ধই ধর্মের করে সেবা । উপদেশ সকল কহিয়া দিবে তুমি ।
 সর্বকালে স্বতন্তর এমন আছে কেবা ॥ পুত্র-হেতু নিয়ম করিতে চাই আমি ॥
 শিশুকাল হইতে ধর্মের সেবা দিল । এত শুনি রামাই পণ্ডিত আনন্দিত ।
 দিন কত বই জর বংশ উপজিল ॥ বলিতে লাগিল কিছু পূজার বিহিত ॥

রামাণ্ডী পণ্ডিত বলে শুন রঞ্জাবতী ।
 ধর্ম সেবা কর তুমি হবে পুত্রবতী ॥^{৫২}
 উপদেশ বলি আমি তাহে দেয় মন ।
 মন দড় হৈলে হয় ধর্মের পূজন ॥
 একমনে পূজা দিলে হয় যায় পার ।
 দু-মন করিলে রানী হয় মহামার ॥
 শাপের ঠাকুর ধর্ম ধন্য নাই দেই ।
 অনেক তপের ফলে উদ্ধারিয়ে নেই ॥
 এক মনে সেবিলে অবশ্য পাই বর ।
 ধনে বংশে বাড়ে তার নাই ছাড়ে পর ॥
 এই দেখ পুরন্দর বাক্যই ছায়া ।
 ধর্মপূজা-হেতু বংশে বাড়িব তংকাল ॥
 আত্মপূজা শোন আগে জাজপুর স্থান ।
 নীলপুরে সোল বাতি^{৫৩} গাইল পুরাণ ॥
 বল্লকা নদীর তীরে মদনা মহিষী ।
 আট দণ্ড কৈল পূজা পাঁচ দণ্ড নিশি ।
 পাটে বসে পাটরানী পুত্রবর পায়্যা ।
 সন্ন্যাসী ভকিতা নাচে জয় জয় দিয়া ॥
 লুইচন্দ্র অবতার জানে সর্বজন ।
 ধর্মপূজা কর রানী হবেক নন্দন ॥
 এত উপদেশ যদি রামাই কহিল ।
 লোচাইয়া রঞ্জাবতী চরণে পড়িল ॥

কহ কহ উপদেশ পণ্ডিত গোসাণ্ডী ।
 তোমার সমান গুরু আর কোথা নাণ্ডী ॥
 অনাত্মের মায়্য কহনে নাণ্ডী স্বায় ।
 শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 রামাণ্ডী পণ্ডিত কহে উপদেশ-বাণী ।
 আমার বচন শোন রঞ্জাবতী রানী ॥
 স্নান করি রঞ্জাবতী আস্য বিত্তমান ।
 শুভক্ষণে তোর কানে মন্ত্র দিব দান ॥
 অদীক্ষিত জনে দয়া না করে দেবতা ।
 মন্ত্র উপদেশ দিলে কয়ে দিব কথা ॥
 শঙ্খ হাতে রামাণ্ডী পণ্ডিত যদি বলে ।
 স্নান করে রঞ্জাবতী তোলা গন্ধাজলে ॥
 পরিধান বসন রানী পরিল তখন ।
 মহাবিছা পণ্ডিত তবে করায় গ্রহণ ॥
 মহাবিছা রঞ্জাবতী শুনিল বর্ণ দশ ।
 দিল বীজ ধর্মের আগম পূজা রস ॥
 তিন বার বাম কানে করিল জপন ।
 রামাই পণ্ডিত বলে হবেক নন্দন ॥
 [জপিলে] অঙ্গুলে বীজ পুরাণ পরব (?) ।
 অঙ্গুলে রাখিএ তবে দেখাইল জপ ॥
 এইরূপে মহামন্ত্র করহ স্মরণ ।
 তবে পুত্রবর দিব প্রভু নিরঞ্জন ॥

৫২ । অ অবধান শুন তুমি উপদেশ কথা ।
 নৈরাকার নারায়ণ নাম নিরঞ্জন ।
 অপুত্রের পুত্র হয় নিধঙ্কার ধন ।
 কি বলিব এক মুখে ধর্মের মহিমা ।
 সংসার-ব্যাপিত ধর্ম জলে আর স্থলে ।
 কেবা সেই পুরুষ যুবতী কিবা জরা ।

৫৩ । অ বাড়ী ।

নিশ্চয় কহিলাও এই শ্রীধর্ম দেবতা ॥
 সংসার-ব্যাপিত ধর্ম এ তিন ভুবন ।
 অন্ধক চিস্তিলে পায় অবশ্য লোচন ॥
 অনন্ত সহস্র মুখে দিতে নায়ে সীমা ॥
 কাশীথণ্ডে পুরাণে মহিমা গুণ বলে ॥
 ধবল-বরণ ধর্ম সন্তে এই ধারা ॥

আর কথা বলি যিহে অবধান কর । এই উপদেশ দিল রামাঞী পণ্ডিত ।
 পূজা কর গিয়া ধর্ম চাঁপাই ভিতর ॥ গুরুকে দক্ষিণা রানী দিল উলসিত ॥
 গাজন সাজিএ চল চাঁপাই সেবিতে । গাজন লইয়া পুছ করিল পয়ান ।
 সেইখানে ঠাকুর পূজিবে নাটগীতে ॥ কালিনী গন্ধার জলে দিল অর্ঘ্যদান ॥
 গাজন দেহারা দিবে সহরের মাঝে । গাজন লইয়া সতে আইল উৎস্পুর ।
 চাবি সন্ধ্যা তথা যেন জোড়া ঢাক যথাকালে মহাপূজা করিল প্রচুর ॥
 বাজে ॥ রঞ্জাবতী পরম সন্তোষ বড় হয়্যা ।
 ধ্বজা দিবে স্তম্বর পতাকা চারি কোণে । জয়পতি মণ্ডলে তবে বলে ডাক দিয়া ॥
 উৎসর্গিয়া^{৫৫} ঘর দিবে পূর্ণমাসীর দিনে ॥ তুমি মহামণ্ডল তোমার নাম শুনি ।
 চারিদিকে গাজন করিবে আরজুন । ধর্মের দেহারা তোল দিবস রজনী ॥
 পাঁচ দিনে যাবে নদী চাঁপাই ভুবন ॥^{৫৬} এত শুনি মণ্ডল বদন করে [হাঁড়ি] ।
 পরমস্তম্বরী সঙ্গে সাজন করিয়া । ঘর হৈতে ধন মেপে দিল পাঁচ আড়ি ॥
 রথ-ঘর ধর্মের পাতুকা নিবে বয়্যা ॥ আজ্ঞা পেয়ে মণ্ডল রাজার ধন রাখে ।
 সন্ন্যাসীর কাঠি লবে আর ঘোল পাট । রাজ [র] কোটাল বেরুনে জন ডাকে ॥
 সঙ্গে কর্যা লয়্যা যাবে চাঁপাএর ঘাট ॥ পাঁচ কোনা চাল দিল কড়ি সাত পণ ।
 আট দিন সেখানে পূজিবে অভিলাষ । জন ফুরাইএ তার দিলেক বেতন ॥
 অমাবস্তা দিনে তথা করিবে সন্ন্যাস ॥ ধর্মের গাজন তবে তোলে রাত্রি দিনে ।
 তবে যদি ঠাকুর না দেন পুত্রবর । কেহ কাদা করে কেহ জল বএ আনে ॥
 সাহস করিয়া তবে শালে দিবে ভব ॥ শুভক্ষেণে সূতা ফেলি ধরিলেক গোড়া ।
 শালে ভর দিলে প্রাণ তেজিবে চাঁপাই । দিন দশে চারি পাট কাঁথ হইল খাড়া ॥
 এমন সাহস হৈলে পুত্রবর পাই ॥ ছুতার গুলিল আড়া রূপিয়া
 চাঁপাই সেবনে তুমি হবে পুত্রবতী ।
 বিষম ধর্মের ঘর হবে একমতি ॥ রজ রস পরিপাটি ঘরের ছিটনি ॥

আটনি^{৫৭} ।

৫৫ । পা উচ্চসিয়া

৫৫ । পা আজি হতো সতত ধর্মের পূজা কর ।
 সাক্ষর ভকিতা সঙ্গে সাজিবে গাজন ।
 সেই বলা দিব অর্ঘ্যপূজার বিধান ।
 বার দিন আরজ করিবে মহাপূজা ।
 দশ দিন সন্ন্যাস করিবে যথানীত ।
 সাহস করিয়া জন্ম সালে দিবে ভর ।

৫৬ । পা আচালি:

চাঁপাই সেবনে তুমি পাবে পুত্রবর ।
 সামুলকে সঙ্গে নিব বিশেষ ঘটন ॥
 ছ কড়ি সালের কাঁটা করিবে নির্দাণ ॥
 আরাধন করিবে ভবানী দশপূজা ॥
 তবে যদি দেখা নাঞী ধর্মের সহিত ।
 আপনি সাক্ষাৎ তবে হবেন মায়ামর ॥

চারি চাল ছেয়া তোলে ময়ূরের পাকে । কালি বড় শুভদিন গলে দিব পাটা ।
 মাঝাখান জগদি সমান করি রাখে ॥ রাত্রে গিয়া কামার গডুক শাল-কাঁটা ।
 চারি পিড়া পরিসর হইল গাজন । সামুলা বচন রঞ্জার লাগে মনে ।
 রঞ্জাবতী দেখে বড় হরষিত মন ॥ কামারের ঘর গেল বনি দুই জনে ॥
 ছুতার বাকুই [তবে] একত্রে উত্তরিল । নন্দ নামে কামার সহরে ভাগ্যবান ।
 ধর্মপূজা হবে কালি ঘোষণা পড়িল ॥ তারে ডেকে রঞ্জাবতী হাতে দিল পান ॥
 সামুলা আমিনী রঞ্জা আনিল ডাকিয়া । চাপাই সেবিব আমি শালে ভর দিয়া ।
 তার পায়ে ধরি বলে বিনয় করিয়া ॥ ছ কুড়ি শালের কাঁটা দিবে হে গড়িয়া ॥
 দুই বজ্রে ঘাই চল সেবিতে চাপাই । পরিসর সোসর করিবে চারি ধারি ।
 কানা খোড়া এক পুত্র আমি সতে চাই ॥ তার উপরে দিবে কাঁটা দুই সারি ॥
 সামুলা বলেন বনি শোন মোর বাণী । এক আড়ি ধন দিব [বহুত ই]নাম ।
 তোমার হইব বংশ আমি ভাল জানি ॥ দুই হাতে ধরি ভাই নাই হও বাম ॥
 ধূপধূনা একাকার জয় জয় রব । বিনয় করিয়া রঞ্জা বলিছে বচন ।
 ধর্মপূজা সহরে করিলা লোক সব ॥ নির্মাণ করিবে কাঁটা করি জাগরণ ॥
 জাত ঋড়ে গাজনে পণ্ডিত ধর্ম গাজে । পুত্রেব কারণে আমি শালে ভর দিব ।
 জোড়া ঢাক শব্দ কাসি তিন সঙ্কে । নিজরূপ দেখি তবে পুত্রবর নিব ॥
 বাজে ॥ আজ্ঞা পেয়ে কামার করাতে কাটে
 হেন বেলা রঞ্জাবতী পেয়া শুভক্ষণ । নোয়া ।
 কিনে আনে সহরে ভকিতে বার জন ॥ তিন জাতি পরিসর উভে পাঁচ পোয়া ॥
 সদা কুল পণ্ডিত আনিল বিজ্ঞান । খাতা টানে মণ্ডল ভাগিনা সহচার ।
 বলিতে লাগিল রানী সভা সন্নিধান ॥ অঙ্গারে আগুন জ্বলে দপ দপ করি ॥
 সভা মাঝে রঞ্জাবতী করে নিবেদন । সাড়াসীতে ধরিয়া সঘনে লোহা পোড়ে ।
 কোনরূপে সাজ হবে ধর্মের গাজন ॥ কালির করাতে কাটে শাল-কাঁটা
 সামুলা বলেন বনি বলি তোর তরে । গড়ে ७ ॥
 শাল-কাঁটা সজ্জা কর কামারের ঘরে ॥ গড়িতে গড়িতে রাত্রি হইল তিন পর ।
 ছ কুড়ি শালের কাঁটা গড়াইতে চাই । বিষম শালের কাঁটা দেখে লাগে ভর ॥
 সঙ্কে ঘোল ভকিতা সাজিয়া যেন ঘাই ॥ মেজে ঘষে কামার শালেতে দিল শাণ ।
 ঝকঝকে আগুন পতঙ্গ পরিমাণ ॥

শাল-কাঁটা দেখে রানী করে দণ্ডবৎ । হেম খাটে কর্ণসেন স্থখে নিজা যান ।
 তোমাকে সেবিতে হব সিদ্ধ মনোরথ ॥ শিয়রে বসিয়া বলে থাঅ গোয়াপান ॥
 পুনবপি কর্মকারে ইনাম করিল । খাটে বসে বড় রাজা মুখে দিল পানি ।
 শাল-কাঁটা রঞ্জাবতী গাজনে রাখিল ॥ পায়ে ধরি বলে কিছু রঞ্জাবতী রানী ॥
 ধূনাধূপ দেহারা শোভিত মনোহব । ঐটুকুড়া বলে গালি দিল বড ভাই ।
 সামুলা সহিত রামা গেল বাস-ঘব ॥ তুমি আজ্ঞা দিলে যাই সেবিতে চাঁপাই ॥

॥ হুইচন্দ্র পালা ॥^১

এতদিন নাই জানি ধর্ম ধর্মনাদ । হরিচন্দ্র^১ মহারাজা অবনী^২ প্রকাশে ।
 কার বোলে আইল যোজন ভূমি শাদ^৩ ॥ পুত্রের কারণে রাজা গেলা বনবাসে ॥
 [আইস আইস]^৪ কাছে বৈস পান গোড়াইল পশ্চাৎ মদনা তার রানী^৫ ।
 গোয়া দে । নিবাস করিল বন^৬ দিবস রজনী ॥
 বিপর্যয় কথা শুনি কয়ে যায় কে ॥ হরিচন্দ্র অমরাবতীর মহারাজা ।
 সবে জানি রাম কৃষ্ণ দেবী দশভূজা । বংশের কারণে বনে করে কৃষ্ণপূজা ॥
 কোন দেশে নাই শুনি ধর্মরূপে পূজা ॥ বিষ্ণুপূজা বিস্তর করিল তপোবনে ।
 কেবা কোথা বল্যাছে ধর্মের বাপ মা । বংশের উৎপত্তি যাব দুখ ভাবে মনে ॥
 কিবা তার বরণ কেমন হাত পা ॥ যতী সতী বিস্তর তপস্বী বনে আছে ।
 ধর্ম বলি আছে যদি এমন দেবতা । সারাদিন ভ্রমণ সভার কাছে কাছে ॥
 তার ঠাই পুত্রবর কেবা পাইল কোথা ॥ তুজঙ্গমালীর মত গড়াগড়ি যান^৭ ॥
 কার বংশ হচ্ছে ধর্মের বর পেয়া । সে জন পুত্রের হেতু কাননে বেড়ান ॥
 অতি অসম্ভব কয় ধাউতানি মেয়া ॥ উপবাসী রাজারানী নাঞি খায় জল ।
 এতকাল এসব এমন নাঞি জানি । পঞ্চদিন বৈ হইলে সতে এক ফল^৮ ॥
 কোন দেশে ধর্ম আছে বিপর্যয় বাণী ॥ কাননে কাননে কুলে দেখে
 কোন রাজা কেমনে পাইল পুত্রবর । মূনিগণ ।
 নিয়ম করিয়া কে গেলেন ধর্মঘর ॥ মন হৈল মহীলতা মলিন বদন ॥
 এত যদি জিজ্ঞাসা করিল কর্গসেন । বলিতে না পারে বনে বংশের উৎপত্তি ।
 পরমাত্মন্দরী রঞ্জু^৯ ধীরে^{১০} বাক্য দেন ॥ অনেক সন্ধ্যাস করে যোগী যতী সতী ॥
 ৬শুন রাজা এহার বলিব আশ্চর্যস । পাটরানী মদনা ঈষৎ পাছুআন ।
 ধর্ম বলি জানে সতে বিস্তর দিবস ॥ [রাজারানী কাননে] অনেক দুঃখ পান ॥

১। আদর্শ পুথির শীর্ষক । অপর পুথিতে “হরিচন্দ্র পালা” । ২। পাঠ বিকৃত—
 আছো গোজন ভূমি সাজ ॥ ৩। মূলে এই অংশ নষ্ট । ৪। পা চিতে । ৫। এই পর্য্যন্ত
 শুধু আদর্শ পুথিতে আছে । ৬। জ-পুথির পাঠান্তর রঞ্জাবতী বলে নাথ করি নিবেদন । বলিব
 অপূর্ব কথা শুনেহে রাজন ॥ ৭। আদর্শ ও ন-পুথি ছাড়া অন্তত্র হরিচন্দ্র । ৮। অ ধরনি ।
 ৯। আদর্শ পুথির পাঠ । অ মদনা, মহিষী রূপে মদনা-মোহিনী । ১০। অ তরুর তলে ।
 ১১। পাঠ স্পষ্টতঃ অশুদ্ধ । ১২। পা কুল ।

কপালে আঘাত হুংখ ভাবে মনে মনে ।
 হরিচন্দ্র মহারাজা [বুলে] বনে বনে ॥^{১৩}
 [রাজারানী] ভ্রমণ করন বনে বনে ।
 অমরাবতীর রাজা কেহ নাঞী জানে ॥
 বনে বনে রাজারানী বড় পায় দুখ ।
 নিরবধি থাকে রানী রাজার সমুখ ॥
 জলঝারি ফলমূল সদাই সঙ্গতি ।
 কাননে কাননে রাজা সঙ্গ রূপবতী ॥
 নিশি দিসি মনে দুখ সদাই সন্তাপ ।
 শার্দূলের ভয় বড় সিংহের প্রতাপ ॥
 অনেক দিবসে পাল্য বল্লকার তীর ।
 পুরট রচনা দেখে বিনোদ মন্দির ॥
 পরিপাটি ধর্মের দেহারা মনোহর ।
 পূজা করি আমিনী সকল যায় ঘর ॥
 কপালে ধর্মের টীকা কাঞ্চন-বাটা হাথে ।
 আচরিতে দেখা হলা মদনার সাথে ॥
 রাম সীতা সাক্ষাৎ দেখিল বনবধু ।
 রতি সতী সমান বচন রসমধু ॥
 লোচনে লোচনে যুস্তে যুবতীর কয় ।
 জিজ্ঞাসিল বনে কেন তোমার বিজয় ॥
 বচন বলিতে পায় লোচায় মদনা ।
 কান্দিতে কান্দিতে বলে বিশেষ করুণা ॥
 মদনা আমার নাম বড় অভাগিনী ।
 অমরাবতীর অই রাজা গুণমণি ॥
 রাজপাট পুরট পরম সিংহাসন ।
 পরে লুট করে ধন রজত কাঞ্চন ॥
 বিনোদ মন্দির বনি বংশ নাঞী কোলে ।
 কানা খোঁড়া পথে ঘাটে আটকুড়ি বলে ॥

পুত্র-হেতু মনে বড় পাই মন ব্যথা ।
 কার ঠাঞী পাব ধর্মপূজার বারতা ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে বনবধুগণ ।
 বল্লকার তীরে আছে ধর্মের গাজন ॥
 শিখি-পাখা চামরী ছায়নি চারি চাল ।
 রায়টী পাথরে [বাঁকা] বিনোদ বিশাল ॥
 নিশ্চয় বচন শুন রানী আর রাজা ।
 সেইখানে ঠাকুর পূজিল পাঁচ বাঁজা ॥
 যে বর মাগিবে তথা সেই বর পাই ।
 এই দেখ ঠাকুর পূজিল [মোরা ঘাই] ॥
 উ পদে শরণ নিল তোমরা তথা যাও ।
 গহন কাননে কেন মিছা দুখ পাও ॥
 এত শুনি রাজা রানী হরিষ অন্তরে ।
 বল্লকার দেউলে ধর্মের পূজা করে ॥
 রাজা রানী নিয়মে রহিল রাত্রি দিনে ।
 পূজা করে আনন্দ হরিষ বড় মনে ॥
 মদনা সহিত তবে হরিচন্দ্র রাজা ।
 তুলা মীন মকরে বসন্তে দেই পূজা ॥
 যমরাজা নাঞী পায় ধর্মের দর্শন ।
 দিবস রজনী রাজা জপে মনে মন ॥
 জয় দেই মদনা হরিষ মনোরথে ।
 ধুনার সৌরভ গেল হুংখামের পথে ॥
 বিস্তার করিল শুব প্রভুঁর উদ্দেশে ।
 দেখা দিল ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে ॥
 বর মাগ আপনি অমরাবতী-রায় ।
 নিজগুণে তোমাকে সহজে বর-দায় ॥
 চল রাজা বাড়ীকে সফল সিদ্ধ কাজ ।
 আমি স্বর্গ পাতাল ঠাকুর ধর্মরাজ ॥

১৩। এইখানে আদর্শ পুথির দুইখানি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপর ৭২ পৃষ্ঠার ১০ ছত্র অবধি ন-পুথির পাঠ। জ-পুথির পাঠ মোটামুটি ন-পুথির অনুরূপ।

এত দিন এখানে এমন দুঃখ পাও ।
 [পুত্র হৈলে]° আমাকে কি দিবে বলা
 মদনা মহিষী তুমি ভূপালের বি।
 পুত্র কোলে হইলে মানান দিবে কি ॥
 বড় পুত্র মোরে যদি দেহ [বলিদান] ।
 লুইচন্দ্র নাম রেখা ধর্মের মানান ॥
 রাজা বলে এই দুঃখ কাহারে কহিব ।
 পুত্র-মুখ দরশনে বলিদান দিব ॥
 এত বলি ভূপতি করিল অঙ্গীকার ।
 বর দিল আনন্দহৃদয়ে করতার ॥
 অনাত্মের মায়া কহনে নাঞী যায় ।
 ত্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরামে গায় ॥
 বর পায়্যা ভূপতি মদনা এল্য দেশে ।
 লুইচন্দ্র বালা হল্য অমুক দিবসে ॥
 পরমহুন্দর [বালা] কুলের কমল ।
 দিনে দিনে চান্দ্রের সমান যে প্রবল ॥
 নিরন্তর দুই হাথে গুলতাই বাটুল ।
 সদাই মৃগয়া করে বল্লকার কুল ॥
 সাধ কর্যা সদাই [কপালে] ফোটা পরে ।
 চরণে মগরা-খাডু অতি শোভা করে ॥
 টাড-বালা দু-হাতে মাণিক-মালা গলে ।
 মকর-কুণ্ডল ক্রম্বে অঙ্ককারে জলে ॥
 বৈশাখ মাসের চাঁপা অঙ্গের প্রকাশ ।
 চাঁদ বিন্দু বান শোভা হতো চায় দাস ॥
 কদাচিৎ সদনে কানন হল্য সার ।
 জননীর কোলে কঁাকে নাঞী থাকে
 আর ॥
 দেখিতে দেখিতে নাঞী নিরন্তর দেখি ।
 নিধন করিল যত বল্লকার পাখী ॥

বিশেষ বিজ্ঞতা তারা চরে বার মাস ।
 পানিকড়া বিস্তর বধিল বালিহাঁস ॥
 গুলতাই বাটুল হাথে বলে তরুতলা ।
 কাননে কাননে ফিরে লুইচন্দ্র বালা ॥
 তরুমূল শিখর পথের পানে চায় ।
 বনে বনে বলে যত গাছের তলায় ॥
 বট তরুবার দেখে এ তিন যোজন ।
 উল্লুক বস্তাছে তায় ধর্মের আসন ॥
 ঈষৎ বরণ মুখ দেখিল উল্লুক ।
 অবশ্য বধিব ইহা বাড়িল কৌতুক ॥
 বাটুল করিল করে কত্যা কয় কথা । (?)
 ঐমনি সারিতে হল্য দামিনীর লতা ॥
 দক্ষিণ-বদনে পক্ষ্য বস্তাছে কৌতুকে ।
 পসারিতে পালক বাটুল বাজে বৃকে ॥
 বৃকে বাজে বাটুল বদনে নাঞী রা ।
 পক্ষ বলে হরিচন্দ্র নির্ঝংশ জা ॥
 ঘুরিতে লাগিলা পক্ষ্য উপর গগনে ।
 গোলোকে পড়িল গিয়া ধর্মের চরণে ॥
 অচেতন ঠাকুর দেখিল পক্ষ্য মূনি ।
 বদন [মলিন কেন কহ দেখি শুনি] ॥
 একদণ্ড বই জিউ বসিল যতনে ।
 বলিবারে লাগিল প্রভুর বিজ্ঞমানে ॥
 হরিচন্দ্রের বেটা লুইচন্দ্র নাম ।
 পরমহুন্দর বালা পুরটের দাম ॥
 বসিয়া অনেক [দূর] পরিসর ভালে ।
 লুইচন্দ্র বাটুল হানিল হেনকালে ॥
 অব্যয় ভাগ্যের পুণ্যে পাইল জীবন ।
 না জানি কেমন ভাগ্যে তোমা
 দরশন ॥

এত শুনি আপুনি বলেন ভগবান ।
 সেই লুইচক্স বটে আমার মানান ॥
 বল্কা গাজনে যবে বর পাল্য রায় ।
 বড় বেটো বলি দিব বল্যাছে আমায় ॥
 বল্কার বাক্য যদি বলিল গোসাঞী ।
 নিবেদন উল্লেখ কাক্স নাঞী ॥
 তোমার সমান লুয়া সমুচিত বটে ।
 সদাই শীকার তার বল্কার তটে ॥
 রূপরাম গীত গান কপালের লেখা ।
 পলাসনের মাঠে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥

উল্লেখের বচনে আপুনি মায়াধব ।
 মায়াৰূপে অবতার অবনী ভিতর ॥
 আশ্বের অমরাবতী শ্রীবর্দ্ধমান ।
 ব্রহ্মচারী বেশ ধরি পাল্য ভগবান ॥
 দেখিল অমরাবতী অমরা নগরী ।
 পুরুষ পরম শোভা পরম হৃন্দরী ॥
 হরিচক্স সমান সংসারে দাতা নাঞী ।
 ছলিতে পাতিল মায়া অনাদি গোসাঞী ॥
 পরিধান রুধির-বসন দণ্ডধারী ।

[কটিতে] অজিন বান্ধা চারি বেদকারী ॥
 কুশাস্তুরী করাঙ্গুলে মুখে বেদ-বাণী ।
 ময়ূর পালকের ছাতা বিচিত্র ছায়নি ॥
 জপাস্তুর লবিত রুদ্রাঙ্ক-মালা গলে ।
 মাথায় কুশের বোঝা খুঁকী পুঁথি
 কোলে ॥

অবতার অনন্ত অমরাবতী মাঝে ।
 সাক্ষাৎ অমরাবতী নানা ধন সাজে ॥
 ঘরে ঘরে ভাগবত ভারথ পুরাণ ।
 কোনখানে রামায়ণ গীত করে গান ॥

বালক সকল তথা খেলিছে ইড়িক ।
 তা দেখিয়া মহাপ্রভু হরিব অধিক ॥
 বাজারে বিকায় চুয়া চন্দন চামর ।
 চৌচালা বান্ধলা বিশেষ যার ঘর ॥
 সারি সারি গাছ দেখে গুয়া নারিকেল ।
 নিকটে জরলি তার সলিলে কমল ॥
 জল ছত্র [হলাহলি] জয় শঙ্খধ্বনি ।
 জয়দেব কখন সভার মুখে শুনি ॥
 প্রতি ঘরে দেউল দেহার দশভূজা ।
 কত ভাগ্য সকলে ধর্মের করে পূজা ॥
 দেখিতে অমরাবতী অবনীর সাব ।
 ধীবে ধীরে চলিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
 চলিল রাজার বাড়ী মনের হরিষে ।
 মহাপূজা বলিদান এই অভিলাষে ॥
 [দেখে] সারে সাবে কত ধর্মের দেহারা ।
 স্ত্রধাময় বচন দেশের পাঁচ ধারা ॥
 সত্য বই মিথ্যা কেহ না জানে স্বপনে ।
 শোভা দেখি হৃন্দব গোলোক বলি
 মানে ॥

অমরা দক্ষিণ দিগে দিল দরশন ।
 ধর্মপূজা করে তথা জয়-যাত্রিগণ ॥
 কপালে ধর্মের টীকা কেহ যায় ঘর ।
 কেহ বা ধর্মের গায় ঢুলাই-চামর ॥
 কেহ বা গাইয়া গুণ নাচিয়া বেড়ায় ।
 কেহ বা ধর্মের নামে সম্পদ বিলায় ॥
 বালক যুবতী জরা যুবক সকল ।
 ধর্মের পীবিতে সবে দেই পুষ্প জল ॥
 এ-সব দেখিয়া প্রভু মনে বড় স্তম্ভ ।
 ব্রহ্মচারী রূপে যান ছলিতে সেবক ॥

রতিনাথ ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত ।
 মাঝ-পথে দেখা হল তাহাব সহিত ॥
 সম্ম্যাসী দেখিয়া দ্বিজ বন্দিল চরণ ।
 বসন্ত অনিলে যেন [পুষ্প বরিষণ] ॥
 দ্বিজবর দেখ্যা বলে দয়ার ঠাকুর ।
 হরিচন্দ্র রাজার মহল কথো দূর ॥
 এত শুনি পরমসন্তোষ রতিনাথ ।
 বলিতে লাগিল দ্বিজ হয়্যা জোড়হাথ ॥
 অই দেখ মহাশয় রাজার মহল ।
 কর্ণের সমান দাতা রূপে গুণে নল ॥
 জলটঙ্কি দক্ষিণে সমুখে গুয়া-বন ।
 দুসারি কদম্ব তার তলা দিয়া গন ॥
 বাম দিগে বাথিবে ধর্ম্মের সাক্ষ্যজাত ।
 তিন সন্ধ্যা সহরে সেখানে পড়ে যাত ॥
 সেইখানে রাখিবে ধর্ম্মের রথঘর ।
 রাজার মন্দির গিয়া পাবে তার পব ॥
 সমুখ দলজে গিয়া দিবে দরশন ।
 হাথি ঘোড়া সেইখানে পদাতিকগণ ॥
 বিশেষ বলিয়া দ্বিজ হইল বিদায় ।
 রাজার উদ্দিষ্ট হেতু যান ধর্ম্মরায় ॥
 ত্রীধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায় ।
 রূপরাম ফকির ধর্ম্মের গান গায় ॥
 মায়াধারী ঠাকুর চলিলা ধীরে ধীর ।
 সত্ত্বর গমনে পালায় রাজার মন্দির ॥
 হরিচন্দ্র রাজার মহলে দরশন ।
 [উর্দ্ধ] মুখে রাজাকে আশিশ ঘনে ঘন ॥

বিষ্ণুপদতলে যখন পাঁচ দণ্ড রাতি ।
 আসন করিলা প্রভু বাঘছাল পাতি ॥
 নানা ধনে পরিপূর্ণ রাজার মহল ।
 মাতঙ্গ রক্ষণ হেতু হরি পড়ি বল (?) ॥
 ঠাকুর বলেন ভাই শুন দ্বারিগণ ।
 রাজা কোথা বলিবে বিশেষ বিবরণ ॥
 সত্য করা বলিবে তোমার কিবা নাম ।
 নিবেদন করে সিদ্ধা করিয়া প্রণাম ॥
 শিশুকাল হত্যো গোসাঞী নাম সিদ্ধাদার ।
 যামিনী দিবস রাখি রাজার দুয়ার ॥
 পিতামহ হইতে রাজার লোন খাই ।^{১৪}
 আঞ্জা কর রাজাকে বলিতে আমি যাই ॥
 ঠাকুর বলেন সিদ্ধা আমি তোরে জানি ।
 তোর পিতামহ নিত্য দিত পুষ্প-পানি ॥
 এই কথা বল গিয়া নৃপতিব কাছে ।
 বল্লকার সম্ম্যাসী দুয়ারে বসি আছে ॥
 অপরঞ্চ বলিবে মদনা বিত্তমান ।
 কদাচিত্ মনে নাহি বল্লকার মানান ॥
 উপবাসী ছমাস না খাই অন্নজল ।
 শুন সিদ্ধা এ কথা রাজাকে গিয়া বল ॥
 এত শুনি প্রণাম করিয়া সিদ্ধা ধায় ।
 জোহার করিয়া বলে নৃপতির পায় ॥
 দুয়ারে বসিয়া আছে বল্লকা-সম্ম্যাসী ।
 সকল বচনে বলে আছি উপবাসী ॥
 ডাক দিয়া^{১৫} আন বলে রাজা আর
 রানী ।
 উপবাসী অতিথি^{১৬} না খাই অন্ন পানি ॥

১৪। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি কি আঞ্জা গোসাঞী কিবল অথা জাই। অন্তঃপর আদর্শ
 পুথির পাঠ। ১৫। পা ডাকদি। ১৬। পা অতিথ্য।

এত শুনি রাজা রানী চমৎকার মনে ।
 পূর্বকথা সওরণ হৈল এত দিনে ॥
 মদনা বলেন বড় ঈশ্বর বপাই (?) ।
 লুণ্ঠিচন্দ্র লয়ে আমি পলাইয়া যাই ॥
 মানিহু প্রথম ফল বল্লকা গাজনে ।
 শুধিতে নারিব ধার সেই ভয় মনে ॥
 রাজা বলে এ কথা আমার মনে নাই ।
 ভেটিতে চলিলা তবে সন্ন্যাসী গোসাঞী ॥
 পীযুষ' সমান নিল নানা আয়োজন ।
 রাজা রানী সন্ন্যাসী সমুখে দরশন ॥
 একুই বাবে প্রণাম করিল রাজা বানী ।
 সবিনয় ভারথি সমুখে জোড়-পাণি ॥
 একদণ্ড দম্পতী সমুখে সবিনয় ।
 হেন বেলা সন্ন্যাসী আপুনি কিছু কয় ॥
 আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর দিন জীবৈ ।
 আমি আজি অতিথি' আপুনি সেবা
 নিবে ॥
 অবনিমণ্ডলে তীর্থ যত চলাচল ।
 ছয়মাস উপবাসী দেখিহু সকল ॥
 আশ্রয় বাড়ি গয়া গঙ্গা আব বাবাগসী ।
 পরিচয় দিহু আমি বল্লকা-সন্ন্যাসী ॥
 ছয় মাস উপবাসী হরিচন্দ্র রায় ।
 মাংস দিয়া ভোজন করিতে ইচ্ছা যায় ॥
 মাংস ভাজা খাইব মাংসের খাব ঝোল ।
 প্রাণ পাইলে পশ্চাতে শুনিব তোর বোল ॥
 এত শুনি হরিচন্দ্র কবে নিবেদন ।
 জনম সফল হল তোমাব দরশন ॥

ছাগল গাড়ল' আনি আর রাজহাঁস ।
 আজ্ঞা কর এখনি রন্ধন করি মাস ॥
 ছাগল গাড়ল' আমি কতু নাঞি খাই ।
 বাজা বলে যুগয়া করিতে আমি যাই ॥
 ঠাকুর বলেন আজি মহামাংস খাব ।
 আশীর্ব্বাদ কবিয়া বল্লকা চলি যাব ॥
 পাসরিলে পূর্ব্ববাণী বল্লকা মানান ।
 আমাব সমুখে লুণ্ঠে দেহ বলিদান ॥
 আপনাব পুত্রে বাজা কাটিবে আপুনি ।
 ঝালে ঝালে বন্ধন কবিবে পাটবানী ॥
 পূর্ব্ববাণী পাসরিলে মহিষী মদনা ।
 কোথা গেল লুইচন্দ্র রচিলে কল্পনা ॥
 শুন গো মদনা আমি তোর মন জানি ।
 বেটা কাট্যা পূজা দিবি মানিলি আপুনি ॥
 এত বলি ঠাকুর বলেন হায় হায় ।
 এইরূপে অনেক মানান বয়া যায় ॥
 এত শুনি মদনা মহিষী পায় পড়ে ।
 সন্ন্যাসী'ব কথা শুনি বাজা নাই নড়ে ॥
 এতেক শুনিঞা বলে হরিচন্দ্র বাজা ।
 আপনা কাটিয়া গোসাঞী দিব তোমায়
 পূজা ॥
 আপনার মাথা গোসাঞী-কাটিব আপুনি ।
 ক্ষেমা কব এ বোল সন্ন্যাসি-চূড়ামণি ॥
 পিতা হয়ে পুত্রে আমি কাটিব কেমনে ।
 আপনা আপনি গোসাঞি মরিব এখনে ॥
 মদনা বলেন গোসাঞী মোর মাংস খাও ।
 লুণ্ঠিচন্দ্র বাছাকে আশিষ করা যাও ॥

যুঁট্টিত্বির মাংস গোসাঞি বড় মিঠা
লাগে । আগু আমি সন্তাষ করিব কার পা ॥
মাথা কাটা আপুনি রাখিব তোমার
আগে ॥ উত্তরিল লুইচন্দ্র ধর্ম বিত্তমান ॥
ঘরে নাই লুইচন্দ্র ছ-মাসের [গনে] । জনক জননী ব পা দুই হাতে ধরে ।
হস্তিনা নগরে পড়ে মাতুল-সদনে ॥ প্রভুর চরণে লুঞ দণ্ডবৎ করে ॥
এত শুনি সন্ন্যাসী বলেন পুনর্ব্বার । লুঞচন্দ্র দেখি বলে ভকতবৎসল ।
ইঞ্জিতে কবির ভাষ্য রাজতি তোমাব ॥ কে জানে রাজার মনে এত বড় খল ॥
কেবা জানে হবিচন্দ্র এমন রূপণ । না জানি এমন খল মহিষী মদনা ।
মানান শুধিতে হেলা এত দুই-মন ॥ বেটা লুকাইয়া করে এ সব কল্লনা ॥
হস্তিনা নগরে যদি লুইচন্দ্র আছে । আপন গৌরবে আজি বেটা কেট্যা
হেটুমুখে বসিলা^{১৮} কেমনে আসি কাছে ॥ দিবি ।
শুন বহুমতী তুমি আমাব উত্তর । আপুনি বেটার মাংস আপুনি বাস্কিবি ॥
ছ-মাসেব পথে লুঞা হস্তিনানগব ॥ কিছু বা কবিবি ভাঙ্গা কিছু ঝালে
লুঞচন্দ্র আনিবে কষিবে বিষু^{১৯}-মায়া । ঝোলে ।
আমারে কল্লনা করে নৃপতির জাযা ॥ সহস্রে কাটিআ রাজা দেহ এই কালে ॥
প্রভুব বচন শুনি বহুমতী হাসে । এত শুনি দুই জনে কাছাড় [খায়্যা]
বঞ্চিল অনেক মায়া ধর্ম-অভিলাষে ॥ পড়ে ।
মাতুল-সদনে হোথা লুঞচন্দ্র বালা । বলিতে না পাবে কিছু প্রভুর নিয়ড়ে ॥
প্রভাতে পড়িতে তবে চলে পাঠশালা ॥ বিষ খেয়ে মরিব গলায় দিব কাতি ।
ঘরে হৈতে চরণ বাড়ান লঘুতর । ব্রহ্মচারী নয় এই রাজ্যের ভাকাতি ॥
পাইল অমরাবতী আপনার ঘর ॥ লুইচন্দ্র বলে বাপা শুন মন দিয়া ।
কতদূরে ঠাকুর চিনিল ততক্ষণ । মন ব্যথা কর তুমি কিসের লাগিয়া ॥
বলির^{২০} দুয়ারি জেন-দেবনারায়ণ । অর্জুন-সারথি যে তোমার পাটশালে ।
এক^{২১} ঠাঞি তিন ধর্ম দেখেন দুয়ারে । না দেহ সোনার খাট বস্তা বা[ঘছা]লে ॥
মনে করে সন্তাষ করিব আগে কারে ॥ কদাচিত্‌ না জানি দুয়ারে নারায়ণ ।
অবধানে শুন কিছু জৈমিনি-পুরাণ^{২২} ॥

সংসারে বিদিত বড় রাজা তাত্ত্বধ্বজ^{২৩} । মদনা মরমে কাঁদে সন্ন্যাসীর ডয় ।
 যার ধনে লেখা নাই সেনা^{২৪} অশ্ব গজ ॥ আকুল হইল শোকে কথা নাই কয় ॥
 রাখিল যজ্ঞের ঘোড়া রণ হৈল জয় । পুত্র বলিদান দিব মনে করে রাজা ।
 দক্ষিণা মাগিতে [তথ]^{২৫} গেল ধনশ্রয় ॥ সাহস করিল সতে আরঙিল পূজা ॥
 আপনি গেলেন হরি তারি বিত্তমান । নানা পুষ্প আনে তুল্যা নুনা
 রাজাকে মাগিল ভিক্ষা অর্দ্ধ-অঙ্গ দান ॥ আয়োজন ।
 মাগিল দক্ষিণা অর্দ্ধ দিল শুদ্ধমতি । আত্ম-পূজা আরম্ভ করিল একমন ॥
 করাত বসাল্য পিষ্টে অহার যুবতি ॥ [কাঁ]দি [কাঁ]দি চাঁপা কলা পাঁচ বর্ণ
 একদিগে পুত্র টানে আর দিগে জায়া । চনা ।
 বৈকুণ্ঠের সারথি আপুনি দেখে মায়া ॥ পিষ্টক পায়স খীর পীযুষ তুলনা ॥
 নাসিকা উপব মাত্র বসাল্য কবাত । উত্তম মহিষ্যা দধি ক্ষীৰ খণ্ড চিনি ।
 হেন বেলা চতুর্ভুজ হইল জগন্নাথ ॥ শর্করা সন্দেশ মধু আনিল আপনি ॥
 সেই অবতার এই বসিয়া গোসাঞি । আতপ ততুল^{২৬} পূর্ণ মর্তমান কলা ।
 বলিদান [দে]হ মোরে আন কথা
 নাক্রি ॥ ধুপধুনা সোনাব প্রতীপ সারি সাবি ।
 তুমি দিবে বলিদান মা[তা] দিবে জয় । বারদ[শ] সমুখে জপিল হবি হরি ॥
 আত্ম-পূজা দেহ বাপা আনন্দহৃদয় ॥ স্নান করাইল লুণ্ঠে তোলা গন্ধাজলে ।
 বেটার বর্চন শুনি বিদরয়ে বুক । বস্ত্র বস্ত্র পরিধান রক্ত মালা গলে ॥
 বসিল মায়ের কোলে ধর্মের সমুখ ॥ পুনবপি পরালো সোনার তাড়বালা ।
 বসিয়া মায়ের কোলে হাসে খলখল । সমুখে বসিল লুণ্ঠা ধর্ম করি আলা ॥
 দ্বিজ রূপরাম গায় শ্রীধর্মমঙ্গল ॥ হুটি হাম্ জুড়িয়া বসিল হেট মুখে ।
 পুত্রের বদনে শুনি অপরূপ বাণী । নিদারুণ শেল বাজে মৃদনার বুখে ॥
 কাছাড় খাইয়া পড়ে রাজা আর রানী ॥ মুখ পানে চেয়ে রহে খোলা-ভাই মা ।
 পুত্র বলিদান দিব মনে করে রাজা । তরাসে কান্দিতে নারে মুখে নাক্রি রা ।
 কিঞ্চিৎ সাহসমতি আরঙিল পূজা ॥ অবিলম্বে আনিল কাটাঁরি খরসান ।
 হরিচন্দ্র বসিল প্রভুর বিত্তমান ॥

২৩। পা অত্রৈজ্ঞ্য । ন-পুথি চন্দ্রবংশে মহাশয় শিখিধ্বজ রায় । ২৪। পা ঘোড়া । ২৫। পা বি
২৬। পা চতুল ।

আপনি সিন্দুর দিল বেটার কপালে ।
 প্রফুল্ল ওড়ের মালা দিল তার গলে ॥
 সাধিল আত্মের পূজা আছিল বিধান ।
 সজল তুলসীদল ধরিল নিদান ॥
 ধর্মের পীরিতে লুঞা উছাগিয়া দিল ।
 রাধাকৃষ্ণ [বু]লি খাঁ[ড়া] আপনি
 ধরিল ॥
 বেটা কাটে হরিচন্দ্র দেখে সর্বজন ।
 সাহস দেখিতে আইল যত দেবগণ ॥
 দুহাতে ধরিয়া খড়্গ^{২৭} ধর্মপানে
 চান^{২৮} ।
 এক চোটে বেটাকে দিলেক বলিদান ॥
 জয় দিল মদনা মহিষী বাবে বাব ।
 সমুখে রাখিল মুণ্ড প্রদীপ সঞ্চার ॥
 ছটপট করে লুঞে অনাথ সমুখে ।
 চরণ কাছাড়ে ঘন দুই হাথ বৃকে ॥
 পুত্র বলিদান দিয়া বৈসে নরপতি ।
 হাসিয়া বলেন ধর্ম অর্জুন-সারথি ॥
 শুন রাজা হরিচন্দ্র মদনা মহিষী ।
 ভালমতে রন্ধন করিলে ভালবাসি ॥
 কিছু বা মাংসের বোল কিছু কর
 ভাজা ।
 বড়া পিঠা তুলিবে হাড়ের দিয়া
 মাজা^{২৯} ॥

লুঞের কলিজাখান খেতে লাগে মিঠা ।
 আদা রসে কিছু বা মাংসের কর পিঠা ॥

পর-মুখে শুনি কিছু মদনা ভাল রাঞ্জে ।
 এহা শুনি সত্যবতী বৃক নাই বাঞ্জে ॥
 বিশেষ লুঞের ছাল রাঙ্কিবে যতনে ।
 ব্যবস্থা^{৩০} করিয়া দেহ আপুনি রাজনে ॥
 এত শুনি বাঁটি আনে খরসান ধার ।
 সেই মত ছড়ে লুঞে সমহিত সার ॥
 মহামাংস কাটিয়া কবিল রতি
 রতি^{৩১} ॥
 মাথা লুকাইয়া রাখে মদনা যুবতি ॥
 পরম যতনে রাখে মরায়ের সাক্ষি^{৩২} ।
 মনে করে বিরলে বসিয়া যেন কান্দি ॥
 ঢাকা দিল ধুচনি পাথর দিল চাপা ।^{৩৩}
 ঘবে বস্তা থাক মোর^{৩৪} লুঞিচন্দ্র
 বাপা ॥
 নিদারুণ পুত্রশোকে না দেখে নয়ানে ।
 পুনর্বার বসিল ধর্মের বিষ্ঠামানে ॥
 স্ববর্ণের থালে মহামাংস বিলক্ষণ ।
 সন্ন্যাসীর কাছে নিঞা রাখিল রাজন ॥
 ধর্ম বলে বিলম্বে অকার্য্য মনে পাই ।
 রন্ধন করিয়া দিলে মহামাংস থাই ॥
 এত শুনি রন্ধনে বসিল [দুইজ]নে ।
 ধর্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম ভনে ॥

২৭। পা খর্গ। ২৮। পা চায়। ২৯। পা মজা। ৩০। পা বেষ্টা। ৩১। ন-পুথি
 এত বলি লুঞাকে ছড়িল মহামতি। মাংস ভিন্ন করিয়া রাখিল রতি রতি ॥ ৩২। ন-পুথি মদনা
 মুকায় মাতা মরায়ের সাক্ষি। ৩৩। ন-পুথি চূপড়ি ঢাকিয়া রাখে তায় দিয়া ছাপা।
 ৩৪। ন-পুথি শূর্যা নিশা জাও।

আয়োজন অনেক রন্ধন পরিপাটি ।
 হরিচন্দ্র আপুনি বেসার দেন বাটি ॥
 হরিদ্রা বাটিল বাল পরিপূর্ণ থালে ।
 পাটরানী পবিত্র হইল হেন কালে ॥
 জালিল শুখান কাণ্টে নোতন তিউড়ি ।
 ঘিয়ে কর্যা সংযোগ বসায়^{৩৫} কোরা

হাঁড়ি ॥

তিনবার বন্দন^{৩৬} করিল ধনঞ্জয় ।
 তৈল নিল পরিপূর্ণ আজ্য^{৩৭} অতিশয় ॥
 সত্যবতী মদনা বেটার মাংস রান্ধে ।
 দেবতা অস্তর দেখি বুক নাহি বান্ধে ॥
 আজ্য দিয়া প্রথমে করিল খড়খড়ি ।
 কিছু বা ভাজিল মাংস মরিচের গুড়ি ॥
 তবে ঝোল রান্ধিচে বেসার দিয়া তায় ।
 বসিয়া বেটার মাংস আপুনি সিজায় ॥
 বাল দিয়া সম্বরিল আত্মকের রসে ।
 ঈর্ষং রাখিল ঝোল রান্ধে^{৩৮}

অনায়াসে ॥

পিঠা সব তুলিল হাড়ের তোলে বড়া ।
 রান্ধিল লুণার ছাল বসাইয়া কড়া ॥
 আজ্য দিয়া রান্ধিল বিচিত্র পরিপাটি ।
 ধর্মের কাছেতে নিঞা রাখে বাটি

বাটি ॥

আতপ তণ্ডুল^{৩৯} পুণ্য করিল রন্ধন ।
 নৃপতি করিল স্থান বিচিত্র আসন ॥

স্থান করি তখন বলেন মহারাজা ।
 ঠাকুর ভোজনে বস মহামাংস ভাজা ॥
 পরিপূর্ণ গোসাঞি মাংসের ঝোল খাও ।
 ফুরালো বংশের রোল বিদায় হএ যাও ॥
 এত শুনি পুনর্বার বলেন গোসাঁই ।
 সব আছে অনন্ত অম্বল কেন নাই ॥
 অম্বল বিহনে নাহি ভোজনের সুখ ।
 এ রসে বঞ্চিত কেন হইয়াছ ভূপ ॥
 আমে রান্ধ আম্বল লুণের দিয়া মাথা ।
 উহা পাইলে তোমাকে বলিব বড়

দাতা ॥

হুকাইআ মুণ্ড তার রেখ্যাছে মদনা ।
 আমার সমুখে তোর এ সব কল্পনা ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা হুঃখ ভাবে মনে ।
 আপনি হুঃখের মাথা আনিল যতনে ॥
 কুটিল যতনে মুণ্ড খরসান বটি ।
 ধর্মের কাছেতে বলে জোড় করি পুটি ॥
 সমুখে কার্তিক মাস আম কোথা পাব ।
 অদিন যোগের কার্য আমি কোথা যাব ॥
 পৌষে বকুল ধরে^{৪০} চৈত্রে আশ্র পাই ।
 জলধি করিলে স্নান তবে আশ্র খাই ॥
 রাজার বচন শুনি মনে চিন্তে মায়া ।
 সব চেয়ে দেখিল তালৈর যেন ছায়া ॥
 যুধিষ্ঠির যখন গাজনে দিল চূড়া ।
 কাটে বিষ আশ্র তরু গোড়া ছিল মুড়া ॥

৩৫। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি তার উপর তখন বসাল। ৩৬। পা বন্দন। ৩৭। প।
 আজ্যে। ৩৮। পা রাখে। ৩৯। পা চণ্ডুল। ৪০। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি আশ্র
 ধরে মকরে।

উপলক্ষ বিনে নাঞী দেবতার বল । জন্মদাতা হইয়া বেটার মাংস খায় ।
 বিষ্ণুমায়ী হেতু বৃক্ষ করে ঝলমল ॥ এখনি মরিব বাক্য সহ্য নাঞী ঘায় ॥
 আচম্বিতে আশ্র তরু ফুল আর ফল । এই কথা খেঁমা কর আপনার গুণে ।
 কাঁচা পাকা সলি আশ্র ধরিল সকল ॥ মা বাপ বেটার মাংস খাইব কেমনে ॥
 সন্ন্যাসী বলেন রাজা অই দেখ আম । নিশ্চয় বচন বলে সন্ন্যাসী গোসাঞী ।
 এই গুণ শ্রবণ কবিব পরিণাম ॥ তুমি অন্ন নাই খালে আমি খাব নাঞী ॥
 অতি অসম্ভব দেখি রাজা আশ্র আনে । রাজা রানী বলে তবে কি বুদ্ধি করিব ।
 আশ্রল রাক্ষিতে দিল রানী বিত্তমানে ॥ কেমনে বেটার মাংস মুখে তুলে দিব ॥
 এত শুনি রাঙ্কে রানী পরাণে বিকল । সন্ন্যাসী বলেন তবে আমার লজ্জন ।
 আমেতে বেটার মাধা করিল অশ্রল ॥ তবে যদি রাজা রানী না কর ভোজন ॥
 শীঘ্রগতি রন্ধন হইল পঞ্চ রস । এত বলি সন্ন্যাসী আসন হতে উঠে ।
 সডে বেলা আকাশে রহিল দণ্ড দশ ॥ মজিল (?) আসন কুশ নিল পানিপুটে ॥
 পুনর্বার ভূপতি করিয়া দিল স্থল । চঞ্চল সন্ন্যাসী চায় বচন চপল ।
 কাঙ্ক্ষনের ঝাঁরতে রাখিল গঙ্গাজল ॥ রাজা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় খল ॥
 গঙ্গাজল রাখিয়া সমুখে নিবেদন । মহামাংস অন্ন খাব যে থাকে কপালে ।
 এসো মহাপ্রভু তুমি করিতে ভোজন ॥ ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন খালে ॥
 গোসাঞি বলেন অন্ন বাড়ো তিন খালে । তিন জন ভোজনে বসিব একবারে ।
 তিন জন ভোজন করিব একু কালে ॥ তবে আমি অন্ন খাব কহিল তোমারে ॥
 আপুনি মদনা মাংস পরিপূর্ণ নেও । তুমি মুখে অন্ন দিলে আমি মুখে দিব ।
 বড় বাটি মাংসের রাজাব কোলে দেও ॥ তবে যদি নাঞী খাও লজ্জন করিব ॥
 কিঞ্চিৎ খাইব আমি যদি কিছু রোচে । সন্ন্যাসী কথ্য শুনি হরিচন্দ্র বসে ।
 এত শুনি মদনা চক্ষের জল মোছে ॥^{৪১} তিন খালে অন্ন দ্রব্য মদনা পবশে ॥
 রাজা রানী মরিব গলায় দিয়া কাতি । ঠাকুর বলেন রাখ আপনার তরে ।
 অতিথ নইলে গোসাঞী রাজ্যের ডাকাতি ॥ তবে দেহ বাজাকে আমাকে তার পরে ॥
 দশ মাস মদনা ধরিয়া ছিল কুখে । তিন খালে অন্ন দ্রব্য করিলা সাজন ।
 কেমনে বেটার মাংস তুল্যা দিব মুখে ॥ খুরি বাটি পরিপূর্ণ মাংসের ব্যঞ্জন ॥

মাংসের ব্যঞ্জে হাথ দিলা মায়াধর । বাপধন বাছা কোথা খোলা-ডাই বলে ।
 আপুনি রাজ্যের খালে দিলেন বিস্তর ॥ লুইচন্দ্র তখন ধাইয়া পড়ে কোলে ॥
 মাংস খাও মহারাজ! মনের পীরিতে । আঁচল ধরিয়া লুঞা হাসে খল খল ।
 ঘুষিবে আমার গুণ কায় মন চিন্তে ॥ মদনা বুকের মাঝে বাপিলা আঁচল ॥
 আপুনি ধর্মের নামে কৈলা নিবেদন । লক্ষ লক্ষ চুষ দিলা পুত্রের বদনে ।
 হাথে ধর্যা গণ্ডুষ সঙরে জনাঙ্গিন ॥ রাজা রানী হরিষ আনন্দ বড় মনে ॥
 গণ্ডুষ করিলা রাজা হরিষ অন্তরে । কোলে কর্যা বাছাকে উল্লাস কথা কয় ।
 মুখে মাংস তুলিতে সন্ন্যাসী হাথে ধরে । চুষ দিয়া বদনে বদনে রানী রয় ॥
 জানিল জানিল রাজা তোমার শক্তি । নয়ান ভরিয়া বাপু দেখি চাঁদমুখ ।
 তোমার সমান দাতা নাঞী ছিল থিত্তি ॥ এতক্ষণে ঘুচিল মনের মহাতুঃখ ॥
 ধন্য ধন্য করে দেখ্যা অসুর দেবতা । লুইচন্দ্র বলে শুন দয়ার জননী ।
 হরিচন্দ্র সমান সংসারে নাঞী দাতা ॥ আমার লাগিয়া তুমি কেনে মর কেনি ॥
 সন্ন্যাসী বলেন রাজা আমি মায়াধর । লুঞা লুঞা বল্যা যখন কান্দ অশ্রুছলে ।
 অর্জুন-সারথি আমি রাজ্যরাজেশ্বর ॥ তখন বসিয়া আমি সন্ন্যাসীর কোলে ॥
 শুন গো মদনা তুমি বড় ভাগ্যবতী । তবে লুইচন্দ্র বলে শুন গো জননী ।
 দেখিল নয়নে তোর দড় একমতি ॥ জিয়ন্ত থাকিতে তুমি কেন্দ্যা মর কেনি ॥
 বর মাগ হরিচন্দ্র স্তম্ভরী মদনা । দয়ার সাগর বড় সন্ন্যাসী ঠাকুর ।
 সফল করিব তোর মনের বাসনা ॥ তুমি ত পাগল হয়্যা বলিলে নিষ্ঠুর ॥
 এত শুনি রাজা রানী চরণে পড়িল । দোষ মেগ্যা লহ গিয়া সন্ন্যাসীর পায় ।
 ধর্ম বল্যা এতক্ষণ তোমারে চিনিল ॥ বেটা কোলে কর্যা রানী নাচিয়া বেড়ায় ॥
 পুত্রশোকে আকুল নাহিক পরিজ্ঞান । বাছা বাছা বলিয়া বদনে চুষ দেই ।
 লুইচন্দ্র বাছা মোর দেহ বরদান ॥ মদনার কোলে হতে রাজা কেড়ে নেই ॥
 সন্ন্যাসী বলেন তোর লুইচন্দ্র আছে । কোলে কর্যা ভূপতি বদনে চুষ খায় ।
 বালক মিশালে খেলে গাজনের কাছে ॥ আনন্দসাগরে ভাসে হরিচন্দ্র রায় ॥
 আঙের গাজনে খেলে হাথে লয়্যা ভেটা । পুনরপি ঠাকুর সভাকে দিলা বর ।
 আমি কি ভক্ষণ করি তোর লুঞা বেটা ॥ হরিচন্দ্র হরষিত অমরা নগর ॥
 এত শুনি গাজনে ধাইলা রাজা রানী । ধর্মের মায়া কহনে নাঞী যায় ।
 লুঞা লুঞা বল্যা ডাকে চক্ষে পড়ে পানি ॥ অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

॥ শালে-ভর পালা ॥

অকপটে মহাশয় দেহ অহুমতি । এত শুনি রঞ্জাবতী ধরে দুই পায় ।
 চাঁপাই সেবনে যাব চারি দণ্ড রাতি ॥ চাম্পাই সেবন হেতু^১ হইলা বিদায় ॥
 বাণ দশ^২ বাসর সমুখে দরশন । স্বামী বিনা বনিতা জনার^৩ কেহ^৪ নাঞী ।
 অবশ্য দেখিব আমি সেই নিরঞ্জন ॥
 সেবন করিতে দিল শতেক নফর । বিদায় হইল রানী^৫ যে করে গোসাঞী ॥
 কর্ণসেন বলে রাণী অবধান কর ॥ মহল দক্ষিণ দিগে দিলা দরশন ।
 বিষম^৬ ধর্ম্মের ঘর আগুনের^৭ ধার । সংযোগ আছিল তথি ধর্ম্মের গাজন ॥
 এক মনে চিন্তিলে অবশ্য হয় পার ॥ রঞ্জা দরশনে সবে জয়ধ্বনি দিল ।
 রাজার হুহিতা শুন রাজার হুহিতা । গলায় ধর্ম্মের পাটা নাচিতে লাগিল ॥
 কেমন করিবে পূজা^৮ হইয়া^৯ কৃষ্ণিতা ॥ তপস্কার হেতু রঞ্জার^{১০} বদন^{১১} মলিন ।
 সরস-যৌবনী তুমি বিটঙ্ক-বদন । আনন্দে করিল যাত্রা চাম্পাই দক্ষিণ ॥
 তাহুল কর্পূর বিনা না রহে জীবন ॥ সম্মাসী^{১২} মালিনী^{১৩} সঙ্গে সাম্বলা
 এক দণ্ডে গুয়া পান দশবার খাও । আমিনী ।
 সাধ করি সদাই কন্তুরী চুয়া চাও ॥ রঞ্জার জীবন ধন খুডতা ভগিনী ॥
 সীমন্তে সিন্দূর সেই দশ পাঁচ সখী । একমনে ধর্ম্মকে সদাই করে ধ্যান ।
 ছয় দণ্ডে ভোজন সরস চাঁদ^{১৪} মুখী ॥ দশ যুগ পূজার করিতে পারে ক্ষেণ ॥
 তুমি বল যাব আমি চাম্পাই সেবনে । সঙ্কের প্রধান মালী আর কর্ম্মকার ।
 ধর্ম্মপূজা করিবে প্রত্যয় নাঞী মনে ॥ পরিণামে বাণের পাজাতে চায় ধার ॥
 এগার^{১৫} বৎসর হৈল বয়স তোমার । দিন প্রতি মালিনী দিব বিশাশয় মালা ।
 রমণে মদন মউ মোহিত ঝঙ্কার ॥^{১৬} পুষ্প যোগাইতে চাই ধর্ম্মপূজার বেলা ॥

১। অ দুই। ২। অ বিশেষে। ৩। অ খরসান। ৪। অ স্থান। ৫। অ সদাই।
 ৬। অ চল্লা। ৭। অ এ বার। ৮। অ কোন রূপে মানাবেঠাকুর কর্তার। ফুটিল বাতাস
 বয় বসন্ত সময়। পিকরব গানে পাছে সর্বনাশ হয় ॥ ৯। অ সেবনে রাণী। ১০। অ বই।
 ১১। অ ধর্ম্ম। ১২। অ সরসে বিদায় কর। ১৩। অ সন্ডে। ১৪। অ সহজে। ১৫। অ কল্যাণী।
 ১৬। অ মাগিকী।

ଇଛା-ରାନା ହାଢ଼ି ସଞ୍ଜେ ସତ୍ୟ ଅଛୁବଳ^{୧୭} । ବାର ଚାନ୍ଦେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ରଥସର ।
 ବନ କାଟ୍ୟା ଟାପାୟେ^{୧୮} କରିତେ ଚାୟ ନାନା ଆୟୋଜନ ତୋଳେ ନୌକାର ଉପବ ॥
 ହୁଳ ॥ ପୁରଟ-କଲସେ ଲକ୍ଷ ଭାର ଗଞ୍ଜାଞ୍ଜଳ ।
 ସଞ୍ଜେ ସୁୟ^{୧୯} ଭକିତା ସଭାହି ଚଳେ ପୂଜା ଶେଷେ ଭକିତା କବିତେ ଚାୟ ଫଳ ॥
 ସାଥେ । ଟାପା କଳା ଚିନି ସ୍ବତ ଆତପ ତଞ୍ଜୁଳ ।
 ଧର୍ମେର ପାହୁକା ରଞ୍ଜାବତୀ ନିଳ ମାଥେ ॥ ଗଗନ ଉପବେ କତ ଉଡ଼ିଛି ଗହଳ ॥
 ସଞ୍ଜୁକ୍ତା^{୨୦} ବାଞ୍ଛାସ ଟାକ ନାମେ ହବିହର । ପଶ୍ଚାତେ ତୁଲିଲ ତାୟ ନିଦାର୍ପଣ ଶାଳ ।
 ବେଦ ପଢେ ପଣ୍ଡିତ^{୨୧} କବିୟା^{୨୨} ଉଚ୍ଛନ୍ନବ ॥ ସାହାବ ସଦନେ ବୈସେ ବାବ ଗଞ୍ଜା ଟାଳ ॥
 ପୂଜାବ ପଦ୍ଧତି ହାଥେ ସାନ ପୁରୋହିତ । ସଞ୍ଜେ ସୁୟ ଭକିତା ସଭାହି ବୈସେ ନାୟ ।
 କାଲିନୀ ଗଞ୍ଜାବ ଘାଟେ ହୈଲ ଉପନୀତ ॥ ହବିବୋଲ ବଲିୟା କାଞ୍ଚାବୀ ଗୀତ ଗାୟ ॥
 ଜୟଧନି ଶାଞ୍ଜଧନି ପଢେ ସନେ ସନ । ଚାପିୟା ଚଳିଲ ବାଞ୍ଛା କାଲିନୀବ ଜ୍ବଳ ।
 ନାନା ଧନେ ଧର୍ମତବୀ କବିଳା ସାଞ୍ଜନ ॥ ଦ୍ବିଜ ରୂପବାମ ଗାନ ଧର୍ମେବ ମଞ୍ଜଳ ॥

ମୟନାବ ଲୋକ କାନ୍ଦେ କେଶ-ବାସ ନାହି ବାଞ୍ଛେ
 ଆଟି ବର୍ଗ ଅରୋବ ନୟାନ ।
 ଦେଖିଯା ବଞ୍ଚାବ ମୁଖ ସତାବ ମବମେ ଦୁଖ
 ଟାପାହି ସେବିତେ ଚଳି ସାନ ॥
 ନାୟା ସବ ଦଞ୍ଜାବୀ ସଘନେ ବାହିଛି ତବୀ
 ଚଳିତେ ତପନ ତାବା ଥସେ ।
 ସଞ୍ଜାକାଳେ ନିୟୋଜିତ ଧର୍ମପୂଜା ସଂଯୋଜିତ
 କରେନ ଭକିତା ପାଞ୍ଚ ରସେ ॥
 ସନ ପଢେ ଜୟକାବ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିନୀ ହାବ
 ଅସ୍ତ୍ର ଦିଲ ଚରଣ କଲେ ।
 ହରି ବଲ୍ୟା ତବୀ ବାୟ ବାମେବ ମହିମା ଗାୟ
 ଅବତାର ଦେଖିଲ ଦୁ-କୁଳେ ॥
 ଦାରୁଣ ଦାରିକେଶ୍ବର ଦେଖି ବଡ଼ ଲାଗେ ଡବ
 ଗାୟ^{୨୩} ଅବତାର ମଞ୍ଜଳେ ।

কুলকুল ডাকে জল দেখিয়া টুটিল বল
 সেইখানে অজয়েব হৈল ভাটী ॥
 ডানি বামে যত গ্রাম তাব কত লব নাম
 চাপাই সমুখে দবশন ।
 ধৰ্ম্মেব আদেশ পান দ্বিজ কপবাম গান
 পথে দেখা দিল নিবঞ্জন ॥

ধৰ্ম্মেব চরণে বঞ্জাবতী একধান । এই বর্তমান দেখ পুৰান দেহাবা ।
 চাম্পাই সেবন হেতু সত্বেবে পয়ান ॥ সত্যযুগে মক্কত কবেছে ঘবভবা ॥
 সাবধানে তবণী বাহিল দাবিকেশ্বৰ । ছবস্ত ছৰ্কাসা বনে ছবস্তক ঋষি ।
 চাপাই সেবনে পাইল এ দুই গ্ৰহব ॥ এগাব বৎসব ইথে ছিল উপবাসী ॥
 দেখিল চাইয়া স্থল বৈকুণ্ঠভুবন । বিস্তব সঙ্কটে ধৰ্ম্ম দিল দবশন ।
 কাতা (?) পড়ে হয্যা গেছে বীজি বেনা বন ॥ চম্পক-ধবণী বনি ধৰ্ম্মেব গাজন ॥
 মহিষ ভল্লুক বাঘ বিস্তব আচ্ছ বনে । পুৰদত্ত বাক্ৰই উসতপুবে ঘব ।
 তবণী বাঙ্কিয়া দেখে যত নায়্যাগণে ॥ এখানে পূজিয়া ধৰ্ম্ম পাইলা পুত্ৰবব ॥
 সাক্ষজাত ভকিতা সভাই উঠে তটে । তুমি একমনে পূজা কব নিবঞ্জন ।
 জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি সঘনে কপটে (?) ॥ তীৰ্থ চূড়ামণি এই চাম্পাই ভুবন ॥
 সামুলা বলেন বনি শুন বঞ্জাবতী । তবে যদি মবে ইথে শালে দিয়া ভব ।
 এই নদী চম্পক সাক্ষাং ভাগীবথী ॥ সাক্ষাং আপুনি হব সেই মায়াধব ॥
 ইথে দান দিলে অনেক পুণ্য পায় । পশ্চাং বলিব ধৰ্ম্মপূজাব বাবতা ।
 পবকালে সঙবিং^২ বিমানে স্বৰ্গ যায় ॥ মনে কব সাহস কিসেব মন বাথা ॥
 বিশেষ এহাব কথা কাশীখণ্ডে শুনি । দূর কব জঙ্গলং^৩ পূজাবং^৪ কব স্থল ।
 মবিল এহাব জলে সয়চান গৃধিনী ॥ অল্পদিনে জানিব ধৰ্ম্মেব বলাবল ॥
 বিবাদ বাধিয়াছিল বিষ্ণুপদতলে । বাব দিন নিয়ম বাবমতী পূজাবিধি ।
 দুই জন্ম নিমিত্তে নিধন এই জলে ॥ এহাতে অনাচ্ছ পাবে মনে কব যদি ॥
 বথে চডি স্বৰ্গ গেল গৃধিনী সয়চান । তবে সে ত্ৰিলোক্যবিজয়ী হব ধ্বনি ।
 এহাতে পুত্ৰেব বব দিব ভগবান ॥ তপ কৰ্যা এখানে মবিল কত মুনি ॥

এত শুনি রঞ্জাবতী অঝোর-নয়ান । সম্মাসী ভকিতা ডাকে ধর্ম জয় জয় ।
 ইছারানা হাড়িকে ডাকিয়া দিলা পান ॥ বঞ্জাবতী কান্দিয়া করুণা কিছু কয় ॥
 পান-ফুল দিয়া বলে বিনয় বচন । স্নান কর চম্পক সমুখে চণ্ডমুখী^{৩০} ।
 স্থান কর সত্তর আপনি কাট বন ॥ যাব পূজা সাধিলে শঙ্কর বড় সুখী ॥^{৩১}
 এত শুনি ইছারানা নিল পান-ফুল । তবে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় কদাচিৎ ।
 বামদিগে বন কাটে চাম্পায়েব কুল ॥ কানে সোনা দিব গজ-মুকুতা সহিত ॥
 হৈতাল ছরস্ত কাটে দব করে মূল । প্রতিজ্ঞনে পরাইব পুরটের বালা ।
 শাল পেয়া-শাল কাটে আঁকড বকুল ॥ তবে যেন দিবসে তিমির হয় আলা ॥
 লবঙ্গ সোদালী কাটে আর বাকসোনা । আইস ভাই ভকিতা চম্পক নদী যাব ।
 রাখিল শুখান কাষ্ঠ পোড়াইতে ধুনা ॥ জল পরশিলে পার পরলোকে পাব ॥
 বিশেষে বদরী কাটে খাজুর রঙ্গন । শুষ্ঠাছি পণ্ডিত-মুখে সাক্ষাৎ সামুলা ।
 সত্যের সমুখে রাখে তুলসীর বন ॥ কত লক্ষকের স্মৃতা হয়্যাছে হে তুলা ॥
 গর্জ্জন আসন বাথে দক্ষিণের কুল । ^{৩২}স্থল-গুণে শুষ্ঠাছি সজাগ শাস্ত্র পড়ে ।
 কেতকী কুড়ি কাটে কদম্ব শিমূল ॥ দেই অবতীর্ণ মায়া চম্পকের তড়ে ॥
 মার্জ্জনা করিলা স্থান মবকত^{৩৩} মতি । কাজ নাঞী বিলম্বে সকাল কব স্নান ।
 দেখিয়া হরিষ তবে হৈল বঞ্জাবতী ॥ তপস্বী করিলে মহী-ধন-পুত্রবান ॥
 করুণা-সাগরে ভাসে কমলবদনী । এত শুনি চাঁপাই চলিলা সর্ব্বজন ।
 কহিতে লাগিল শুন সামুলা বহিনী ॥ রূপবাম গীত গান দৈমন্তী-নন্দন ॥
 বন কাট্যা ইছারানা বাঞ্চিল জগদি ।
 যাহাতে কবিব পূজা ধর্ম গুণনিধি ॥ অবধানে শুন সভে ধর্ম ইতিহাস ।
 কপিলার গোমঞে পবিত্র কৈলা মাটি । ভূ-মন কবিলে হয় ধনপুত্রনাশ ॥
 তিনবার দিলেক চন্দনের ছড়া-ঝাঁটি ॥ ভূ-হাতে বেতের বাড়ি নাচে রঞ্জাবতী ।
 টাঙ্গাল্য আলম-চান্দা করে ঝলমল । বিবাদ-বরনা বাণ্ড বাজায় বায়তি ॥
 পরিপাটি সুন্দর পূজার কৈল স্থল^{৩৪} ॥ ডাল ভাঙ্গ্যা নিল হাতে ইন্তমান-
 চারিদিকে রাখিল পূজার আয়োজন । পোতা ।^{৩৫}
 রবি জবা সমান সিন্দূব আশী মণ ॥ সামুলা আমিনী নাচে জয়পাল-স্মৃতা^{৩৬} ॥

৩৮। অ মকরন্দ । ২৯। অ সমর্থিত হৃৎগামব গঙ্গাজল । ৩০। অ চতুর্মুখী ।
 ৩১। এই দুই ছত্রের স্থলে হ-পুথিব পাঠ । এ সার ভকিতে সবে ধর্মকে সিনাব । জ্ঞান
 অজ্ঞানের ফল তীর্থে থণ্ডাইব ॥ ৩২। এই ছয় ছত্র আদর্শ পুথিতে নাই । ইহা ন-পুথির পাঠ ।
 ৩৩। অ হাথ তুলা নৃতা কবে সম্মাসী ভকিতা । ৩৪। অ জয়পট হতা ॥
 ৩৫।

বাক্য পড়ে পণ্ডিত ভট্ট বেদ গান । মুক্তাহার আতপ তগুল তায় চিনি ।
 চম্পকে করিতে স্নান রঞ্জাবতী যান ॥ চাঁপা কলা পরিপূর্ণ উপরে সাজনি ॥
 চাঁপাই নদীর ঘাটে^{৩৫} দিলা দরশন । পরিপূর্ণ অমলা অবনী একাকার ।
 রায়টী পাথরে বান্ধা ঘাট বিলক্ষণ ॥ দধি ছুঁই পায়স অনেক উপহার ॥
 পলাশের বন যেন^{৩৬} পরিপূর্ণ পানা । চারিদিকে ভকিতা সম্মুখে রঞ্জাবতী ।
 ঘাট মুক্ত আপনি কর্যাছে ইছারানা ॥ দক্ষিণে বস্যাছে দ্বিজ পূজার পদ্ধতি ॥
 নীরে গিয়া নাখিলা ভকিতা বার জন । নানা পুষ্প দিয়া পূজা করে নিরঞ্জন ।
 পূর্বমুখে স্নান করে ধ্যানে বিচক্ষণ । একে একে আইল উনকোটি দেবগণ ॥
 সঙ্গে শূন্য সামুলা আমিণী রঞ্জাবতী । পঞ্চপাত্র ছয়ারী বেতাল আবাহন ।
 চম্পক করিলা নান ধ্যান একমতি ॥ জবা ফুলে সূর্য্য তবে সম্মুখে অর্চন^{৩৭} ॥
 হরিহর বাইতি চাঁপায়ে স্নান করে । গাজন বাহিরে থাকে কুবের ভাগুরী ।
 নিয়ম ধরিল স্তান নির্মল অন্তরে ॥ উকদণ্ড সম্মুখে জালিল সারি সারি ॥
 আশু-পূজা আরম্ভ করিল শুভক্ষণে । প্রজাপতি পবন পূজিলা ডানি ভাগে ।
 পূজার মণ্ডলী সাজে চামর চন্দনে ॥ প্রতি বোলে রঞ্জাবতী পুত্রবর মাগে ॥
 পুথি হাতে স্বস্তি ধ্যানে^{৩৮} পাঠক^{৩৮} ব্রাহ্মণ । ধূপধনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার ।
 প্রথমে গণেশ ঘট কৈল আবাহন ॥ শঙ্খধনি ঘন ঘন জয়ধনি আর ॥
 বেদ উচ্চারিলা স্বস্তিবাচক অন্তরে । দিন প্রতি দুইবার মিলে অর্ঘ্যদান ।
 আরস্তিলা অর্ঘ্যদান জবাফুল নীরে ॥ সত্য অমৃতাবে দেই সভাকে জানান ॥
 অপরঞ্চ ভূতগুন্ধি আর অঙ্গনাস । আনন্দের সীমা নাই চাঁপায়ের ঘাটে ।
 সহস্রকমলে হবি পতঙ্গপ্রকাশ ॥ সাংস্রয় ভকিতা সব জয় দিয়া খাটে ॥
 স্থাপিলা গণেশ পঞ্চ দেবতার পূজা ॥ সম্মুখে দাণ্ডাএ কেহ ঢুলায় চামর ।
 বামদিকে স্থাপিলা সর্বাঙ্গী অষ্টভুজা । এক পায়ে দাণ্ডায়া কেহ মাগে বর ॥
 রঞ্জাবতী রানী বলে কান্দিয়া কান্দিয়া
 ফুল তুল্যা যোগাইলা সাজি মনোহর ॥ পুত্রবর দিবে প্রভু বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া ॥
 মহাপূজা আরস্তিলা নানা ফুল ফলে । ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর ।
 পান ফুল বিটক কেশুর গঙ্গাজলে ॥ বিনয় করিয়া মাগি এক পুত্রবর ॥

৩৫। অ তীলে । ৩৬। অ চাঁপায়ের ঘাটে দেখে । ৩৭। অ সন্নিধানে । ৩৮। অ পণ্ডিত
 ৩৯। এই দুই ছত্র হ-পুণির অতিরিক্ত পাঠ । ৪০। অ স্থানে ।

কানা হউক খোঁড়া হউক একপুত্র দিবে । আপনি জানাবে পূজা ধর্মের চরণে ।
 অভাগীর পূজা তুমি হাত পাতে নিবে ॥ লোচন থাকিতে অন্ধকার দেখি দিনে ॥
 কাল দণ্ড দুই হাতে আগুন জলে তাষ । *১ বলিতে বলিতে রানী জলে দিল ঝাঁপ ।
 ধনা দিতে ঐমনি জলিয়া পড়ে গায় ॥ তপস্যা দেখিয়া রানীর ত্রিভুবন কাঁপ ॥
 চূর্ণমণি পাবকে পোড়াব সব তহু । পাবক সমান বাণ হীবা তুল্য ধাব ।
 দিবসে দ্বিগুণ দেখি তপনের রেণু ॥ মাঝ-বুকে ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার ॥
 রঞ্জাবতী একে একে করিছে সম্মাস ॥ ধার গুরু সমুখে সববে রাখি বাণ ।
 বিষম খাজুরকাঁটা কবে সর্বনাশ ॥ *২ অর্দ্ধচন্দ্র মাঝ-বুকে করে খান খান ॥
 তবে দিল আপনি ত অঙ্গ বলিদান । দু-হাত তুলিয়া বাণে ঝাঁপ খায়া পড়ে ।
 পুত্রবর দেহ মোরে প্রভু ভগবান ॥ জয় ধর্ম বলিয়া আপনি জিব নড়ে ॥
 আশী মণ ধনা পোড়ে অঙ্গের উপর । অর্দ্ধচন্দ্র মাঝ-বুকে করে খানি খানি ।
 তবু দয়া না করেন দিনের দিবাকর ॥ কোমরে কাপড় বান্ধা পাট ভাঙ্গে রানী ॥
 সন্নিধানে পাট ধরে সম্মাসী ভকিতা । এইরূপে সম্মাস কর্যাছে সারাদিন ।
 সম্মাস কর্যাছে বেণু রাজার ছহিতা ॥ আগুন-সম্মাস করি মরমে মলিন ॥
 মঙ্গের উপরে উঠে উচ্চ কুড়ি হাত । গতায়ত পাবকে প্রমাণ কুড়ি হাত ।
 দিবাকরে অর্ঘ্য দেই বহে অশ্রুপাত ॥ ধুনাব আগুন তায যেন বজ্রাঘাত ॥
 যুগ্ম নারিকেল করে জলে জবা যুড়ি ॥ গলায় জিজির বান্ধা দুই পায়ে বেড়ি ।
 তায তুলসীব পত্র দুই হাতে কড়ি ॥ লোহার শিকল কড়ে যায় গুড়ি গুড়ি ॥
 উচ্চস্বরে ব্রাহ্মণ বলাষ বেদবাণী । হবি বলে সম্মাসী ভকিতা দুই ভাগে ।
 সূর্য পানে চাইয়া বলে রঞ্জাবতী রাণী ॥ আগুনে চলিয়া যায় পুত্রবর মাগে ॥
 আমি অর্ঘ্য দান দিব হাতে হাতে নেও । মরমে বিকল হয়্যা বলে ঘনে ঘন ।
 বিনয় করিয়া বলি পুত্রবর দেও ॥ এক পুত্রবর মাগি প্রভু নিরঞ্জন ॥
 এক পুত্র বিনা দুই পুত্র নাহি মাগি । এত বলি আগুন উপবে আইসে যায় ।
 মোর পারা ত্রিভুবনে কে আছে অভাগী ॥ তথাপি চাঁপাই তীরে বর নাহি পায় ॥
 সাক্ষাৎ দেবতা তুমি দেখ সব চাইয়া । দুপাশে বিকল কাঁটা তায দিয়া স্ত্রুতা ।
 এক পুত্র দিবে প্রভু অভাগী দেখিয়া ॥ আইসে যায় জুড়ি হাত রাজার ছহিতা ॥

৪১। ন-পুথির পাঠান্তর পুত্রধন বিনা নাহি মাগি অল্প ধনে । এত বলি অর্ঘ্য দিল স্নানান্ত
 অরণে ॥ সূর্য্যাদ্য দান দিয়ে সাল পানে চায় । মরণেব তবে ধর্ম মনেতে থিয়ায় । ৪২। অ-বুকে
 চূর্ণ করে তুর্ণ মনে নাহি আন ॥

সামুলা আমিণী ঘন দেই জয় জয় । আমা পাষা ত্রিভুবনে নাঞী অভাগিনী ।
 সন্ন্যাসী ভকিতা কান্দে মনে পাষা ভয় ॥ এক পুত্র মাগি হে পাণ্ডব^{৪০} চূড়ামণি ॥
 তবে বানী সুন্দরী মাথায় পোড়ে ধুনা । দীনবন্ধু আপনি দিনের দিবাকর ।
 বিটম্বদনৌ কান্দে কবিয়া করুণা ॥ সত্যভাবে মাগি সভে এক-পুত্রবব ॥
 -পথে ঘাটে লোক দেখা^{৪১} বলে আট বংশ বিনে হীন জন্ম বিফল ভূতলে ।
 কুড়ি । পুত্রবব দেহ ধর্ম বজ্রাবতী বলে ॥
 তাব পাকে ধর্মঠাকুর মাথায় ধুনা পুড়ি ॥ এত বলি অর্ঘ্য দিল ধর্মের সমীপ ।
 বাঁজি বলি গালি দেয় সহোদব ভাই । মাথাব উপবে জলে ঘুতের প্রদীপ ॥
 অতএব বাসনা মনে সেবিতৈ চাপাই ॥ আসনে বসিয়া বানী জপে নাবাষণ ।
 বংশ দেহ ধর্ম ঠাকুর বলি উচ্চস্রবে । অভাগিনীও প্রতি দয়া কব নিবঞ্জন ॥
 এত বলি এম্যা যায় আগুন উপবে ॥ প্রসন্ন কমলে জবা অর্ঘ্য দান দেই ।
 সদাই ধুনাব বান^{৪২} জলিছে মাথায় । যুথি সঙ্গে পুনর্বপি জবা জল নেই ॥
 ঝল ঝল আগুন বারিয়া পড়ে গায় ॥ কান্দিতে কান্দিতে দেয় ধর্মের উপব ।
 জিব কেট্যা আপনি বানী বাথে পবাণে কাতব^{৪৩} হয়্যা মাগে পুত্রবব ॥
 কলাপাতে । এক মনে শুন সভে ধর্মশাস্ত্র-বাণী ।
 তবে জ্বালে প্রদীপ যে মাথাব মজ্জাতে ॥ সন্ন্যাস কবিল কত রজ্রাবতী রানী ॥
 বংশের কামনা হেতু সন্ন্যাস কবিল । তপস্তা^{৪৪} কবিতৈ তমু হৈল অবশেষ ।
 স্বপনে ধর্মের মায়া^{৪৫} তথাপি না হৈল ॥ তবু না পাইল রানী ধর্মের উদ্দেশ ॥
 কতেক সন্ন্যাস কবে চম্পকের তীরে । কেমন দেবতা ধর্ম না দেখি নয়নে ।
 রূপবাম গীত গান অনাগেব ববে ॥ কাষ্যসিদ্ধি না হইল চাপায়েব বনে ॥
 অহে ধর্ম ঠাকুর দিনেব দিবাকর । আনি খণ্ড-কপালিনী তোমাব দোষ কি ।
 বিনয় কবিয়া মাগে বজ্রাবতী বব ॥ এতদিন পোড়াইলু মাথায় ধুনা ঘি ॥
 কাণা হক গোড়া হক এক পুত্র দিবে । দশ দিন বৈ হইল কালি^{৪৬} একাদশী ।
 অভাগীও পূজা গোসাঞী হাতে হাতে চারিবিন্দু চক্রবাণ^{৪৭} বকে কৈল চুব ।
 লবে ॥ তবু দেখা নাঞী দিলা শ্রীধর্ম ঠাকুর ॥

৪০। অ জনৈ । ৪১। অ বহি । ৪২। অ দয়া । ৪৩। অ ঠাকুর । ৪৪। অ বিকল ।
 ৪৫। অ সন্ন্যাস । ৪৬। অ ধর্ম । ৪৭। অ শুবরীর ।

নতুবা বাড়িকে চল দিয়া বিসর্জন । দিন কত সম্যাস^{৭২} করিলে সতে তুমি ।
 সদাই ভরসা মনে তোমাব চরণ ॥ সাত জন্ম তপ কৈল পূবাণেতে শুনি ॥
 হুংখ পাইল সম্যাসী ভকিতা অচিবাং । আব কথা বলি বানী শুন সাবধানে ।
 কত আব মাথাব উপব দিব হাত ॥ তবে তুমি নিয়মে পূজিবে নিরঞ্জে ॥
 বচন বলিতে বানীব অঙ্গে নাহি বল । উত্তর আমাব (৭) গুরু বসিষ্টেব ববে ।
 দয়া না কবিলা ধর্ম ভকতবংসল ॥ এক জন্ম হয্যাছিল কিবাতেব ঘবে ॥
 কোথা কোন দেবতা দুবন্ত হয্যা আছে । অনাগ পূজেন বলি নর্মদাব তৌবে ।
 কত আব ককণা^{৭৩} কবিব তব কাছে ॥ দেবতা সকল যত তাহাব ভিতবে ॥^{৭৪}
 তুমি বল্যাছিলে বলি চাঁপাই নদী যাবে । বক্রণ বিধাতা ইন্দ্র দেব ত্রিলোচন ।
 অষ্টদিনে সেখানে ধর্ম্বেব দেখা পাবে ॥ একে একে সম্যাস কবিল দেবগণ ॥
 বল্যাছিলে আপনি সম্যাস দিলা সব । সকলে আসিয়া সেবে ধর্ম্বেব চরণ ।
 হুংখদশা হৈল দূব তোমাব গোবব ॥ তবু নাঞী দযা কবে দেব নিবঞ্জন ॥
 ভাবথে মহিমা শুনি ব্যাসেব লিখন । বহুমতী ভাগীবথী জয়দুর্গা দেবী ।
 কোন গুণে সে জন দিবেক দবশন ॥ সাবিত্রী আমিনী হৈল যত দেব-সেবি ॥
 বব দিবে অনাগ প্রত্যয় নাঞী মনে । নিয়ম ধবিষা কত সম্যাস কবিল ।
 ললাট-লিখিত হুংখ না যায় খণ্ডনে ॥ ধর্ম্বে দবশন তাবা তব না পাইল ॥
 কাতবে ককণা বাণী বঞ্জাবতী কষ । তিনবাব মরুত কবিল ঘবভবা ।
 শুণ্ণাছে সদাই ঘবে পাণ্ডববিজয় ॥ বর্ত্তমান দেখ ধর্ম্বে পুঁবান দেহাবা ॥
 কত মনি মব্যাছে তপস্তা যাব জোব । সীতা মন্দোদবী তাবা সত্যেব আমিনী ।
 তথাপি ধর্ম্মের কেহ না পাইল ওব ॥ এখানে পূজিল ধর্ম্বে দেখ্যাছি আপনি ॥
 কোনখানে বৈসে ধর্ম্বে থাকে কোন । সভাকাব সিদ্ধ হইল মনেব বাসনা ।
 ঠাঞী । মকত বিধাতা হৈল ইন্দ্র দিন তানা^{৭৫} ॥
 কলিযুগে একথা বলিতে কেহ নাঞী ॥ সত্যে পূজা কব্যাছিল ইন্দ্রেব ইন্দ্রাণী^{৭৬} ।
 কেবা দেখ্যাছিলা ধর্ম্বে কেমত আকাব । গরুড-বাহনে দেখা দিল চক্রপাণি ॥
 জলে না স্থলে আছে নানা অবতাব ॥ মানব দেবতা যত জীবজন্তু^{৭৭} আছে ।
 তপস্তাতে পাবে ধর্ম্বে যোগে লেখা আছে । ^{৭৭} আগুনেব সনে পোড়ে কেহই না
 কত যুগ তপস্তা কবিলে পাই কাছে ॥ বাঁচে ॥

৫১। অ কবুল। ৫২। অ তপস্তা। ৫৩। অ অনাগ পূজিল বলে নর্মদার বলে। দেবতা
 সকল যত দিল পুষ্প জলে ॥ ৫৪। অ হানা। ৫৫। অ নন্দিনী। ৫৬। অ দেবন'ক।
 ৫৭। অ পাথকে বিস্তব যেন কিছু নাঞী কাছে ॥

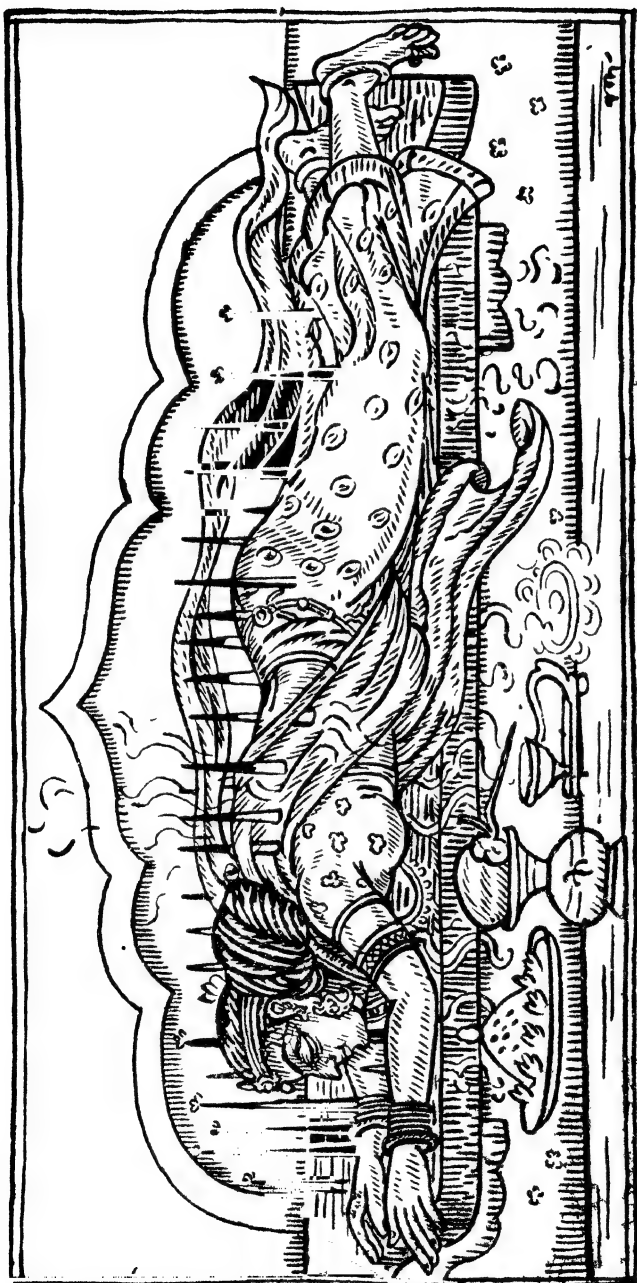
ইত্যাদি অনেক আছে নানা প্রেত ভূত । ইথে ভয় আসিলে অকায্য পরিণাম ।
 কব্যা দিল এ সব ধর্মের যত দ্ত ॥ গীত গান আনন্দে ব্রাহ্মণ কপবাম ॥
 অনন্ত হইতে সাধ নিত্য কবি মনে ।
 ধর্মের মহিমা যেন গাই বাজি দিনে ॥ সামুলা বলিল যদি এতেক নিশ্চয় ।
 জলে স্থলে ধর্মবাজ ধর্ম বিষ্ণুময় । বজ্রাবতী কান্দিয়া করুণা কিছু কয় ॥
 ধর্মের নিয়মে বনি সর্বজন বয় ॥ এমন মবিতে মনে শঙ্কা কিছু নাঞী ।
 তুমি সত্য পূজা বনি দিলে নিবঞ্জন । তাব কথা কহি দিদি শুন মোর ঠাঞী ॥
 তথাপি ধর্মের দেখা না পাইল স্বপনে ॥ আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপব ।
 মরুত সমান বনি তোব মন দড । কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধব ॥
 পতিব্রতা সতী তুমি সভা হৈতে বড ॥ সবে বলে মবিলে জীবন নাহি পায় ।
 ঘটে দিয়া বিসর্জন ঘব কেন যাবে । তোমাব বচন শুয়া প্রাণ উডা, যায় ॥
 শালে ভর দিলে তুমি পুত্রবব পাবে ॥ শালকাঁটা আগুন বজ্রের যেন ধাব ।
 এই স্থানে মব যদি শালেব উপব । ইথে ঝাঁপ দিলে নাঞী জীবনে নিস্তাব ॥
 অগ্ন্যথা নাহিক ইথে পাবে পুত্রবর ॥ মহীতলে অনেক আছিল যতি সতী ।
 শালে ভর দিয়া যদি হও খানি খানি । মবণ জেয়াতে^{৫৮} ছিল কাহাব শক্তি ॥
 তবে তোবে সাক্ষাৎ হইবে চক্রপাণি ॥ তোমাব বদনে শুনি অসম্ভব কথা ।
 পডাছি অনেক পুঁথি দেখাছি বিস্তব । দুর্কাসা ঋষি কপিল এসব গেল কোথা ॥
 এমন না জানি কতু অকাবণে^{৫৯} বব ॥ মবণ জেয়াতে^{৬০} কেহ নাহি^{৬১}
 কোনখানে নিবাস নিশ্চয় নাহি জানি । মহীতলে ।
 আপনি সদাই লভে আগমেব বাণী ॥ সাত জন অমব সংসাবে সতে বলে ॥
 বাতাস বরুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি জন । অস্থখামা বলি ব্যাস হনুমান আদি ।
 নিশ্চয় জানিবে বনি সেই নিবঞ্জন ॥ বিভীষণ পবশ্রবাম রুপ চিবজীবী ॥
 সত্য বাক্য বলি শুন শালে দেও ভব । বিষম শালের কাঁটা বুকে লাগে ভব ।
 বলাছি এ সব বাণী নেও পুত্রবব ॥ তবে যদি মবি আমি শালের উপব ॥
 তুমি বল প্রাণের বদলে প্রাণ পাই । বিদায় দিল সামুলা আমিনী ঘব যাউ ।
 অতএব আশ্রাছি আমি সেবিতে চাপাই ॥ চাপাই সেবনে বনি মিছা দুঃখ পাউ ॥
 যদি জান মরমে পুত্রের বব নিব । কিঞ্চিৎ প্রত্যয় বনি এই বাক্য শুনি ।
 আনন্দে অনাত্তপূজা দুইজনে দিব ॥ নয়নে সকল দেখি অগ্ন ভাব গুণি ॥

৬২। অ কান্দেন। ৬৩। অ ধর্ম নাঞী বব দিলে।

স্বর্ঘ্য পারা জলিছে ছ-কুড়ি শাল-কাঁটা ।
 সারি গাঁথা তায় দিল গামারের পাটা ॥
 রঞ্জাবতী আপনি শালের পূজা করে ।
 সিন্দুর রঞ্জন জবা শোভিত উপরে ॥
 শাল-কাঁটা বেড়িয়া জবার মাল্য দিল ।
 পূর্বমুখে রঞ্জাবতী বলিতে লাগিল ॥
 কুশে চাঁপাএর জল দিলা তিনবার ।
 তুমি সত্য নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার ॥
 সত্যযুগে ধর্মের পণ্ডিত এক ছিল ।
 তোমার মহিমা সেই পুরাণে লিখিল ॥
 কালরূপী হল্যা হরি ফলের কারণ ।
 নতুবা কলুষহরা লিখে সর্বজন ॥
 কেহ বলে শাল-কাঁটা কেহ বলে কাল ।
 হিমালয়ে পূজা দিল পণ্ডিত বেতাল ॥
 ভূত প্রেত পিচাশ সভাই হৈল জড ।
 তোমা হৈতে মুক্তি যে পায়্যাছে সব দড ॥
 আমি বড় অভাগিনী নহ প্রতিকূল ।
 নম নম বলিয়া বিস্তর দিল ফুল ॥
 দণ্ডবৎ অনেক করিল জোড়হাতে ।
 তখন সামুলা বলে রঞ্জার সাক্ষাতে ॥
 ভয় নাঞী অর্জুনসারথি মনে কর ।
 রাম কৃষ্ণ বলিয়া শালেতে দেহ ভর ।
 জগৎমণ্ডলে যদি কীৰ্ত্তি যশ রয় ।
 পরকালে অবশ্য তাহার কার্য হয় ॥
 দীনবন্ধু মনে কর গঙ্গা নারায়ণ ।
 সতে একদণ্ড দুঃখ এসব মরণ ॥
 মরণ-সময়ে যদি নারায়ণ বলে ।
 কাঞ্চনের বিমানে বৈকুণ্ঠপুরী চলে ॥

অজামীল সদৃশ সংসারে পাপী নাঞী ।
 কেমনে এড়াইল সেই শমনের ঠাঞী ॥
 এ কাণ্ড সাধিলে হব বংশ উপনীত ।
 কাজ নাঞী বিলম্বে বলিব কত নীত ॥
 এত শুনি উঠে রানী মঞ্চের উপর ।
 পুনর্বার বিনয়ে জানাল দিবাকর ॥
 মোর পারা অভাগিনী ত্রিভুবনে নাঞী ।
 সতে এক বংশ মাগি শুনি হে গোসাঞী ॥
 এক পুত্র কারণে এমত^{৩৪} জন্ম যায় ।
 স্বর্ঘ্য-অর্ঘ্যদান দিয়া শাল পানে চায় ॥
 শক্তি নাঞী শালের উপরে ভর দিতে ।
 দু-হাত তুলিয়া তায় পড়ে আচম্বিতে ॥
 শালের উপরে ভর দিলা দড়বিড় ।
 বুপ কর্যা ঝাঁপ দিল শাল হৈল ডেড়ি ॥
 বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার ।
 খানি খানি হৈল রানী রক্ষা নাহি আর ॥
 নাকে মুখে কধির ভাসিল চারি ভাগে ।
 মরিতে মরিতে মনে পুত্রবর মাগে ॥
 সর্বতলু বিক্সিল রক্তের কুলকুলি ।
 সামুলা আমিনী দেই জয় হুলাহুলি ॥
 কল্যাণী মানিকী মুখে গঙ্গাজল দেই ।
 সম্মাসী ভকিতা স্মৃতে রামনাম নেই ॥
 নড়িতে না পারে শালে তাজিল পরাণ ।
 হরি বলে সম্মাসী ভকিতা বিঘমান ॥
 পুত্রের কারণে মৈল শালে ভর দিয়া ।
 স্বর্ঘ্যের সাক্ষাৎ হত্যা উত্তরিল গিয়া ॥
 দুই প্রহরের রবি হইয়াছে উদয় ।
 তার পথ আগুলিয়া স্ত্রীহত্যা রয় ॥

যুকেতে বাজিল শাল পুষ্ট হৈল পার,
ঝানি খানি হৈল রানী রক্ষা নীহি আর।





আত্মত্যাগ করিল পাছে ডানিদিগে বাসা, পুৰানো জাদ্ধালে নাহি জীবনের আশা ।

স্বপ্ন দেখিলে ইহাও নিম্নপদতঃ ।

জীহত্যা কালীবর্ণ কালকুটী পারা ।
 পিঙ্গল নয়ন ছুটি অস্থিচর্মসারা ॥
 ঘুরে ঘুরে ঐমনি উলঙ্গ হয়্যা নাচে ।
 ৩৫ শীঘ্র অকস্মাৎ শব্দ সূর্য্যদেব কাছে ॥
 আকাশপাতাল মুখ দেখি লাগে ত্রাস ।
 রথের উপরে রবি করিতে চায় গ্রাস ॥
 বাম হস্ত তুল্যা নাচে দক্ষিণ হস্ত বৃকে ।
 দন্ত-কড়মড়ি দেই সূর্য্যের সমুখে ॥
 থাক থাক সকল বচনে হায় হায় ।
 গুড়িগুড়ি জীহত্যা আগুণে পাছয় ॥
 পূর্ণরাকা সদৃশ রথের বলমলি ।
 দেখিতে দেখিতে রথ হয়্যা গেল কালি ॥
 চূড়ায় চামর চাক্ষুঃ খজা উড়ে তাষ ।
 আচম্বিতে ঐমনি যে রথ পুড়্যা যায় ॥
 কালীবর্ণ রথ হৈল ঘোড়া আর রবি ।
 অরুণ সারথি হৈল জলধর-ছবি ॥
 সূর্য্যের সাক্ষাতে বলে অরুণ সারথি ।
 শালে ভর দিয়া মৈল রানী রঞ্জাবতী ॥
 পুত্রের কারণে মৈল চাঁপায়ের বনে ।
 তার হত্যা তুর্গগতি আগুলিল গনে ॥
 নৃত্য করে সমুখে তুলিয়া দুই বাহ ।
 যোগ পাল্যে বলরস্ত ঘেন হয় রাহ ॥
 বিমান হইল কালি তামার বরণ ।
 অহুমান করে পারা অকালে গ্রহণ ॥
 মহা অঙ্ককার হৈল অপরঞ্চ কি ।
 এসব অনর্থ করে বেণুরায়ের ঝি ॥
 অরুণের বচন শুনিঞা দিবাকর ।
 মনঃকথা মনে মনে চিন্তিলা বিস্তর ॥

পুণ্যবান হয়্যা যেবা পাপকর্ম্ম করে ।
 কলিযুগে সে পাপ আমার রথে ধরে ॥
 তুমি আমার সারথি অরুণ ছোট ভাই ।
 কিবা কাজ বিস্তর ৩৬ ধর্ম্মের সভা যাই ॥
 কেহ কেহ ইচ্ছাস্থে মরে গঙ্গাজলে ।
 তাহা দেখি তরাসে বিমান নাহি চলে ॥
 বিমাতা সহিত কেহ বৈসে একাসনে ।
 কালি-বর্ণ রথখান হয় দিনে দিনে ॥
 দ্বিক দ্বিক এসব বিষয়ে নাহি কাজ ।
 এত বলি সূর্য্য চলে ধর্ম্মের সমাজ ॥
 একে সূর্য্য আগুন দ্বিগুণ দুঃখ মনে ।
 বিমান রাখিয়া যান বৈকুণ্ঠভুবনে ॥
 সর্ব্বতলু সচঞ্চলে সর্ব্বলোকে দেখে ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম্ম মনের কৌতুকে ॥
 সারি সারি বস্তুছে উনকোটি দেবগণ ।
 কোপে কম্পমান সূর্য্য দেখিলা তখন ॥
 ব্রহ্মাদি দেবতাগণ হইল নিশবদ ।
 আপনি ঠাকুর তবে পাঠাল্য নারদ ।
 টেকী চড়া চলিল নারদ মুনিবর ।
 দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥
 ধর্ম্মের আদেশে নারদ মহামুনি ।
 মায়াব্রূপে আইলেন সূর্য্যের সরণি ॥
 বেনা গাছে জট বাঙ্ক্যা গড়াগড়ি যায় ।
 কোপে কম্পমান সূর্য্য দেখিবারে পায় ।
 সূর্য্য মনে জানিল নারদ মহাযতী ।
 কিমর্থে না জানি তবে এতেক দুর্গতি ॥
 দ্বিতীয় অস্থখ নাঞী ধূলয় ধূসর ।
 দুর্গতি দেখিয়া দুঃখে ভাবে দিবাকর ॥

~~পুত্রের কারণে মৈল এই তার পণ ।~~

অমুর বাক্যে পারা দিয়া বুঁট-নাড়া ॥

যেখানে সেখানে বসি ভাবেন উপায় ।
 দেবতা দেখিয়া পথে পড়িলা মায়ায় ॥
 মরিলা নারদ মুনি হইলা নিদান^{৩৭} ।
 বন্ধন করিল চুল তহু হতজ্ঞান ॥
 দয়া কর্যা আপনি অঙ্গের ঝাড়ে ধুলা ।
 নারদ চিস্তিলা মনে কন্দলের বেলা ॥
 কম্পমান মহামুনি বলে ডাক দিয়া ।
 তপস্বী ভাঙ্গিলি বেটা কিসের লাগিয়া ॥
 বেনা গাছে চুল বেছ্যা আমি তপ করি ।
 মনে মনে জপি আমি চতুর্ভূজ হরি ॥
 তোমার উপরে আমি ব্রহ্মশাপ দিব ।
 আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা সংসারে জানিব ॥
 এ বোল বলিয়া হাতে নিল গঙ্গাজল ।
 সূর্য্য সবিনয় করে মরমে বিকল ॥
 ব্রহ্মশাপ বৈ^{৩৮} পাপ নাঞী ত্রিভুবন ।
 ব্রহ্মশাপে মৈল সব সগরনন্দন ॥
 কৃষ্ণের ছয়ারী জয় বিজয় কুমার ।
 ব্রহ্মশাপে অহর হয়্যাছে তিনবার ॥
 তপস্বী হৈলে গোসাঞী ক্ষমা দেহ মনে ।
 দু-জনে হৈল প্রীতি প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
 দেবতা সমুখে গিয়া দিলা দবশন ।
 রবি দেখি উঠিলা যতেক দেবগণ ॥
 আপনি চঞ্চল প্রভু অনাথের নাথ ।
 দিবাকর বলেন শিরেতে তুলি হাত ॥
 শালে ভর দিয়া রানী রঞ্জাবতী মৈল ।
 প্রাণিগন্ধ অবতীর্ণ বাসি মড়া^{৩৯} হৈল ॥

পুত্রের কারণে মৈল এই তার পণ ।

পুত্রবর দিতে চল প্রভু নিরঞ্জন ॥
 তিন দিন নিধন জাহ্নবকে পাছে নেই ।
 সামুলা সেখানে থানা নিরবধি দেই ॥
 চল চল আপনি বিলম্বে নাক্তি কাজ ।
 পিতামহ সঙ্গে নেহ আব দেবরাজ ॥
 লহ প্রভু^{১০} বিশাই কামাব এত দূব ।
 তবে পুত্রবর দিতে চলিলা ঠাকুর ॥
 বৈকুণ্ঠ রাখিয়া ধর্ম্ম চলিল চাপাই ।
 স্তবর্ণবিমানে বসি যান ধাণধাই ॥
 পুত্রবর দিতে বড় হইল অভিলাষ ।
 দেখা দিলা উসংপুরে রাখিলা আকাশ ॥
 উসংপুর দেখিয়া চাঁপায়ে রথ যায় ।
 কত গুণ্ডা কাঞ্চনকিঙ্কণী বাজে তায় ॥
 কহুঝুঝু রথখান পরিপূর্ণ বোলে ।
 মন্দমন্দ আপনি ধর্ম্মের রথ চলে ॥
 হেন বেলা ব্রাহ্মণ দরিত্র মনোহব^{১১} ।
 বড় অপমান পাইল সাত ভায়্যাব ঘব ॥
 ব্রহ্মহত্যা ধর্ম্মের উপরে দিতে চায় ।
 রথে বস্ত্রা ধর্ম্মরাজ দেখিবারে পায় ॥
 এক মহাপাতকে বলিতে নাহি স্থল ।
 ব্রহ্মহত্যা দিবি কেন তার কথা বল ॥
 কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ মনোহর কয় ।
 সারাদিন ভিক্ষা মাগি তবু নাহি হয় ॥
 সাত ভায়্যার ঘরে বড় পাইছু অপমান ।
 ভিক্ষা নাহি দিল ভাগ্যে এড়াহু পরাণ ॥
 এক মাগী তার ঘরে আছে দস্তী রাঁড়ী ।
 পাছু পাছু কুকুর ছোবায় তাড়াতাড়ি ॥

৭২ । অ সম্বন্ধে ।

কোন কাণ্ডে অকালে মবিলা চন্দ্রমুখী ॥
 উর্বশী কমলা বলে বৃক্কে মাঝি^{১৩} ঘা ।
 পুত্রের কাবণে মবে অভাগিনী মা ॥
 আনে বলে এই সব অনাট্যেব মায়া ।
 নিদারুণ ধর্মের তখন হৈল দয়া ॥
 বর দিতে আপনি চলিলা নিবন্ধন ।
 পায়ে ধরি উল্লুক কবেন নিবেদন ॥
 দেবতা হইয়া দেখা দিবে কত জনে ।
 অঘোর বাদল কব চাঁপাএর বনে ॥
 আঁজা কব আপনি দেবতা কাবিকবে ।
 ঘব গড়্যা বাথে যেন পদ্ধতি উপবে ॥
 এ সব তোমাব মায়া এহা নাঞী মনে ।
 বিশ্বকর্মা বলি ধর্ম কবিল স্বরণে ॥
 বিশ্বকর্মা বলি ধর্ম স্বরণ কবিল ।
 অমবা নগবে বিশাই অস্তবে জানিল ॥
 ধাণধাই বিশাই চরণে কবি ভব ।
 বচন বলিতে পাইল চম্পক নগব ॥
 এস বাছা বিশ্বকর্মা নেহ ফুল পান ।
 ইতিমধ্যে মায়াঘব কবহ নিম্মাণ ॥
 অর্দ্ধপথে আপনি গডিবে মায়াঘব ।
 তথা গিয়া থাকিব সম্মাসী হবিহব ॥
 এত শুনি বিশ্বকর্মা নিল ফুল পান ।
 বচিল বিচিত্র ঘব পুংটসঙ্কান ॥
 ইন্দ্রবাজ বলি ধর্ম স্বরণ কবিল ।
 আসিয়া ত ইন্দ্রবাজ দবশন দিল ॥
 পান নেহ শুন ইন্দ্র আমার বচন ।
 এ মায়া-বাদল কব চম্পক-ভুবন ॥

অমুমতি পাইল যদি দেবতার রায় ।
 জলধর সহিত চম্পক দেশে যায় ॥
 বায় নাঞী বাতাস নাঞী ঘন আইসে
 জল ।
 আচম্বিতে মায়াতীরে এ মায়া বাদল ॥
 ছড ছড দুব দুব ডাকে চমৎকাব ।
 ঘন জল বরিষে বজ্রের পাবা ধার ॥
 কুল কুল শব্দ গগনে বিপরীত ।
 পর্কত কাপিল ঝড়ে অবনী-সহিত ॥
 বড বড গাছ তোলে মাটী হৈতে
 গোড়া ।
 শাল তাল তেঁতুল সকল হৈল মুড়া ॥
 একা নদী হৈল সাত সহস্র সাঁতাব ।
 তবঙ্গে তবঙ্গে গুরু স্রমেক সোসাব ॥
 বিপর্যয় বহা আইল বন হইল নদী ।
 এ সব ধর্মের খেলা নাঞী জানে বিবি ॥
 ধর্মের গাজনে তবে দেখা দিল জল ।
 ঝড়ে শীতে কম্পমান ভকিতা সকল ॥
 মায়া ঘবে লুকাইল পরণে বিকল ।
 চতুর্দিকে চায়া দেখে পবিপূর্ণ জল ॥
 দ্বিজবব ভঙ্গ দিলা সেতাই পণ্ডিত ।
 সিংহাসন জলে ভাসে ধর্মের সহিত ॥
 ভাসিল গণেশ ঘট পণ্ডিতের পুঁথি ।
 সাগর দাখিল হৈল গাস্তাবেব পাটী ॥
 কল্যাণী মানিকী দাসী থাকে দুই পাশে
 শাল-কাঁটা সহিত স্তম্বী জলে ভাসে ॥
 তবে বব দিতে প্রভু কবিল গমন ।
 দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তী নন্দন ॥

॥ লাউসেন-জন্ম পালা ॥^১

ঝড় বরিষণে বড় চম্পক আধার । গল্যা পড়ে ঐমনি ঝিৎ পচা গন্ধ ।
 রথ-ভরে দেখিল ঠাকুর করতার ॥ প্রভুর পরশে হইল পদ্ম মকরন্দ ॥
 নিদ্রাগত হইল দানী কল্যাণী মানিকী । সেইখানে বান-জলে করাইল স্নান ।
 ধবল চামর হাথে সদা হাপ্তমুখী ॥ গায়ের সহস্র শোভা ধরিল উজান ॥
 গগনে রহিলা বীর বিমান সহিতে । মনে হৈল রঞ্জাকে অবশ্য বর দিব ।
 আপনি ঠাকুর যান পুত্রবর দিতে ॥ আপনার মহাপূজা আপনি সাধিব ॥
 নিজ রূপ ঠাকুর তেজিয়া সেইখানে । কুশ জল জপি মুখে উচ্চারিল মন্ত্র ।
^২ ব্রহ্মচারী বেশে যায় রানী বিভ্রমানে ॥ দেখিতে দেখিতে রঞ্জা পাইল পূর্ব তনু ॥
 দণ্ড-কমণ্ডলুধারী অরুণবসন । পঞ্চভূত আত্মা বৈসে যার যথা-স্থান ।
 রঞ্জার সমুখে গিয়া দিলা দরশন ॥ অঙ্গের সহস্র শোভা ধরিল উজান ॥
 দয়াময় ঠাকুর করেন হায় হায় । মব্যাহিল বজ্রাবতী পাইল পরাণ ।
 মুখ হইতে রুধির চরণে বয়্যা যায় ॥ শূন্য-ভরে লুকাইল ঠাকুব নারায়ণ ।
 শালের উপরে বাঁপ দিয়্যাছে নিভয় । প্রাণ পায়্যা বজ্রাবতী চারি পানে চায় ।
 বেটার কারণে কেবা এত শাস্তি সয ॥ দেবতা অস্থব এক দেখিতে না পায় ॥
 এত বড় তপস্যা রাবণ^৩ করে নাঞী । কেবী দিল প্রাণদান চাম্পায়ের তীরে ।
 হেঁট-মাথা হয়ে ভাবে অনাথ গোসাঞী ॥ প্রাণ দিল যদিহাং বর দেউ মোরে ॥
 শাল হৈতে ধর্ম ঠাকুর তোলেন আপনি । প্রাণ দিয়া তবে যদি নাঞী দেয় বর ।
 নিদারুণ কাঁটাগুলি জলন্ত আগুনি ॥ পুনরপি হত্যা এই তাহার উপর ॥
 হাথে ধর্যা তুলিতে ঐমনি গল্যা পড়ে । হত্যা দিতে রঞ্জাবতী হাথে নিল ক্ষুর ।
 দুধারি শালের কাঁটা অস্থি নাঞী ছাড়ে ॥ হেন কালে হাথে ধরে দয়াল ঠাকুর ॥
 অনেক যতনে ধর্ম খসাইল কাটা । বর মাগ রঞ্জাবতী আমি দিব বর ।
 সাজিব অমর-গলে যোগসিদ্ধ-পাটা ॥ নিশ্চয় বলিল আমি প্রভু মায়াধর ॥

১। ন-পুথির পাঠ একেবারে স্তব্ধ । তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল ।

২। অ আচম্বিতে ব্রাহ্মণমুরতি বিভ্রমানে ॥ ৩। অ দেবতা ।

যে বব মাগিবে তুমি সেই বব দিব । বিশেষ বলিল। যদি অনাথের নাথ ।
 মনেব বাসনা তোব সফল করিব ॥ বঙ্গাবতী বলেন ছুড়িয়া হুই হাথ ॥
 কলিযুগে দেখা দিল আনন্দহৃদয় । কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জা বলএ বচন ।
 কান্দিতে কান্দিতে বানী বঙ্গাবতী কয় ॥ বিপাক তোমা'ব মায়া জানে কোন জন ॥
 নিবেদন ঠাকুর তোমার দুই পায় । বালক বাছুব চুরি হৈল বৃন্দাবনে ।
 রূপবাম ফকির ধর্ম্মেব গীত গায় ॥ একরূপ অনন্ত আপনি না'বায়ণে ॥
 নিবেদন কবি প্রভু তোমার চরণে । আপনি বালক হৈলেন আপনি বাছুব ।
 তুমি ধর্ম্ম ঠাকুর আমি জানিব কেমনে ॥ শিক্ষা বেণু হাথে নডি চরণে নুপুব ॥
 বলিতে উচিত মনে না কবিলে ক্রোধ । বিধি-অগোচব মায়া আমি কোন ছাব ।
 যদি দেখি চতুর্ভুজ মনেব প্রবোধ । দয়া কব ঠাকুর দিনের দিবাকব ॥
 যেইরূপ হয়্যাছিলে ত্রৌপদীর কাছে । তোমা'ব সাক্ষাতে গোসাঞী মাগি
 সেইরূপ দেখিতে আমাব সাধ আছে ॥ পুত্রবব ॥
 নতুবা যে'রূপ হৈলে পাবিজাত-হরণে । বাঙ্কী বাদ দিল ভাই দববাব ভিতব ॥
 সেইরূপ দেখিব ঠাকুর নিবজনে ॥ কান্দিতে কান্দিতে বানী বিশেষ বলিল ।
 করুণা কবিয়া বলে বঙ্গাবতী বানী । ঠাকুর বলেন আমি পুত্রবব দিল ॥
 আচম্বিতে চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি ॥ লাউ নাঞী খায়্য বঙ্গা লাউ নাঞী কয়্য ।
 আজামুলস্থিত-মালা দুর্বাদল-শ্রাম । পুত্র হৈলে নাম তা'ব লাউসেন খুয়্য ॥
 চরণে পড়িয়া কন্দে কোটী মুনবাম ॥ যেই মহা-ঋষি দিবে মকবে উদয় ।
 পূর্ণব্রজ অবতা'ব পৌর্ণমাসী তিথি । সেই হবে বঙ্গাবতী তোমা'ব তনয় ॥
 নাসিকাশিখবে শোভা কবে গজমোতি ॥ বাসর বক্ষিয়া যাবে কালিনী'ব স্নান ।
 ঠাকুর বলেন সতী শুন মন দিয়া । নারিকেল ভাসিয়া আসিব বিত্তমান ॥
 চতুর্ভুজ রূপ দেখ নয়ান ভরিয়া ॥ বড নারিকেল ভাঙ্গ্য্য স্থয়-অর্থ্য দিও ।
 বিমুখ আছিল বানী সমুখ হইল । ছোট নারিকেল বামা আপনি খাইও ॥
 গরুড-বাহনে দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ বঙ্গাবতী বলে মনে না হয় প্রত্যয় ।
 লোটায়্যা ক্রন্দন কবে অঝোর-নয়ান । মনেব মরম বলি শুন মহাশয় ॥
 বব মাগ বঙ্গাবতী বলে ভগবান ॥ চাম্পাই ঙ্গশানে ঐ নিষতক মবা ।
 যে বর মাগিবে তুমি সেই বর দিব । সত্য যুগে তরু ছিল কলিযুগে ধবা ॥
 মনের বাসনা তো'ব সফল করিব ॥ ফলে ফুলে যদি স্যাং ঐ গাছ দেখি ।
 পুত্র কোলে বংশ পাই মনে হয় সাক্ষী ॥

আচম্বিতে মায়া করে ভকতবৎসল ।
 মরী তরু প্রাণ পাইল করে বলমল ॥
 জীবন্ত হইল তরু নানা ফল ধরে ।
 কাঁচা পাকা সম ফুল ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
 গাছে ডাকে কোকিল দক্ষিণ দিকে বসি ।
 সঘনে উগারে মধু চঞ্চলে রূপসী ॥
 জামীর উত্তর ডালে মকরন্দ আম ।
 নারিকেল সমুখে গুবাক আর জাম ॥
 প্রতিভাব ধর্মের দেখিল রঞ্জাবতী ।
 কান্দিয়া বলিছে পুন বিনয়-ভারতী ॥
 অতি বৃদ্ধ পতি মোর না পারে উঠিতে ।
 অনাথের পদে বলে কান্দিতে কান্দিতে ॥
 আমার বয়স লঘু অতি বৃদ্ধ পতি ।
 বাসর বন্ধিতে আর নাহিক শক্তি ॥
 ঠাকুর বলেন রঞ্জা বাক্যে দেহ মন ।
 উপলক্ষ্য বিনা কার্য না হয় কখন ॥
 বুড়া স্বামী সঙ্গে তুমি বন্ধিবে বাসর ।
 মদন পাঠাইয়া দিব বলে মায়াধর ॥
 সাবিত্রী সমান হইয়ে ধর্মে থাকুক মতি ॥
 বাসর বন্ধিবে স্থখে সঙ্গে নিজপতি ॥
 এত বলি অনাথ হইলেন অন্তর্ধান ।
 রথে চড়ি সত্তরে বৈকুণ্ঠ গিয়া পান ॥
 ঝড়বৃষ্টি দূর হৈল ঝঞ্জন চিকুর ।
 চম্পকে বাদল ছিল সব হৈল দূর ॥
 রঞ্জাবতী নর পাইল দেখিল গোসাঞী ।
 সন্ন্যাসী ভকিতা যত হৈল এক ঠাঞী ॥

পাএ ধরি বিনয় বলিছে কোন জন ।
 তুমি মাত্র নয়নে দেখিলে নারায়ণ ॥
 সভাই বন্ধিত হৈল তুমি ভাগ্যবতী ।
 নয়নে দেখিলে ধর্ম অর্জুন-সারথি ॥^৪
 এত বলি চাঁপায়ে আনন্দ বড় হৈল ।
 রঞ্জাবতী রানী ঘটে বিসর্জন দিল ॥
 খসাল্য গলার পাটা ভাঙ্গিল নিয়ম ।
 ধর্মপূজা দেখিলে পালায়া যায় যম ॥^৫
 তিনবার চাঁপায়ে করিল প্রণিপাত ।
 নৌকার উপরে তুল্যা নিল দ্রব্যজাত ॥
 দণ্ড ধরি নৌকায় বসিল কত নায়া ।
 ঘর যান রঞ্জাবতী পুত্রবর পায়া ॥
 শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি নৌকার উপরে ।
 বাহিল চাঁপাই নদী এ ছই প্রহরে ॥
 ধর্মদহ বাহিল তরণী প্রাণপণে ।
 পাতাল হইতে জল উঠিছে গগনে ॥
 রাজবাটী সমুখে দক্ষিণে বৃন্দাবন ।
 সলিলে কুন্ডার ভাসে পর্বত যেমন ॥
 নৌকার উপরে বাজে কাড়া আর শিঙ্গা ।
 কালিনী গঙ্গার ঘাটে দেখা দিল ডিঙ্গা ॥
 দেখিতে দেখিতে পাইল ময়না নগর ।
 বিদায় হইয়া সন্ন্যাসী ভকিতা গেল ঘর ॥
 নানা ধনে সভাকার হৈল পুরস্কার ।
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বারে বার ॥
 আশীষ করিয়া সবে গেলা নিজালয় ।
 বন্দিএ মউরভট্ট রূপরাম গায় ॥

৪। এই পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আদর্শ পুথিতে আছে। ৫। অ সংজাত সহিত রানী করিল গমন।

রাজাকে ভেটিতে রানী রঞ্জাবতী যায় ।
 রঞ্জাবতী স্বামীর সমুখে গিয়া রয় ॥
 প্রণাম করিয়া বলে জুড়ি হই কর ।
 চাঁপাই ভুবনে আমি পাইল পুত্রবর ॥
 শুনিয়া বলেন রাজা এ বড় জঞ্জাল ।
 বসিলে উঠিতে নারি অতি বৃদ্ধকাল ॥
 ডাকাডাকি বারতা বলিল কানে কানে ।
 রঞ্জাবতী বসিল রাজার বিষ্ঠামানে ॥
 হাতাড়িয়া বৃড়া রাজা গায়ে দিল হাত ।
 বলিতে লাগিল রাজা রঞ্জার সাক্ষাৎ ॥
 তোমা না দেখিয়া প্রাণ কেমন কেমন
 করে ।
 পঞ্চদশ দিন তুমি নাই ছিলে ঘরে ॥
 চাঁপায়ে বিলম্ব হইয়াছে দশ দিন ।
 বংশে কেহ নাই মোর তোমার ,
 অধীন ॥
 ধর্মের রূপায় যদি কোলে বংশ হয় ।
 বৃড়া রাজা হাথে ধরি বলে সবিনয় ॥
 প্রবাল মুকুতা হীরা আছে নানা ঠাঞী ।
 তোমা বিনা সে ধন আমারে সাজে

নাঞী ॥

যত যত রত্তা কলা সকলি তোমার ।
 হস্তী বল অশ্ব বল যত কিছু আর ॥
 তুমি মোর বাড়ীতে লক্ষের ঠাকুরাণী ।
 রঞ্জাবতী বলে আমি কিছুই না জানি ॥
 স্বামী সঙ্গে আনন্দে বসিয়া কুতূহলে ।
 বড় স্নেহে ভোজন করিল সন্ধ্যাকালে ॥
 সকালে সারিল যদি রন্ধন ভোজন ।
 কল্যাণী মানিকী রামা ডাকেন তখন ॥

শুন গো কল্যাণী তোরে উপদেশ কই ।
 মানিকী আমার দাসী প্রেতরাজ বই ॥
 স্বামী সঙ্গে শয়ন করিতে সাধ যায় ।
 সাজাইবে বাসঘর এই তোমার দায় ॥
 পতি সঙ্গে বঞ্চিলে অবশ্য পুত্র হয় ।
 সর্ব অন্ধকার-বাজি কেহ কার নয় ॥
 ধন কড়ি যত বল সব অন্ধকার ।
 কোলে না থাকিলে বংশ দিবসে আন্ধার ॥
 দারুণ বিধাতা বস্ত্রা ভাঙ্গে আর গড়ে ।
 কতক বলিবে আর সব মনে পড়ে ॥
 অশ্রু স্বামীর সঙ্গে বঞ্চিব বাসর ।
 এত শুনি দুই দাসী গেল বাসঘর ॥
 অতি বড় বিচক্ষণ কল্যাণীর পাটি ।
 ধরিয়া ময়ূর-ঝেটা তায় দিল ঝাঁটি ॥
 পাড়িয়া শীতলপাটি পূর্ণ পরিমাণ ।
 তার উপর পাতিল রূপার খাটখান ॥
 দোসারি নেহালি পাড়ে নাম গঙ্গাজল ।
 শিরীষের ফুল হৈতে দ্বিগুণ নির্মল ॥
 আসে পাশে বালিশ মেথলা তায়
 দোলে ।

তরগি উজ্জল যেন বিষ্ণুপদতলে ॥
 উপর মগারি চালে লোহিত অম্বর ।
 কত শত নিতম্বিনী তুলায় চামর ॥
 অতি শুভ্র শয্যা হৈল যেন দুগ্ধফেন ।
 রানী সঙ্গে শয়ন করিব কর্ণসেন ॥
 শীতল চন্দন চূয়া রাখে বাটি বাটি ।
 পানগুয়া পরিপূর্ণ নানা পরিপাটি ॥
 শিয়রে রাখিল চাঁপা নাগেশ্বর মালা ।
 রসদীপক জ্বলিল দিবস হৈতে আলা ॥

মল্লিকা রত্নন কেয়া রাখে নানা ফুল ।
 শয্যার গৌরবে অলি সহজে ব্যাকুল ॥
 বাসঘর নির্মাণ করিল দুই চেড়ি ।
 শয্যার উপরে আগে যায় গড়াগড়ি ॥
 শয্যা দেখি মানিকী ধরিতে নারে মন ।
 তার পাকে গড়াগড়ি দিল দুইজন ॥
 রাখিল শীতল জ্বল পরিপূর্ণ ঝারি ।
 বুড়া রাজার কাছে গিয়া বলিছে

কিঙ্করী ॥

কানে কানে বাক্য বলে ডাগর ডাগর ।
 শয়ন করিতে রাজা যাও বাসঘর ॥
 দুই তিন ডাক দিলে এক ডাক শুনে ।
 দু-হাতে দু-দাসী ধরিল কর্ণসেনে ॥
 বড় পুণ্যে চল্য যায় দুই এক পায়া ।
 টল্যা পড়ে দু-দিগে বদনে নাহি রায়া ॥
 বাসঘরে বড় পুণ্যে দরশন দিল ।
 শয্যায় বসিয়া রাজা শয়ন করিল ॥
 একে শয্যা স্থীতল বিশাল-কুস্থম ।
 শয়ন করিতে বুড়া রাজা গেল ঘুম ॥
 শয়ন করিয়া রাজা থাকে বাসঘরে ।
 রজাবতী রানী হেথা নাসবেশ করে ॥
 দাসী এত্না যোগাইল অভরণ-পেড়া ।
 আপনি ঘুচায় তার দড়বন্ধ দড়া ॥
 বাম হাথে খসাইয়া রাখে তাড়বালা ।
 অলঙ্কার-কিরণ পতঙ্গ হতে আলা ॥
 বাসর বন্ধিতে রানী করে নাসবেশ ।
 স্বর্ণ চিরনৌ দিয়া আঁচড়িল কেশ ॥
 কাঞ্চনেতে যদি বাঞ্ছে কঠিন কবরী ।
 তায় মল্লিকার মালা দিল সারি সারি ॥

অলকা তিলকা দিল কপালে সিন্দূর ।
 মাঞ্জন করিয়া রামা পরে কর্ণপূর ॥
 পাশলি উপরে পলা দোসতি তেসতি ।
 রসকাঁটি পরে কত তাহার সংহতি ॥
 পরিল অপূর্ব তাড় যার নাহি মূল ।
 তাহাতে কতেক শোভা চিন্তামণি ফুল ॥
 দুই করে দিল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 আগে কড়ে রান্ধা কলি রবির কিরণ ॥
 শঙ্খের উপরে বাজুবন্ধ চারি ছড়া ।
 নাপান করিতে চাহে দিয়া হাতনাড়া ॥
 নানা অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি ।
 বেণুরায়ের কণ্ঠা বজ্রা পরিল কাঁচলি ॥
 নানাবর্ণ অবতার কাঁচলি-লিখন ।
 লিখিয়াছে সমুখে কালারি নিধুবন ॥
 চারি দিকে লিখন গোপিনীগণ নাচে ।
 রাধা চন্দ্রাবলী লেখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ॥
 তরুলতা বিস্তর শোভিত কুঞ্জবনে ।
 দানখণ্ড লেখা আছে তাহার দক্ষিণে ॥
 সারি সারি গোপিনী মথুরাপুরে যায় ।
 দানের কারণে হরি আপনি রহায় ॥
 কানাঞী বলেন দান দেহ গোপের ঝি ।
 কোথা লয়া যাও তুমি ঘোল হুঙ্ঘ ঘি ॥
 দান দিয়া যে কিছুর বস্ত্র গিয়া নায় ।
 এত বলি দুই ভাণ্ড হুঙ্ঘ কাড়ি থায় ॥
 যতেক নবনী ছিল মুয়ে নিঞা ঢালে ।
 এ সব লিখন যত কাঁচলির চালে ॥
 তার সেইখানে লেখা পারিজাত-হরণ ।
 ইন্দ্ৰের সহিত কৃষ্ণের যবে [হৈল] রণ ॥

কাঁচলি উপবে লেখা নানা অবতাব ।
 কালিয়-দমন লেখা জগতেব সাব ॥
 তার সেইখানে লেখা আছে পক্ষগণ ।
 সাবস কোকিল কাক খঞ্জরী খঞ্জন ॥
 চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহক টেঠ্যাবি ।
 কৃষ্ণবর্ণ বাউস লিখন সাবি সাবি ॥
 ধাওক ধাওকি চিল বঘু কালমুখী ।
 আড়াই বুড়ি ডিম কোলে ফুকবে
 ডাহকী ॥
 সরল কবল কাক মণিময় ভাষা ।
 দলপিপি কাম্য ডাকে নলবনে বাসা ॥
 ধুনা ভারুই উড়িতে ব্যালিশ নাদ পুবে ।
 ধানহলি ধানেব উপবে খেলা কবে ॥
 বাঁহুড তপস্তা কবে উর্দ্ধ দুই পায়া ।
 মউব পেখম ধবে পেয়া মেঘ-বায়া ॥
 পায়রা ঘুঘু লিখা আছে বুড়ি ছয় ।
 রায়মনি শালকী ভাবথ-কথা কয় ॥
 এমন কাঁচলিখানি হাসিয়া পবিল ।
 বজ্রাবতী বলে ভাল বেশ হ্যা গেল ॥
 বাছিয়া বসন পবে নাম গুয়াগুটি ।
 বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে লয় মুঠি ॥
 নাসেব উপবে বেশ তায় দিল চুয়া ।
 নাপান করিয়া খাইল গোটা দশ গুয়া ॥
 চবণে নৃপুব দিল অঙ্গে স্নানকব ।
 শয়ন কবিত্তে বামা যায় বাসঘব ॥
 চবণে চবণে যান বজ্রা চন্দ্রমুখী ।
 পাছু গোড়াইল দাসী কল্যাণী মানিকী ॥
 পানের বাটা জলেব ঝাঝি দু-জনেব
 কবে ।
 উত্তরিল রঞ্জাবতী শয়নমন্দিরে ॥

তবে যদি বাসঘবে দিল দরশন ।
 দূবে হৈতে স্বামী দেখে যেন নাবাষণ ॥
 নিদ্রা যান বুড়া রাজা আপনার মনে ।
 পালকে হেলান দিয়া বৈসে সেইখানে ॥
 সন্নিধানে বসিয়া স্বামীর পানে চায় ।
 নৃপুবেব সাড়া দেই গুয়া নাঞী যায় ॥
 শিয়বে বসিয়া বামা চিস্তেন তখন ।
 কিবা জানি মায়া দেবনিদ্রায় অচেতন ॥
 কদাচিৎ নাঞী পায় সোয়ামীর সাড়া ।
 নেড়ে চেড়ে দেখে যেন ছয় মাসেব
 মড়া ॥
 স্তম্ভবী শিয়বে বসি কবে অহুমান ।
 শীতল চন্দন চুয়া ছিল সন্নিধান ।
 পবিপূর্ণ গুলে দেই বুড়া বাজাব গায় ।
 দ্বিগুণ বাড়িল নিদ্রা গড়াগড়ি যায় ॥
 শীতল চন্দন তাহে যুবতীর হাত ।
 বড় ঘূমে পাগল হইল ক্ষিতিনাথ ॥
 মনে কবে স্তম্ভবী এমন কেন হল্য ।
 হেন বুঝি বাসঘবে বুড়া বাজা মৈল ॥
 এত মনে চিন্তা কবি স্বামীবে চিযান ।
 গা তোলো গা তোলো গোসাঞী খাও
 গুয়াপান ॥
 খাইয়া লাজেব মাথা হাথে ধবি তুলে ।
 আকাশেব পাথব পড়িলে যেন গলে ॥
 ঘন ঘন কঙ্কণ ঝঙ্কাবে ডানি কানে ।
 সঘনে নৃপূর্ব সাড়া দেই ঘনে ঘনে ॥
 কামে হয়্যা কাতব কঠিন চক্ষে চায় ।
 অসম্ভব মনে কবে কি হবে উপায় ॥
 -পবন-পয়ান নিশি পোহাইয়া যায় ।
 মিছা হৈল যে বোল বলিল ধর্মরায় ॥

প্রভাত হৈলে নিশা পুত্র নাকি হব ।
 কল্যাণী মানিকী বলে কি বুদ্ধি করিব ॥
 কৰ্ম্মসিদ্ধি নাঞী হয় উপলক্ষ বিনে ।
 মিছা দুঃখ পাইল গিয়া চাঁপাই ভুবনে ॥
 ব্যথা পাইয়া কান্দে রামা হইয়া আকুল ।
 আছিল লভ্যের আশা হারাইল মূল ॥
 এত শুনি কল্যাণী মানিকী কিছু কয় ।
 শুন ঠাকুরাণী সত্য বলিল নির্ভয় ॥
 ঘূমে হয় কাতর এসব হইল ভাটি ।
 পানের বোটা ছিড়ে স্বামীর কানে দেও
 কাটি ॥
 পরিহাস বচন বলিল দুই দাসী ।
 ধর্ম্মরাজ মনে করে রঞ্জা ত রূপসী ॥
 বুড়া স্বামী কোলে করি ধর্ম্ম মনে করে ।
 দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রাঘের বরে ॥
 একমনে শুন সবে ধর্ম্ম-ইতিহাস ।
 দুই মন করিলে হয় ধন পুত্র নাশ ॥
 বাসঘরে সুন্দরী চিস্তেন নিরঞ্জন ।
 এবার উদ্ধার কর ময়না ভুবন ॥
 তোমার বচন মিথ্যা নাই কোন কালে ।
 আপনি দিয়াছ বর চাঁপাই নদী কূলে ॥
 মনে ধর্ম্ম স্মরণ কবিল তিন বার ।
 হেন বেলা বৈকুণ্ঠে জানিল কবতার ।
 অন্তরযামিনী ধর্ম্ম জানিল তখন ।
 রঞ্জাবতীর বাসঘরে পাঠাল মদন ॥
 আগে আসে বসন্ত মদন পাছআন ।
 ময়না নগরে গিয়া হৈল অধিষ্ঠান ॥
 কাঁচ হল্য কাঞ্চন কাঞ্চন হল্য কাঁচ ।
 বসন্তের বাতাসে বহির গর্ভ গাছ ॥

কোকিলের শব্দ শুনি ভ্রমর ঝঙ্কারে ।
 ময়না আকুল হৈল নানা অবতারে ॥
 জরা হৈল যুবক যুবক হৈল আল ।
 মন্দ মন্দ সদাগতি লোকে বলে ভাল ॥
 আপুনি মদন গিয়া বাসঘর পায় ।
 দুরন্ত বাতাস লাগে বুড়া রাজার গায় ॥
 নিদ্রাভঙ্গ বুড়া রাজা উঠিল তখন ।
 যোল বৎসরের যেন হৈল মদন ॥
 হেন বেলা রঞ্জাবতী পশ্চাৎ হইল ।
 কর্ণসেন বুড়া রাজা বসন ধরিল ॥
 বিনয়বচন বলে টানাটানি করে ।
 আমার সমুখে বৈস পালঙ্ক উপরে ॥
 ঘব বাড়ী তোমার যতেক মালমার্জী ।
 যুবতী সহিত বুড়া ঘোড়ে নানা কথা ॥
 শঙ্খ আছে সুন্দর উপবে কেন টেড়ি ।
 বাজুবন্দ গডাতে ভাঙারে নাঞী কড়ি ॥
 পঞ্চাশ মোহর রানী হাথে হাথে নেও ।
 পানপুষা সাজিয়া আপনি হাথে দেও ॥
 এত বলি হাথে ধরি কাছে বসাইল ।
 গন্ধফুল পায়্যা যেন ভ্রমর মাতিল ॥
 মুখে মুখে যুগলে যুগলে দুইজন ।
 রতিসুখ বিলাস করিল একমন ॥
 কালঘামে ছারখার সীঁথার সিন্দুর ।
 কানের নিকটে বাজে পায়ের নুপুর ॥
 মরমে পাইল ব্যথা রাণী রঞ্জাবতী ।
 অহুচিত বিরলে বঞ্চে স্তখে রতি ॥
 পারি নাঞী রঞ্জাবতী বলে তিন বার ।
 কাঁচলি হইল দূর ছিঁড়ে গেল হার ॥

মদন বসন্ত হৈল বৈকুণ্ঠে বিদায় ।
 পতি সঙ্গে রঞ্জাবতী বাসরে ঘুমায ॥
 বাসঘরে রাজা রানী রহিল শয়ন ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখে প্রভু নিবঞ্জন ॥
 বামরাত্রি পোহাইল কোকিল
 কাডে বা ।
 শয়ন তুলিয়া কর্ণসেন তুলে গা ॥
 ঝাঝি হাথে কর্ণসেন কবিল পয়ান ।
 বাহিব দলজে বৈসে কবিয়া দেওন ॥
 বাসঘবে রঞ্জাবতী নিদ্রায় অচেতন ।
 শিয়বে বসিয়া দাসী চিওন তখন ॥
 ঘন ঘন বলে গা তোল ঠাকুবাণী ।
 চাৰি দণ্ড বেলা হৈল মুখে দেও পানি ॥
 এত শুনি রঞ্জাবতী অস্থিত হয়্যা ।
 স্নান কবিবাবে যান' ঈষৎ হাসিয়া ।
 তৈল আমলকী নিল কল্যাণী মানিকী ।
 কালিনী গন্ধাব ঘাটে গেল চন্দ্রমুখী ॥
 পাথবে বসিয়া কবে অঙ্কেব মার্জনা ।
 সমহিত স্তম্ভবী মাজিল রূপা সোনা ॥
 স্নান কবে বঞ্জাবতী চাৰি পানে চায় ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম দেখিবারে পায় ॥
 ঠাকুব বলেন শুন যত দেবগণ ।
 বঞ্জাবতী'ব গর্ভে জন্ম নিব কোন জন ॥
 পশ্চিম উদয় দিতে আছে কাহার
 শক্তি ।
 অংশ-অবতাবে কেবা যাব বসুমতী ॥
 এক দণ্ড এহাব বিলম্ব নাহি সয় ।
 কলিযুগে দিতে চায় পশ্চিম-উদয় ॥
 ধর্ম বলি কলিযুগে না জানিল জীব ।
 কত আব উদ্ধার কবিব সদাশিব ॥

রাম-নামে পাতকী কতেক হৈল পাব ।
 তথাপি না হৈল ধর্ম-পূজার প্রচার ॥
 এত যদি বলিল আপনি ধর্মবায় ।
 আচম্বিতে চিন্তা গুরু দেবতা-সভায় ॥
 সহস্রলোচনে বলে বিধাতাব কানে ।
 এসব ধর্মের খেলা এহা কেবা জানে ॥
 অবনী আসিতে সডে শঙ্ক্য কবে মনে ।
 অশেষ পাতক গুরু সগল ভুবনে ॥
 এত শুনি শঙ্কব চিন্তিল অসম্ভব ।
 হেটমুখে সেখানে দেবতা থাকে সব ॥
 উলুক বলেন গোসাঞী শুন মন দিয়া ।
 কশ্যপ-নন্দন মহী দেহ পাঠাইয়া ॥
 ব্রহ্মাব শক্তি নাহি পশ্চিম-উদয় দিতে ।
 লাম্বাদিত্য যাবেক অবনী জন্ম নিতে ॥
 মহামুনি বঞ্জাব জঠবে জন্ম নিব ।
 জগতে জন্মিলে সেই পশ্চিম-উদয় দিব ॥
 সে দিব পশ্চিম-উদয় হাকণ্ডে ভিতব ।
 কলিযুগে পূজা তুমি পাবে প্রতি ঘব ॥
 এত বলি আনে তথা কশ্যপ-নন্দন ।
 জোডহাথে বলিছে উনকোটা দেবগণ ॥
 বসুমতী যাত্রা কব কশ্যপ-তনয় ।
 তুমি দিবে কলিযুগে পশ্চিম-উদয় ॥
 এত শুনি জীবন তেজিল গঙ্গাজলে ।
 শুভক্ষণে যাত্রা কবে সয়াল মণ্ডলে ॥
 ছোট নাবিকলে তাব বাখিল জীবন ।
 দুই নারিকল হাতে নিল নারায়ণ ॥
 হুম্মানে তখন বলেন ডাকিয়া ।
 বঞ্জাবতী স্নান করে ঐ দেখ চায়্যা ॥

রঞ্জাবতী বিশেষ আমার ব্রতদাসী ।
 তুমি চল মরতে সুসাক্ষ্য (?) ভালবাসি ॥
 ভাসাইবে নারিকেল রঞ্জাবতীর কাছে ।
 এতে বংশ জন্মিব ললাটে লেখা আছে ॥
 এত শুনি হনুমান করিল পয়ান ।
 ভাসাইল নারিকল রঞ্জা বিগ্ৰহমান ॥
 উজ্জান ভাসিয়া যায় দুই নারিকল ।
 রঞ্জাবতী রানী দেখি হাসে খল খল ॥
 আপুনি তো রানী ছুই নারিকল ধরে ।
 ডুব দিতে উলট-কমল পাইল করে ॥
 বড় নারিকল ভাঙ্গ্যা সূর্য্য-অর্ঘ্য দিল ।
 ছোট নারিকল রামা আপুনি পাইল ॥
 গর্ভবাসে জন্ম নিল কশ্যপ কুমার ।
 মরমে মোহিত হৈল ময়না নগর ॥

আনন্দ মজিল লোক অবতার-ভাবে ।
 জন্মহিত (?) কমল সঞ্চয় হৈল যবে ॥
 রানী রঞ্জাবতী গেল আপনার ঘর ।
 দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়ের বর ॥
 তবে যদি জন্ম নিল কশ্যপনন্দন ।
 আনন্দিত হৈল যতেক দেবগণ ॥
 প্রথম মাসের গর্ভ হয় কিনা হয় ।
 জগতে যুগল মাসে কানাকানি কয় ॥
 তিন মাসে চুয়াইল নোতন জীবন ।
 চারি মাসে নাহি চলে দুখানি চরণ ॥
 অঙ্গনা-সমাজে রঞ্জা মাথা করে হেট ।
 হাত বুলাইয়া দেখে কেহ বলে পেট ॥
 গর্ভ-হেতু রূপ বাড়ে দিবসে দিবসে ।
 পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খাইল পঞ্চ মাসে ॥
 কর্ণসেন বলে রাণী তুমি মোর প্রাণ ।^৬

[পরিশিষ্ট]

॥ জন্ম পালা ॥

কান্দিয়া আকুল হইল ভকিতা সন্ন্যাসী । কাজল-বরণ জল করে মিসমিস ।
 সামুদার পায়ে ধরি বলে দুই দাসী ॥ দেখিয়া পরাণ উড়ে যেন কাল-বিষ ॥
 সাংসার ভকিতা সব চরণে লোটিয় । উজান বাহিতে নৌকায় বড় দুঃখ পায় ।
 কোন রূপে কেমনে দেখিলে ধর্ম্মরায ॥ হাথে প্রাণ কর্যা তবে তরঙ্গ এড়ায় ॥
 বাড় হইল ঝঙ্কনা বাদল বিপরীত । বাহ বাহ নাবিক বলিছেন লঘুতব ।
 নহলী বাতাস তায় নিদারুণ শ্লীত ॥ রাঙ্গামেট্যা কেঁরয়াল কুমকী ঘাগর ॥
 এমন বাদল দেখি কাব ছিল জ্ঞান । পর্বতপ্রমাণ চেউ তরণী তপন ।
 সবাই দেখিতে আইলাম সেই ভগবান ॥ নাবিক স্বজন বড় সাবধানে যান ॥
 বিনয় করিয়া রানী রঞ্জাবতী কয় । রাখিল দুবন্ত দহ তরঙ্গ গভীব ।
 কান্দিতে কান্দিতে বলে অতি সবিনয় ॥ তবণী উপবে জল উঠে এক তীব ॥
 সাক্ষাৎ দেখিলাম ধর্ম্ম চতুর্ভুজ বেশ । নাবিক সকল বলে মন কথা নাঞী ।
 মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হইল চল যাই দেশ ॥ রঞ্জাবতী মনে করে শ্রীধর্ম্ম গোসাঞী ॥
 পণ্ডিত ঠাকুর ঘটে বিসর্জন দেও । জাহাজ দ্বিগুণ দেখি তরণীব আড়া ।
 সাবধানে সভাই পূজার দ্রব্য নেও ॥ বাহিল উজান-ভাটী দারিকেশ্বর ছাড়া ॥
 বচন বলিতে সঁভে বিলম্বন হইল । সত্য যুগ হইতে উজান-ভাটী বয় ।
 সামলিয়া দ্রব্য যত নৌকায় তুলিল ॥ বামেতে বিনন্দপুর্ব্ব বাড়ী চারি রয় ॥
 সাবধানে তুলিল ধর্ম্মের রথঘর । ডানি বামে অপরূপ দেখিল দেউল ॥
 কলধৌত বস্ত্র তায় ধবল চামর ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ দেখে পায়ে পদাফুল ॥
 চন্দন কাঠ নিল চুয়ার ভাজন । সমুখ দক্ষিণভাগে থাকে উসংপুর্ব্ব ।
 নৌকায় বসিল ঘটে দিয়া বিসর্জন ॥ তথা হইতে ময়না ছু ক্রোশ সতেং দূর ॥
 আবাহন ঘটে রানী বিসর্জন দিল । জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি শুনিতে সুন্দর ।
 চাম্পাই গঙ্গার ঘাটে ধূল ভাসাইল ॥ কহিতে বলিতে পাইল ময়না নগর ॥
 নৌকায় নাবিক বস্ত্র বলে রাধানাথ । দেখিতে ভাঙ্গিল দেশ ছোট বড় লোক ।
 হরি হরি বলিয়া চলিল সাক্ষজাত ॥ রঞ্জাবতী দরশনে পাশরিল শোক ॥

আনন্দে আইল বন্ধু-বান্ধবের কুল । চাঁপাই সেবন হেতু হইল এতদিন ।
 সভাকে আশিষ দিল চাঁপায়ের ফুল ॥ বর পেয়া বাণীকে আশ্রাছি দণ্ড তিন ॥
 নাটগীতে সভাই পাইল নিকেতন । অনেক সঙ্কটে বর দিল নিরঞ্জন ।
 কেহ বলে সন্ধ্যা দেখিল নিরঞ্জন ॥ শুনিঞা সন্তোষ বড় নৃপতির মন ॥
 সামুলা আমিনী আদি হইল বিদায় । রাজা বলে কেমনে হইল বরদায় ।
 রাজাকে ভেটিতে রানী রঞ্জাবতী যায় ॥ রঞ্জাবতী হাথে ধরি জিজ্ঞাসেন রায় ॥
 বুড়া রাজা কর্ণসেন বসিয়া আলয় । ধর্মের মায়া कहনে নাঞী যায় ।
 চারিদিকে নফর চাকর অতিশয় ॥ অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥^৩
 সেইখানে রঞ্জাবতী করেন প্রণিপাত ।

রঞ্জাবতী বলে রাজা করিহু ধর্মের পূজা

পরিপূর্ণ হইল বার দিন ।

চাঁপাই বৈকুণ্ঠস্থল দৈব তার অমূল

তপস্রা করিহু রাত্রি দিন ॥

সাজিল ধর্মের যাত সন্ন্যাসী ভকিতা সাথ

হরিহর সামুলা আমিনী ।

কুলপুরোহিত গুরু জ্ঞান যার কল্লতরু

নিরাহার দিবস রজনী ॥

পুরাণপদ্ধতি মত পূজা দিল কত শত

নাঞী পাই ধর্মের উদ্দেশ ।

অব্যয় ধুনীর রেণু দাহন করিহু তহু

জীবন হইল অবশেষ ॥

তায় বড় পাইল্য দুখ তিলেক নাঞীক স্মৃথ

শালে ভর দিহু পরিণাম ।

হৃদয়ে বাজিল কাল পিঠে পার হইল শাল

দৈব-হেতু বিধি হল্য বাম ॥

সূর্যের উদয়হীন শালে মরে তিন দিন

ঝড় বৃষ্টি ঝন্ঝানা বিধান ।

ঠাকুর দিলেন প্রাণ চতুর্ভুজ নারায়ণ

সাক্ষাৎ দেখিলাম ভগবান ॥

৩। পা-পুষ্টি রূপরাম গীত গান ধর্ম যার সখা । পলাসনের বিলে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥

দিল গোসাঞী পুত্রবর আনন্দে আশ্রাছি ঘর
ইহাথে অন্তথা কিছু নাই ।
রূপরাম গান গীত সর্বলোক হরষিত
সখা যার অনাত্ত গোসাঞী ॥

কর্ণসেন বলে বজ্রা তুমি মোব প্রাণ । বিরহবচন শুনি সদা হান্তমুখী ।
জাতি কুল সম্পদ জীবন জ্ঞান ধ্যান ॥ বাসঘবে দেখা দিল কল্যাণী মানিকী ॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন ময়নাব নাথ । বিনোদ মন্দির ঘব কবে ঝলমল ।
হাতাডিয়া দিলেন রঞ্জাব গায় হাথ ॥ চাৰি চাল ছাউনী চামব গঙ্গাজল ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা আছে নানা ঠাঞী । নানা চিত্র পামরি উপবে লেখা ফুল ।
তোমা বিনা' সে ধন আমাবে সাজে বিকশিত পদ্ম পুষ্প তায় অলিকুল ॥
নাঞী ॥ ঘর দেখি মনে মনে মাতিল মনোজ ।
কমলবদন তোমার মুখে বৈসে অলি । কল্যাণী মানিকী নাবে ধবিতে ধৈবজ ॥
আজি বড কৌতুকে কবির বসকেলি ॥ পবিত্র করিল ঝাড়ি বিচক্ষণ পাটি ।
তুমি মোব বনিতা বিশেষ ভাগ্য বড । ময়ূরপালক ঝাটা ঘবে দিল ঝাটি ॥
সদাই ধর্মেব পায় তোব মন দড ॥ পাতিল শীতলপাটি তায় সাবধান ।
মোর মনে সদাই তোমাব বাক্য শুনি । তায় পুন বাখিল অপূর্ব খাটখান ॥
বাসর বঞ্চিব স্থখে সবস বজনী ॥ পূবটেব পাছাড়া ঝাপি অপিল খাটে ।
বাজার বচন শুনি রানী দিল সায় । চারিখুবা পালঙ্কে দেখিতে ভাল ঠাটে ॥
কল্যাণী মানিকী গুণা হেস্তা পাক^৪ যায় ॥ গঙ্গাজল নেহালী তায় পাতে চাৰি
উলাসিত সংসাব আনন্দ বড মন । থব
সকাল করহ সাক্ষ বন্ধন ভোজন ॥ উপবে মশাবি টাঙ্গে লঙ্ঘিত চামব ॥
ভোজন করিয়া সাক্ষ বস্ত্রা মন হরে । ছুপাশে সিথানা বাথে শিয়বে বালিশ ।
বজ্রাবতী বানী বলে মানিকীব তবে ॥ ছ-কুড়ি টাপাব মালা কাঞ্চন সদৃশ ॥
মানিকী প্রাণের দাসী সদাই গোরব । নৌতন মল্লিকা কেয়া পবিপূর্ব খোবা ।
দুঃখজালা দুব হল্য তোমা হৈতে সব ॥ পদ্মেব সৌরভ তায় চন্দনের ঝারা ॥
সদাই তোমার বাণী জীবন উপায় । ঝাবি ভর্যা রাখিল শীতল গঙ্গাজল ।
স্বামী সঙ্গে শয়ন কবিতে সাধ যায় ॥ কাঞ্চন বাটিতে রাখে চন্দন শীতল ॥

বাসঘরে শয়ন করিব কর্ণসেন ।
 নির্মাণ করিল শয্যা যেন পয়-ফেন ॥
 মনোহর বালিশ রাখিল স্বকোমল ।
 বিনোদ মন্দিরে শয্যা করে বালমল ॥
 খণ্ড চিনি মণ্ডা রাখিল উপহার ।
 নারিকেল লাডু খণ্ড চাপা কলা আর ॥
 ষোল কলা পূর্ণ হইল শয়নমন্দিরে ।
 রাজাকে বচন দাসী বলে ধীরে ধীরে ॥
 ডাগর বচন দাসী বলে ডাক দিয়া ।
 বাসঘরে ভূপতি শয়ন কর গিয়া ॥
 দুই তিন ডাক দিলে এক ডাক শুনে ।
 উঠিতে বসিতে নারে বিস্তর যতনে ॥
 অনেক যতনে কর্ণসেন তোলে-গা ।
 কদাচিৎ চলে রাজা দুই এক পা ॥
 দুই দাসী রাজার ধরিল দুই করে ।
 অনেক যতনে রাজা গেল বাসঘরে ॥
 চলিতে না পারে রাজা কাঁপে থর থর ।
 শয়ন করিল গিয়া খট্টার উপর ॥
 [মনে বড় স্থখ পাইল মল্লিকা কুসুম ।
 শয়ন করিতে বৃদ্ধ রাজা গেল ঘুম ॥
 ঐরূপে নিদ্রাগত নাই পাই সাড়া ।
 গঙ্গাজলে ভাসে যেন দু মাসের
 মড়া ॥^৭]
 বাসঘরে শয়ন করিল নরপতি ।
 নাস বেশ করে [হেথা] রঞ্জা রূপবতী ॥
 [শ্রীধর্মের মায়া কহনে নাঞী যায় ।
 অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥^৭]

বয়স-গৌরবে রসে নানা পরিপাটি ।
 সমুখে যোগায় দাসী সিন্দুরের বাটি ॥
 নারায়ণতৈল চুষা চন্দন লেপনি ।
 অলঙ্কার পরিল গলায় গরুডমণি ॥
 নাসবেশ করে রানী রঞ্জা বিত্বাধরী ।
 হীরামন মতি দিয়া দিব্য শোভা করি ॥
 পুরটের থোপা দিয়া বান্ধিল সুন্দর ।
 ছসতি চাপার মালা তাহার উপর ॥
 মদনমোহন ভায় মল্লিকার বারা ।
 সিংখীর সিন্দুর জবা দক্ষিণেতে বারা ॥
 চন্দনের রেখা দিল সিন্দুরের কোলে-
 উদয়পতঙ্গ শশী এক ঠাঞী জলে ॥
 মোহন কাজল দিল চন্দনের ফোটা ।
 গগনে ঈষৎ যেন কাদম্বিনী ঘটা ॥
 নবানে পরেন বানী মোহন-কাজল ।
 চিনি-চিনি করে যেন সাপেব গরল ॥
 আনন্দে পরেন রানী অষ্ট অভরণ ।
 সিন্দুরে মাজিয়ে রানী দেখিল দর্পণ ॥
 পরিপূর্ণ মালা পরে আর রসকাটি ।
 পয়োধর-হাব সাজে বড় পরিপাটি ॥
 বাসঘরে অভিলাষে নাসবেশ করে ।
 আনন্দহৃদয় নানা অলঙ্কার পরে ॥
 বদনসৌরভে অলি পায় পদ্মগন্ধ ।
 তাড়ের উপরে পরে জোড়া বাহুবন্ধ ॥
 শঙ্খের উপরে দিল স্তবর্ণের চুড়ি ।
 কড়েতে অমূল্য ঝাপা ভালে ভঙ্গ
 ঢেড়ি ॥

যতনে পরিল রানী কনক-অঙ্গুরী ।
 স্কাই সঞ্চরে তায় তরপি বিজরী ॥
 পায়ে শোভে পাশুলী অপূর্ণ পাতামল ।
 রসালী নূপুর বাজে সহজে উজ্জল ॥৭
 লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান ।
 বিচিত্র লিখিল তায় ভারত পুরাণ ॥
 ব্রহ্মদেব বন্দিতানা কংস-কারাগারে ।
 চরণে ডাড়া কদম্ব কপাট দুয়ারে ॥
 বন্দিতানা হুসর দৈবকী ঠাকুবাণী ।
 বন্দিতারে জন্ম নিল দেব চক্রপাণি ॥
 চতুর্ভুজ অবতার বনমালা গলে ।
 বিপাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বহুদেবে বলে ॥
 এই দণ্ডে নন্দর মন্দিরে মোবে নেও ।
 যশোদাব কন্যা লইয়া কংসঘরে দেও ॥
 কহিতে বলিতে কৃষ্ণ বালকমুবাতি ।
 বহুদেব গোকুলে চলিলা রাতারাতি ॥
 স্বর্ঘ্যের নন্দিনী পথে আকুল যমুনা ।
 সেই পথে সারথি হইল ত্রিলোচনা ॥
 সেই পথ জলে একা বহুদেব যান ।
 কোলেতে আছিল কৃষ্ণ পডিল নিদান ॥
 হায় হায় করে দ্বিজ না দেখে নন্দন ।
 পুনরপি দেখা দিল দেব নারায়ণ ॥
 তবে দ্বিজ নন্দর মন্দিবে দবশন ।
 এই সব কাঁচলিতে ভারথ লিখন ॥
 কৃষ্ণ রাখি কন্যা লইয়া করিল গমন ।
 দৈবকীরে কন্যা লইয়া দিলেক তখন ॥

কোলে দিতে কান্দে দুর্গা কৃষ্ণের ভগিনী ।
 প্রহরী দুয়ারে জাগে অপরূপ শূনি ॥
 বারতা পাইতে কংস আলা কারাগারে ।
 দৈবকীর কন্যা নিল পাবক-সঞ্চারে ॥
 পাথরে আছাড় মারে দুয়া নাই মনে ।
 হাতে হৈতে জয়দুর্গা উঠিলা গগনে ॥
 গগনে উড়িয়া দেবী ডাক দিয়া বলে ।
 জন্মিল তোমার অরি নন্দর গোঁকুলে ॥
 এত বলি ভবানী হইল অন্তর্ধান ।
 রূপরাম ফকির ধর্মের গীত গান ॥
 এই সব লিখন আছেয়ে সেইখানে ।
 তবে লেখা ভারথও তাহার দক্ষিণে ॥
 সাবি সারি গোপিনী মথুরা বিকে যান ।
 কদম্বতলায় কৃষ্ণ মুবলী বাজান ॥
 রাধা বাধা বলি কৃষ্ণ বাজান মুবলী ।
 সেই পথে বিকে যান রাধা চন্দ্রাবলী ॥
 মাথায় পসরা ভাল তায় দুস্থ ঘি ।
 কৃষ্ণ বলে দান দিবে গো ওলার ঝি ॥
 প্রতিদিন আইস যাও দান নাহি পাই ।
 কোথা যাবে বাজাব জগাত আমি হই ॥
 রাধা কাহ্ন বসের ঝকড়া বস্যা যায় ।
 বাড়িল বসেব খেলা কদম্বতলায় ॥
 বড়াই বলে কৃষ্ণ ভাল নহে এই কাজ ।
 গোঁকুল মজাবে পারা বাড়াইবে লাজ ॥
 ভাগীরথী জন্মিলা যমুনা যার পায় ।
 সে কাহ্ন গোপীর কোলে নাচিয়া বেড়ায় ॥

৭। অতঃপর পা পুথিতে অতিরিক্ত

গলায় গন্ধমণি যার মূল্য নাই ।

নাকমাছি নাকে দিল মায়ায় বড়াই ॥

গোপিনী সকল নাচে বাজায় রবাব । পানের সাঁপুড়া রানী বাড়াইয়া রাখে ।
 কৃষ্ণ দেখি নাচিতে নাচিতে হয় ভাব ॥ কপাট আড়াল দিয়া ছয়াবের বস্ত্রা দেখে ॥
 তাহার দক্ষিণে লেখা আছে পক্ষগণ । জীবন অধিক জলে রতনের বাতি ।
 সারস কোকিলী কাক খঞ্জনী খঞ্জন ॥ পতঙ্গ-উদয় যেন দুই যাম রাতি ॥
 চটকা চটকী ফিঞ্চা ভাঙ্কা টেঠারী । পরম আনন্দ বড় রঞ্জাবতী মনে ।
 কৃষ্ণবর্ণ রাতুলবরণ সারি সারি ॥ এক দণ্ড বসিয়া স্বামীর বিত্তমানে ॥
 ধাতুকা ধাতুকী চিল রঘু কালমুখী । কিবু জানি মায়ানিদ্ৰা যায অচেতন ।
 আড়াই বুড়ি ডিম কোলে ফুকরে ভাঙ্কী ॥ শিয়রে বসিয়া রামা ভাবে মনে মন ॥
 সরল করল কাক গণিময় ভাষা । ঈষৎ ইঙ্গিত জানে অগ্র মত আর ।
 দল-পিপী ভাকে দলবনে তার বাসা ॥ নিরীক্ষণ স্তম্ভরী করিল তিনবার ॥
 গোদা ভাঙ্কই গগনে গোবিন্দগুণ গায় । মনে করে মর্যাছে ময়নার তপোধন ।
 ধাগা ভাঙ্কই উড়ি উড়ি ধুলায় লোটায় ॥ সূতার সঞ্চার বয় নাসার পবন ॥
 বাতুড় তপস্রা করে উর্দ্ধ দুই পা । মায়া অল্পবন্ধ কৈল নৃপূরের সাড়া ।
 ময়ুর পেখম ধরে পাইয়া মেঘ-রা ॥ বার চারি নাড়ে চাড়ে পানের সাঁপুড়া ॥
 খয়রা খুসুব লেখা আছে বুড়ি ছয় । বনবান কঙ্কণ বন্ধারে ছুই কানে ।
 রায়মুনি শালকি ভারত-কথা কয় ॥ কত কলা চাতুরী চঞ্চল হল্য প্রাণে ॥
 নানা আভরণ অঙ্গে করে বলমলি । গায়ে পদ্মহস্ত রানী ঈষৎ বুলায় ।
 কোঁতুকে পরিল রঞ্জা অপূর্ব কাঁচলি ॥ গা তোল গা তোল বলি স্বামীকে চিয়ায় ॥
 অপূর্ব কাঁচলিখানি হাসিয়া পরিল । পান হাতে কর্যা রানী মুখপানে চায় ।
 কল্যানী মানিকী দেখি বিশ্বয় হইল ॥ কানে কানে ডাক্যে বলে গুয়াপান খাও ॥
 বিছাধরী নাচন নাচিতে যেন চায় । বদনে তাম্বুল দিয়া বলে খাও খাও ।
 সেইরূপে বাসঘরে চলে পায় পায় ॥ রঞ্জার মাথাটি খায়া চক্ষু মেলি চাও ॥
 জলঝারি হাতে পাছু গোড়াইল দাসী । খাইয়া লাজের মাথা হাতে ধরে তোলে ।
 পানের সাঁপুড়া নিল মুষ্টিমান্ শশী ॥ আকাশের পাথর পড়িতে যেন গলে ॥
 বড় সাধে শয়ন করিতে রামা ঘান । আপনার মনে রাজা ঐমনি ঘুমায়ে ।
 সহিতে নৈ পারে আর মদনের বান ॥ গা তোল গা তোল বলি স্বামীকে চিয়ায় ॥
 কুঞ্জরসমান চলে চরণে চরণে । গায়ে দিল কস্তুরী চন্দন কুমকুম ।
 চলিল পবন বেগে স্বামী দরশনে ॥ কদাচিত্ নাহি ভাঙ্কে বুড়া রাজার ঘুম ॥

বাসঘরে রঞ্জাবতী দিল দরশন ।
 দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তীনন্দন ॥
 বাসঘরে রঞ্জাবতী দিল দরশন ।
 দূরে হৈতে স্বামী দেখে যেন নারায়ণ ॥
 খল খল হাসেন ঘরের শোভা দেখি ।
 গৌরব পাইল বড় কল্যাণী মানিকী ॥
 ধৈরজ্ঞ ধবিতে নাবে স্বামীকে দেখিয়া ।
 আশু হল্য রঞ্জাবতী ঈষৎ হাসিয়া ॥
 হরষিত হয়্যা বানী অঙ্গে দিলা হাত ।
 নয়ান ভরিয়া রানী দেখে প্রাণনাথ ॥
 গন্ধাব জীবন দিল বদনকমলে ।
 না দেহ উত্তর কেন ঘন ঘন বলে ॥
 ভ্রমর ঝঙ্কারে গায় সহ্য নাঞী যায় ।
 দুজনে খেলিব পাশা উঠে বস বায় ॥
 নিদ্রায় অবশ হয়্যা নাঞী পরিজ্ঞান ।
 রানী বলে রাজা মোব জীবন পবাণ ॥
 কল্যাণী মানিকী দাসী এস্তা দিল দেখা ॥
 হবি হরি বিধাতা কপালে এই লেখা ॥
 কল্যাণী মানিকী কোথা বিষ দেও খাই ।
 বাসঘরে স্বামীর সঙ্গে ঘমঘরে যাই ॥
 কোন লাজে সকালে দেখাব আর মুখ ।
 ভাগ্যহীন জনার কোথাও নাঞী স্মৃথ ॥
 নাসহে বিলম্বে আর বিধাতাব জো ।
 রাত্রি পোহাইলে আর নাঞী হব পো ॥
 বল গো প্রাণের দাসী কি হবে উপায় ।
 পবনপয়ান নিশি পোহাইয়া যায় ॥
 আমি যদি এই বেশে বাসবে বঞ্চিত ।
 তবে পুত্র কোলে মোর হব কদাচিত ॥

এত বলি ঘন ঘন ঘর-বারি করে ।
 পুনরপি বৈসে গিয়া স্বামীর শিয়রে ॥
 ক্রোধে রানী বলে বাজা [বাতি] পাব
 হল্য ।^৮
 যতেক মনেব আশা বিফল হইল ॥
 পতি বিনে গতি নাঞী রাজ্য বিনা
 রাজা ।
 বিদ্যা বিনা ব্রাহ্মণের নাঞী কতু পূজা ॥
 বিদগধ স্তম্ভবী বহুত দুঃখ মনে ।
 লজ্জা খায়া স্বামীকে চিয়ায় প্রাণপণে ॥
 নিবেদন করি রাজা তুমি শুন নাঞী ।
 কানে কানে ডাক্যা বলে গা তোল
 গোসাঞী ॥
 কর অবধান গোসাঞী কব অবধান ।
 নিদ্রায় অবশ হয়্যা নাঞী খাও পান ।
 দূর কবে রাজার গায়েব দিব্য বাস ।
 তবু নাঞী রাজা দিল উলটিয়া পাশ ॥
 একে শয্যাস্থ তায বয়স বিস্তর ।
 অতিবেগে নিদ্রাগত না দেই উত্তর ॥
 মনেব আশুনে বানী বড় অভিমানী ।
 দুয়াব হইতে দাসী বলেন কল্যাণী ॥
 ঘুমে হইল কাতব বয়স হইল ভাটি ।
 এখনি ভান্ধিবে ঘুম কানে দেও কাঠি ॥
 কল্যাণী মানিকী দাসী করে উপহাস ।
 রানী বঞ্জাবতী তখন ছাড়িল
 নিঃশ্বাস ॥
 অনাথমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান ।
 যেই জন শুনে তারে রক্ষে ভগবান ॥

রঞ্জাবতী বাসঘরে
দয়া কর দেব নিরঞ্জন ।
কি বুদ্ধি করিব আমি
বাসঘরে মল্য স্বামী
বৃথা হল তোমার বচন ॥
এই বড় মনে ব্যথা
বিশেষ না হৈল কথা
কান্দে রামা হইয়া আকুল ।
বাণিজ্যের আশে ত্বর
নৌকায় দিলাম ভরা
হরি হরি হারাইলাম মূল ॥
আমি দিলাম শালে ভব
তুমি দিলে পুত্রবর
নিশ্চয় পাইলাম সেইখানে ।
তবে মিছে কৈলে দয়া
বৃষ্টিতে নারিছ মায়া
এমন বলিয়া কেবা জানে ॥
আচম্বিতে মৈল্য পতি
পরকালে নাই গতি
কহ সখী কি হবে উপায় ।
বলে রামা হরি হরি
বিষ আন খেয়া মরি
এত দুঃখ সহ্য নাঞী যায় ॥
ই হেন সোনার বেশ
এত দিনে হইল শেষ
হায় হায় দৈব নিদারুণ ।
ফুরাইল মনের সাধ
খসাল থোঁপার জাদ
মনে জলে জলন্ত আগুন ॥
চাঁদের উদয় হৈতে
রাহু গরাসিল পথে
ইহার উপায় নাঞি দেখি ।
স্বামী নাই কথা কয়
ঐমনি শয়নে রয়
সত্যভাব বল ছুই সখী ॥
চারি দণ্ড রঞ্জাবতী
আকুল হইয়া মতি
ধর্ম ধর্ম করে অন্তরগণ ।
ধর্মের আদেশ পান
দ্বিজ রূপরাম গান
সর্বকাল সখা নিরঞ্জন ॥

তবে রঞ্জাবতী করে ধর্ম-সঙরণ ।
 হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিলা নিরঞ্জন ॥
 মায়ামোহে মদনে বলেন মায়াধর ।
 এক দণ্ড যাহ বাছা ময়না নগর ॥
 রঞ্জাবতীর বাসঘরে হবে অধিষ্ঠান ।
 কর্ণসেন বুড়া বাজা স্থখে ঘুম যান ॥
 ধরণীমণ্ডলে পূজা নিব এক বার ।
 তুমি মনে করিলে অবশ্য হব পাব ॥
 এত শুনি মদন নিলেক মোহবাণ ।
 রতি সঙ্গে কৌতুকে রঞ্জাব ঘর যান ॥
 প্রধান বসন্ত ঋতু আগে আগে যায় ।
 কোকিলী উগরে মধু অলি গীত গায় ॥
 বাম দিগে শরৎ শিশিব যায় সাথে ।
 মদন সভার মাঝে ফুলবাণ হাথে ॥
 সম্মিধানে রতি যায় হাথে পদ্মফুল ।
 কুন্তুমসৌরভে মুগ্ধ হয় অলিকুল ॥^২
 ময়না নগরে গিয়া দিল দরশন ।
 আমোদিত মোহিত ময়না সর্বজন ॥
 বাসঘবে মদন দিলেন দবশন ।
 বাসঘরে দেখিল সাক্ষাৎ বৃন্দাবন ॥
 কাচ হল্য কাঞ্চন কাঞ্চন হল্য কাচ ।
 বসন্তের বাতাসে রাতুল সব গাছ ॥
 ভ্রমর উগারে স্তম্ভা কোকিলীর রব ।
 বসন্তের বাতাসে আকুল হল্য সব ॥
 দেখাদেখি মদন রঞ্জার ঘর যায় ।
 পরশ করিল গিয়া বুড়া রাজার গায় ॥

মনোজ্ঞ আলসে যদি বাতাস বাজিল ।
 ঘুম হতে বুড়া রাজা উঠিয়া বসিল ।
 উঠিয়া বসিতে রাজা নেহালে বাসর ।
 বয়স তরঙ্গ ঘেন বাইশ বৎসর ॥
 চারি পানে চায় রাজা চঞ্চল তরঙ্গ ।
 অবতাব মনে মনে মনোজ্ঞ-মাতঙ্গ ॥
 কামেতে মাতল হয়্যা সকল্লে কয় ।
 আনন্দে ভাসিল বানী হেটমুখে রয় ॥
 বুড়া বাজা কর্ণসেন কবেন মিনতি ।
 এতক্ষণ তাহুল না দেও রঞ্জাবতী ॥
 এতক্ষণ এসেছ না কও কেন কথা ।
 নৌতনযৌবনী তুমি কনকেব লতা ॥
 বসবাণী উপলক্ষ আগু হয়্যা বসে ।
 লাজ কর্যা রঞ্জাবতী পাছু হয় এসে ॥
 বিশেষে তরঙ্গ বড় পুরুষের মন ।
 দেখি দারা-মুখশশী উথলে মদন ॥
 কাকুতি মিনতি রাজা কবে বারেরাব ।
 আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ বাখহ আমার ॥
 হানিল মদন-বাণ নয়নের কোণে ।
 মবমে বাজিল বাণ জীবনের সনে ॥
 তোমা দরশনে আমি হয়্যাছি অজ্ঞান ।
 মুখে মুখে মরমে করিব মধুপান ॥
 এত বলি হাথে ধব্যা করে টানাটানি ।
 দেখিতে দেখিতে দেই পয়োধরে পাণি ॥
 উতাবিয়া কাঞ্চনকাঁচলি কুচে ধরে ।
 অবশ হইয়া রাজা নানা মায়া করে ॥^{১০}

২। পা-পুথিতে অতিরিক্ত

নানা ফুলে সাজন মদন আর রতি। এক দণ্ডে উপনীত ময়না বসতি ॥

১০। পা-পুথি আলিঙ্গন দেহ রাণী আলিঙ্গন দেহ। আমাব মাথার কিরা গুয়া পান নেহ ॥
 যন্ত্র করি ঘুচাইল মুখের বদন। বাসঘরে রঞ্জাকে দেখায় নানা ধন ॥

জ্বালিন্দন দেহ রানী কালি দিব চুড়ি । পরাজয় বাক্য বলি পায়ে গড় করি ।
 শঙ্খের উপরে দিব বাজুবন্ধ বেড়ি ॥ পরাক্রম হরস্ত পরাণে পাছে মরি ॥
 এই কথা কহিতে বদনে চুষ দিল । কুলবতী বলে কত কল্পনাবচন ।
 পদ্মফুলে মধু পায়্যা ভ্রমরা মাতিল ॥ কোলে কর্যা ঐমনি রয়্যাছে প্রাণধন ॥
 রাজা রানী আবেশে আনন্দে অবশিলা । রতিস্থখ দুইজনে আনন্দে করিল ।
 কিশোরী সহিত যেন কিশোরের খেলা ॥ অরুণ-উদয় কালে উঠিয়া বসিল ॥^{১২}
 বৃকে বৃকে মুখে মুখে জঘনে জঘন । রামরাত্রি পোহাইল কোকিলের রা ।
 বিরহিণী-বিরহীরমণ অতি রণ ॥ শয়ন ত্যজিয়া কর্ণসেন তোলে গা ॥
 রাজা রানী দুজনে শয্যায় গড়াগড়ি । পঞ্চকন্ধ্যা স্মরণ করিল একমতি ।
 লজ্জা পায়্যা দুয়ারী পালায় দুই চেড়ী ॥ রাত্রিবাস এড়াইয়া পরে দিব্যধূতি ॥
 আই মা বলিয়া দাসী আড়ালে লুকায় । ঝারি হাথে কর্ণসেন করিল পয়ান ।
 বিভূষিত হরি যেন হরিণীরে পায় ॥ বাহির দলজে বস্তা করিল দেয়ান ॥
 চঞ্চল কুন্তলপাশ ফেরাফেরি বাহ ॥^{১৩} সারিল ঘরের পাটি কত শত দাসী ।
 শরতের চাঁদ যেন গরাসিল রাহ ॥ বাসঘরে নিদ্রা যায় পরমরূপসী ॥
 কাল-ঘামে ভেসে গেল কাজল সিদ্ধর । কল্যাণী মানিকী দাসী বসিয়া শিয়রে ।
 রাজার কানেতে বাজে রানীর নৃপুর ॥ পানের বাটা জলের ঝারি দুজনার করে ॥
 নাসবেশ ভূষণ বসন উলসিত । ঘনে বলে গা তোল গা তোল ঠাকুরাণী ।
 পরিহাস রঞ্জাবতী বলে বিপরীত ॥ চারি দণ্ড বেলা হলা মুখে দেহ পানি ॥

১১। অতঃপর ন-পুথিতে অতিরিক্ত

রাজা রানী গড়াগড়ি উলটি পালটি । পুরাণ পুথুকের পাঁকে যেন গাড়ে জাটি ॥
 দুয়ারেতে খিল যেন দীঘল কবাটে । মন কর্যা কুমার ভেয়া হাঁড়ি যেন পেটে ॥

পা-পুথিতে অতিরিক্ত

দারুণ মনোজ-মদে সহজে মাতাল । পারক অঞ্জনে যেন বাড়িল জঞ্জাল ॥
 মুখে মুখে বৃকে বৃকে নয়ানে নয়ান । দুহেত রসিক জানে রসের সন্ধান ॥
 রানী বলে ওহে রাজা না হও চঞ্চল । গদগদ রানী বলে রসে ঢলচল ॥
 না কর জঞ্জাল তুমি জাগে সখীগণ । ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুনহ বচন ॥
 রাজা বলে আগো ধনি স্মৃধায় আকুল । ভ্রমর লুটিয়া থায় কমলের ফুল ॥
 শুন রাজা মহাশয় আমার বচন । স্মৃধা হৈলে দুই হাথে না করে ভোজন ॥
 ভাঙ্গিল চাতুরি দুহে রসের ভাসন । আলিঙ্গন দিল রাজা দৃঢ় কর্যা মন ॥

১২। পা-পুথিতে অতিরিক্ত

আশ্বর্ষের মায়া কহনে নাশ্রি যায় । রঞ্জার বাসর পালা রূপরাম গায় ॥

পান খাও মলিন হয়্যাছে চাঁদমুখ ।
 চবণে ধরিয়া দাসী বলিছে কৌতুক ॥
 এত শুনি স্তম্ভরী সত্বে তোলে গা ।
 রাম কৃষ্ণ বলিয়া দুয়ারে দিল পা ॥
 দাসীকে বলিল স্নান করিব সকাল ।
 তৈল আমলকী চুষা নিলেক বসাল ॥
 স্নান হেতু স্তম্ভরী কালিনী গঙ্গা যান ।
 পাছু পাছু দুই দাসী কবিল পয়ান ॥
 কালিনী গঙ্গার ঘাটে দবশন দিল ।
 একহাঁটু জলে গিয়া পাথরে বসিল ॥
 স্নান করে রঞ্জাবতী ধর্মকে ধেয়ান ।
 অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান ॥
 স্নান কবি রঞ্জাবতী ধর্মকে ধেয়ান ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম দেখিবারে পান ॥
 রঞ্জাবতী চলিল স্বর্গের জাম্ববতী ।^{১৩}
 দেবতাসভাতে তখন বলিছে যুগপতি ॥
 মন দিয়া শুনেহ যতেক দেবগণ ।
 রঞ্জাবতী উদবে জন্মিবে কোন জন ॥
 কে যাইবে বহুমতী পশ্চিম-উদয় দিতে ।
 এবার বৎসর গিয়া থাকিবে ভারথে ॥
 পশ্চিম-উদয় দিতে যাহার শক্তি ।
 সেইজন জন্ম নিতে যান বহুমতী ॥
 এতেক শুনিতে এই দেব-সভাজন ।
 মহামুনি উলুক করেন নিবেদন ॥
 কল্পপ মুনিব পুত্র দেহ পাঠাইয়া ।
 অবনীতে পশ্চিম-উদয় সেই দেন গিয়া ॥

লাউ আদিত্য নাম তার পরমসুন্দর ।
 জন্ম নিতে যান সেই বজ্রার জঠর ॥
 তাহার যোগ্যতা দিতে হাকণ্ডে উদয় ।
 আছুক অগ্নেব কাজ ব্রহ্মা গেলে নয় ॥
 মহামুনি উলুক বলিল আগু হয়্যা ।
 দেবতা সকল তাবে আনে ডাক দিয়া ॥
 দেখিতে স্তম্ভরী বালা দপদপ^{১৪} জলে ।
 যোগরূপে দড় যোগী অবনীমণ্ডলে ॥
 পাঁচ বৎসবেব বালা লাউ আদিত্য নাম ।
 বহুমতী চল বাছা সিদ্ধ হোক কাম ॥^{১৫}
 এত শুনি কহে মুনি কবিতা কল্পনা ।
 আপনি ঠাকুব জান গর্তেব যাতনা ॥
 মহুয়জনম কত হইলাম গোসাঞী ।
 মহুয়জনমেব দুঃখ সহ্য যায় নাঞী ॥
 ঠাকুব বলেন বাপু হব অল্প দিন ।
 বিপত্ত্যে তোমার আমি হইব অধীন ॥
 এত যদি বলিল ঠাকুব ভগবান ।
 গঙ্গাজলে যোগবলে তেজিল পবাণ ॥
 দুই নাবিকেল ধর্ম আনিল তখন ।
 ছোট নারিকলে তার রাখিল জীবন ॥
 হাসিয়া ঠাকুর দিল হুমানের হাথে ।
 ভাসাইয়া দেহ রঞ্জাবতীর সাক্ষাতে ॥
 এত শুনি নিল বীর দুই নাবিকল ।
 ধর্ম স্তম্ভরণে বীর গায়ে করে বল ॥
 ময়না নগবে বীর ধায় হুমান ।
 নারিকেল ভাসাইল রঞ্জা বিত্তমান ॥

১৩। পা-পুঁথি অধুবতী ।

১৪। পা পুঁথি ফাল্গুনের আগুন সমান রূপ ।

১৫। পা-পুঁথি মাঘে যার উদয় অধিনী অমুপাম ॥

চারিদিকে দেবতা লাউ আদিত্য তার মাঝে । সত্তে বলে বহুমতী চল ধর্ম-কাজে ॥

সবিশেষ বলেন ঠাকুর নিরঞ্জন ।

তুমি চল বহুমতী রঞ্জার কারণ ॥

জোয়ারের সাথে নারিকেল ভেসে যায় ।
 রঞ্জাবতী রানী তখন দেখিবারে পায় ॥
 মনেতে অগুণ করি ধর্মের বচন ।
 ঝাঁপ দিয়া নারিকেল ধরিল তখন ॥
 বড় নারিকেল ভেঙ্গে সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল ।
 ছোট নারিকেল ভাঙ্গা ভক্ষণ করিল ॥
 গর্ভবতী রঞ্জাবতী হইল তখন ।
 দশ দিক আলো হইল ময়না ভুবন ॥
 কোকিলী স্তন্য ডাকে মঞ্জরিল ডাল ।
 দৈবকী-জঠরে হেন জন্মিল গোপাল ॥
 মৃত তরু মুঞ্জরিল ফুটিল কাঞ্চন ।
 কালিনী যমুনা হইল ময়না মধুবন ॥
 তবে রঞ্জাবতী গৃহে করিল গমন ।
 উঠিতে বসিতে করে ধর্ম অগুণ ॥
 দাসী সঙ্গে স্তন্দরী সদাই খেলে পাশা ।
 তাহুল সদাই মুখে স্মধুর ভাষা ॥
 প্রথম মাসের গর্ভ হয় কিবা নয় ।
 দু মাসের বেলা সব কানাকানি কয় ॥
 গর্ভের লক্ষণ রূপ চুয়াইয়া পড়ে ।
 এক ঠাঞী বৈসে যদি তিন ঠাঞী নড়ে ॥
 তিন মাসে কেমন কেমন করে গা ।
 জঞ্জাল সহিতে নারে বড় বড় রা ॥
 অঙ্গনা-সমাজে বস্ত্রা মাথা করে হেট ।
 হাথ বুলাইয়া দেখ্যা কেহ বলে পেট ॥
 চারি মাসে ক্লশ অলঙ্কার হইল লোলা ।
 কর্পূর তাহুল তেজ্যা খায় পাতখোলা ॥
 পাইলে শীতল মেঝ্যা পড়িয়া ঘুমায় ।

মনে হরষিত বড় কর্ণসেন রায় ॥
 সাক্ষাতে সভাই বস্ত্রা সহী সাক্ষাতিনী ।
 যার সঙ্গে নিরবধি দুঃখের কাহিনী ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার পরে দিবসে দিবসে ।
 পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চ মাসে ॥
 নানা উপহার ভেট নিরবধি পায় ।
 যে সাধ রানীর মনে সেই সাধ খায় ॥
 নিরবধি কর্ণসেন বলে প্রিয়বাণী ।
 প্রাণের সমান আমার রঞ্জাবতী রানী ॥
 ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশে ।
 নানা সাধ খায় রানী অপূর্ব সন্দেশে ॥^{১৬}
 আট মাসের বেলা রানী বড় দুঃখ পাই ।
 না চলে চরণ দুটি ঘন উঠে হাই ॥
 পরিধান বসন এন্ডায় নিরবধি ।
 হতাশ সদাই মনে কিবা করে বিধি ॥
 ন-মাসের বেলা রানী করে টলবল ।
 বসিলে উঠিতে নারে মুখে উঠে জল ॥
 পেটে ভুখ সদাই বদনে নাঞী চলে ।
 মরি মরি আই মা আই মা ঘন বলে ॥
 আপনি সদাই কাছে কর্ণসেন রায় ।
 পরিধান আন্ডাইলে আপনি পরায় ॥
 হুকুমে আনিল ডেক্যা হীরা নামে ধাই ।
 দশ মাস পূর্ণ হল্যে বিস্তর বালাই ॥
 মনে দুঃখ ভাবে রানী কি হল্য জঞ্জাল ।
 পেটে পো হইলে দুয়ারে বস্ত্রা কাল ॥
 পূর্ণ হইল দশ মাস আর দশ দিন ।
 প্রথম চৈত্র মাসে অবসিত মীন ॥

১৬। পা-পুথিতে অতিরিক্ত

কল্যাণী সেবন করে সদাই চরণ । মানিকী যোগায় পান মধুর বচন ॥

আঁচস্থিতে কষ্ট ব্যথা মিলেক জানান । জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ময়না ভুবন ।
 হায় হায় মরি মরি আকুল পরাণ ॥ সয়াল দেখিয়া শিশু জুড়িল রোদন ॥
 ব্যথা করে কাঁকালি খসিয়া পড়ে গা । বেটা হলা হীরা ধাই বলে ডাক দিয়া ।
 মেঝায় পড়িয়া বলে মরি ওগো মা ॥ সারিল মনের স্মৃতি জয় জয় দিয়া ॥
 মাসী গো পিসি গো মরি গো মরি । উমা সত্ত্বণে শিশু ডাঙা শব্দ করে ।
 কি ব্যথা হইল পেটে দাণ্ডাইতে নারি ॥ ধাই নাই স্মৃতি দিয়া বাঙ্কে দড় করে ॥
 কোথা গেল সাক্ষাতিনী কোথা গেল [নাভিচ্ছেদ করিলেক সোনার ঝিহুকে ।
 সই । স্বর্ণ ডাবরে স্নান করাইল শিশুকে ॥
 ঘন পেট ব্যথা করে হের এশ্রু কই ॥ চালের খড় ফিড়্যা তখন জ্বালায়
 আপনা থাইয়া কেন শালে দিলাম ভর । আতুড়ি ।
 নাপান করিয়া কেন গোলাম বাসঘর ॥ সিঁজ ডাল ঢেকি দ্বাবে জ্বালে
 হেনকালে হীরা ধাই ধব্যা করে কোলে । আদাঙুড়ি ॥] ১৭
 পেটে তেল জ্বল দিয়া ভয় নাগ্রী বলে ॥ রঞ্জাবতী আপনি পুত্রের দেখে মুখ ।
 কাতর হইয়া বলে রঞ্জাবতী রানী । পাসরিগ স্তন্দরী শালের যত দুখ ॥
 রথ ভরে বস্তা বলে দেব চক্রপাণি ॥ বুড়া রাজা মনে করে আমি ভাগ্যবান ।
 ধ্যান ভঙ্গ কর বাপু কশ্যপনন্দন । পুত্রমুখ দেখি রাজা ভাণ্ডার বিলান ॥
 তোমার জননী দুখে পায় অকারণ ॥ আনন্দের সীমা নাগ্রী ময়না নগবে ।
 জঠর ত্যজিয়া দেখ সয়ালের মুখ । গোপাল জন্মিল যেন নন্দঘোষের ঘরে ॥
 হুল্লভ জনমে পাবে সওালের স্মৃতি ॥ সাজিল অনেক রাস স্মৃতিকার ধাম ।
 এত যদি বলিলা দিনের দিবাকর । আতুড়ে রাখিল তার লাউসেন নাম ॥
 ভূমিষ্ঠ হইলা বালা ত্যজিয়া জঠর ॥ বালক দেখিয়া সবে হইলা হরষিত ।
 দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের চরিত ॥

॥ লাউসেন-চুরি পালা ॥

অবতীর্ণ লাউসেন ময়না নগরে ॥ যমুনা কালিনী হৈল কূলে নিধুবন ।
 কৃষ্ণ অবতার হলা কর্ণসেন-ঘরে ॥ মন্দ মন্দ নানা ছন্দ কুটিল পবন ॥
 রাজার মহলে তবে পড়িল ধাওধাই । মেঘের গর্জনে ঘোর নৃত্য করে শিখী ।
 নন্দের মন্দিরে যেন আনন্দ বাধাই ॥ রাজার আনন্দ বড় পুত্র-মুখ দেখি ॥
 খই দই কল্যাণী বিলায় ভাল মাছ । নাট গীত মহলে আনন্দে জাগরণ ।
 বসন বিলায় নূপ করি তিন বাছ ॥^১ কোলাহল মহসিব ময়না ভুবন ॥
 পথে বস্তা চোউকি পথিক ধর্যা আনে । সভারে আনন্দ-গুরু শয়ন বাসরে (?) ।
 তৈল মাথাইয়া তার সোনা দেই কানে ॥ রজাবতী রানী বৈসে স্মৃতিকার ঘরে ॥
 ভাটকে ইনাম দিল চড়নের ঘোড়া । দাসী দিয়া ডাকায়্যা আনিল নরপতি ।
 নাপিত রজকে রাজা দিল খাসা জোড়া ॥ প্রণাম করিয়া কিছু বলে রজাবতী ॥
 নয়ান ভরিয়া রাজা দেখে পুত্র-মুখ । ^২মন দিয়া শুন গোসাঞি দাসীর বচন ।
 বুদ্ধকালে পুত্র হইল মনে বড় স্থখ ॥ বারতা পাঠায়া দেহ ময়না ভুবন ॥
 ছু-হাতে বিলায় ধন রাজা কর্ণসেন । বড় বনি গোড়েশ্বরী মহাপাত্র ভাই ।
 উদাসীন ফকিরে অনেক ধন দেন ॥ রাজা-পাত্রে বারতা পাঠায়া দিতে চাই ॥
 নাম শুনি মাগস্তা আইল উভ রড়ে । জ্ঞাতি বন্ধু আমার কুটুম্ব কত আছে ।
 আনন্দের সীমা নাঞি ময়নার গড়ে ॥ অবশু পাঠাবে পত্র তা সভার কাছে ॥
 বাহির মহলে বাজে ব্যালিস বাজনা । রমতি নগরে মোর জনক জননী ।
 শ্রবণে মোহিত হলা দক্ষিণ ময়না ॥ শুভোদয়^৩ বারতা পাঠাবে গুণমণি ॥

১। আদর্শ পুথির পাঠই একান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে ।

২। আদর্শ পুথির পাঠ

ঘরে ঘরে হলুদ বিলায় দাসীগণ । বসন বিলায় তবে করে তিন জন ॥

৩। পা পথক ।

৪। ন-পুথির আরম্ভ

রজাবতী বলে রাজা করি নিবেদন । বারতা পাঠাইয়া দিব ময়না ভুবন ॥

বড় বুনঞি গোড়েশ্বর বুন পাটরানী । শুভদয় বারতা পাঠাও বৃণমণি ॥

জনক জননী আছে রমতি নগর । মহামদ সহোদর সঙ্গে পাত্তর ॥

আদর্শ পুথির সঙ্গে ন-পুথির মিল যৎসামান্যই । জ-পুথির পাঠ ন-পুথির একান্ত অমুগত ।

৫। পা হুবদয় ।

রাজা বলে রজাবতী বাক্যে দিব মন । চল চল গৌড় বিলম্ব নাঞি সয় ।
 দুই কার্য শিরোধার্য অবশ্য এখন ॥ বন্ধুরে বারতা দিতে ধর্মশাস্ত্র কয় ॥
 মসীপত্র কলম আনিল শীঘ্রগতি । রামদাস নাপিত রজক শ্রীনিবাস ।^৮
 শুভোদয়^৬ পরআন। লিখিছে নরপতি ॥ বাধাই সাধিতে যান পরম উল্লাস ॥
 রাজা গৌড়েখরে তখন লিখিল পরনা । গজমোতি সহিত শ্রবণে দোলে সোনা ।
 পাত্রকে লিখিল তোমার হয়্যাছে কালিনী হইল পার পশ্চাৎ ময়না ॥
 ঙাগিনা ॥ পহুমা করিল পাছে গড মান্দারন ।
 গৌড়-দরবারে ভাই বন্ধু যত ছিল । রাঙ্গামাট্যা রাখিয়া পাইল উচালন ॥
 সভাকারে কর্ণসেন বারতা লিখিল ॥^৯ [মোগলমারি আমিল] করিলা পাছ-
 বংশ উপজিল তার লাউসেন নাম । আন ।
 রূপে গুণে অল্পপাম যেন রঘুরাম ॥ বারবকপুর রাখ্যা^{১০} পাইল বর্দ্ধমান ॥
 ঘোল ঘর জ্ঞাতি আছেন গৌড় দক্ষিণ । স্নান পূজা তথা [করি] রন্ধন ভোজন ।
 রাজার দরবারে তারা থাকে রাজ দিন ॥ দিবানিশি যায় দুহে গৌড় ভুবন ॥
 প্রতি জনে বারতা লিখিল একে একে । দেখাদেখি কর্জনা রাখিয়া কত দূরে ।
 জনমাসি (?) পত্র ভাল কর্ণসেন লিখে ॥ কালুস্তক দিয়া^{১০} গেল বাহাছুরপুরে ॥
 বচন বলিতে আইল রজক নাপিত । ভৈরবী গন্ধার জল নাএ পার হয়্যা ।
 কর্ণসেন রাজা বলে মনে হরষিত ॥ গৌড় সহরে দুই উত্তরিল গিয়া ॥^{১১}
 ভেদ বলি রজক নাপিত শুন ভাই । ^{১২}উত্তরিল দুইজন গৌড় সহরে ।
 গৌড়-দরবারে চল সাধিতে বাধাই ॥ দ্বিজ রূপবাম গান বাঁকুড়া রায়ের বরে ॥

৬। পা হৃদয় ৭। ন পুথি

বার ভূঞা আদি যত বন্ধু ভাই ছিল । মঙ্গল সালাতি রানী সভাকে লিখিল ।

৮। অ রামদাস বজক নাপিত শ্রীনিবাস ।
 নাপিত শ্রীনিবাস ।.....রজক হরিদাস ॥

৯। অ রাজঘাট পার হয়্যা ।

১০। অ কালুস্তক, কালুরচক ।

১১। ন-পুথি

সিলপুর দক্ষিণে রাখিল বালিঘাট । পার হৈল ভৈরবী পাইল রাজপাট ॥

ব (২) পুথি শীতলপুর দক্ষিণে রহিল বাল্যঘাট ।

১২। ন, জ ও ক (২)-পুথির রাজধানী বর্ণনা এইরূপ

নানা ধনে পরিপূর্ণ গউড় ভুবন । দেখিল রাজ্যের শোভা সহস্র লোচন ॥

সারি সারি গাছ দেখে গুয়া নারিকল । পনস তেঁতুল আম আর জায়ফল ॥

আনন্দে সহর দেখে রজক নাপিত । কত ভাল রসাল হৃদয় নাট গীত ॥

কলিযুগে বিষম ধর্মের মায়াবাজি ।
 কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ গাজি ॥
 উত্তরিল গোড়ে যদি রজক নাপিত ।
 সহরের শোভা দেখি মনে হ্রষিত ॥
 ঘরে ঘরে যোগিগণ গোবিন্দগুণ গায় ।
 ধর্মের পিরৌতে ধন কেহ বা বিলায় ॥
 নটা নাচে ভাগবত জয়মুনি রামা ।
 বরকস্তা ঘরে যায় বিচিত্র বাজনা ॥
 কেহ বা চোপড খেলে কুলকুলা বায় ।
 রামজনি নাচে কেহ হরিগুণ গায় ॥
 হরিসঙ্কীর্তন সব শুনে সুবদনী ।
 ভাগ্যবান সকল ভারথ-কথা শুনি ॥
 হরিসঙ্কীর্তন কথা বদনে বদনে ।
 হরিভক্ত সকল বসিয়া একাসনে ॥
 লঘু গুরু বর্ণ যত সমান বসিক ।
 সে-সব সরণি মধ্যে খেলায় ইডিক ॥
 দেখিল গোড় রাজ্য নাপিত রজক ।
 ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী সাক্ষাৎ পাবক ॥
 সহরে সহরে যায় সদা শুচি মন
 রাজাকে বারতা দিতে চলিল তখন ॥
 বার দিয়া বস্তাছে পঞ্চম গোড়েখর ।
 বার ভূঞা বস্তাছে রাজার বরাবর ॥

সারি সারি সন্নিধানে বাহত্তরি মণ্ডল ॥
 মুখে মুখে বস্তাছে রাজার দলবল ॥
 বর্দ্ধমানের কালিদাস বস্তাছে বাম ভাগে ।
 দেশের ভাল মন্দ হৈলে যারে দায় লাগে ॥
 মঙ্গলকোটের রাজা বস্তাছে গজপতি ।
 ধল রাজা মজ রাজা যাহার সংহতি ॥
 রাজার সমুখে বস্তা বাহাদুর থাঁ ।
 গোড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ ॥
 কুলীনগ্রামের বসু বর্ণ বকশিরা ।
 সমুখ দরবারে বস্তা শিরে খুব চিরা ॥
 বসিয়া রাজীর রায় বাঅড়ার পড়্যার ।
 যার সঙ্গে ঢালি পাইক বাওল হাজার ॥
 আশুবি বস্তাছে নাম দক্ষিণ হাজার ।
 আশি কাহন ঢালি সঙ্গে ঢাল বান্ধা হিরা ॥
 সমুখে বস্তাছে পাত্র দেয় হাতনাডা ।
 কাএত কারকুন কত করে লেখাপড়া ॥
 পূর্ণঘটা বস্তাছে দরবার বিচক্ষণ ।
 সমুখে পুরাণ পড়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
 পুতনা^{১৩} রাক্ষসী গেলা কৃষ্ণের উদ্দেশে ।
 সেই অধ্যায় সভাসদ শুনে অভিলাষে ॥^{১৪}
 মদনমোহন রূপ সাক্ষাৎ মোহিনী ।
 থোপায় চাঁপার মালা বিশাল সাজনি ॥

বাজারে বিকায় চুয়া চন্দন চামর ।
 ঘরে ঘরে ভারথ পুরাণ জয়মুনি ।
 দেখিল গউড় দেশ দ্বিতীয় গোলোক ।
 চারি দণ্ড দেখা বোলে বাজারে বাজার ।

চৌচালা বাজালা বিশেষ যার ঘব ॥
 গঙ্গাজল সমান পবিত্র বাক্য শুনি ॥
 দাণ্ডাইয়া রাজ্য দেখে নাপিত রজক ॥
 তবে যায় রাজাকে বলিতে সমাচার ॥

১৩। পা পুতুনা ।

১৪। ন-ও জ-পুখি

সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ ।

রাজা গোড়েখর শুনে পারিজাতহরণ ॥

কালবিষে পয়োধর বিশেষ বকুল ।
 কৃষ্ণকে খুজিয়া যত বুলিছে গোকুল ॥
 তবে গেল নন্দের মন্দিরে মৌনবতী ।
 কংস-ঐরি কোলে করি বশ্য যশোমতী ।
 রোহিণী সমুখে বশ্য যেমন উর্বশী ।
 হেনকালে উত্তরিল পুতনা^{১৩} রাক্ষসী ॥
 পরমহৃন্দর শিশু ঘন ঘন বোলে ।
 দেখি দেখি বলি নারায়ণ নিল কোলে ॥
 নারায়ণ কোলে করি নিকট মরণ ।
 বদনে ঐমনি তুল্যা দিল বিষন্তন ॥
 ঐমনি চুমুক হরি অতিক্রোধে দিল ।
 রাম রাম শব্দ করি রাক্ষসী মরিল ॥
 এই অধ্যায় শুভা সবে আনন্দিত মন ।
 হেন কালে রজক নাপিত দরশন ॥
 সমুখে পরগণা দিয়ে করিল জোহার ।
 কর্ণসেনের পুত্র হৈল এই সমাচার ॥
 পত্র হাতে দিয়া বলে জোড় করি কর ।
 তোমার ভাগিনা হৈল লাউসেন কুণ্ডর ॥
 মনে হরষিত বড় রাজা গোড়েখর ।
 পুত্রবতী হইল রঞ্জা শালে দিয়া ভর ॥
 রজক নাপিতে রাজা দিল জামা জোড়া ।
 ইনাম করিল দুই চডনের ঘোড়া ॥
 তবে দিল বক্সিস কানেতে দিল সোনা ।
 মাথায় পাগড়ি দিল খসাইয়া জামা ॥
 কর্ণসেনের জ্ঞাতি বন্ধু যত জন ছিল ।
 অঙ্গে হৈতে জামা জোড়া উতারিয়া দিল ॥
 পরম উল্লাস হৈল রাজার দরবার ।
 টাকা সিকা আদটাকি কত পাইল আর ॥

বসনের বোঝা বাঞ্চে রজক নাপিত^{১৪} ।
 ময়না নগরে যায় হয় হবষিত ॥
 পাত্র বলে মোর মুণ্ডে পড়িল বজ্রর ।
 লাউসেন ভাগিনা হৈল ময়না নগর ॥
 কপাল হইল মন্দ পাএ পাএ ডেড়ি ।
 কোন বুজ্যে রঞ্জাকে করিব আটকুড়ি ॥
 মথুরা নগরে ছিল কংস নৃপমুনি ।
 ভাগিনা হইতে মৈল ভাগবতে শুনি ॥
 গোকুল মথুরা হৈল গোড় মধুপুর ।
 লাউসেন হইল কৃষ্ণ আমি কংসাস্বর ॥
 চোর পাঠাইয়া দিব ময়না ভুবন ।
 চুরি কর্যা আনে যেন রঞ্জার নন্দন ॥
 ময়না নগরে রিপু বাডাল্যে গোসাঞী ।
 রোগশেষ বিপ্লবেষ রাখিবার নাই ॥
 ভাগিনা করিব নষ্ট অনুমান করে ।
 নিবেদন করে কিছু দরবার ভিতরে ॥
 আজি হৈতে তোমার রাজতি নাঞি রয় ।
 অনেক চিন্তিল মনে এহার উপায় ॥
 ধন দিলে রজক-নাপিতে কি কারণ ।
 লাউসেন তোমার রিপু রঞ্জার নন্দন ॥
 এবার বৎসরে নিব রাজদণ্ড ছাতি ।
 রাজসিংহাসন নিব আর ঘোড়া হাথি ॥
 এখন সামাল তুমি সহস্র বলবান ।
 পশ্চাৎ বলিব কিছু এহার বিধান ॥
 মোর বাক্য শুন অহে গোড়েখর রায় ।
 ধন কড়ি রজক নাপিত লয়া জায় ॥
 সেই সব দ্রব্য^{১৫} রাখ বাহির মহলে ।
 মাগস্তা ফকিরে দেহ মহাপাত্র বলে ॥

ছকুম দিলেক দড় সমুখে দিগার ।
 বিদায় হইল বেগে করিয়া জোহার ॥
 নাম যাদবেজ্জ নিল সজ্জে বগসারা ।^{১৬}
 ধাইল দক্ষিণ মুখে হাথে হেম হীরা ॥
 রজক নাপিত যান আনন্দিত মন ।
 ধাইল দিগার আগে আগুলিল গন ॥
 কাড়্যা নিল বসন ভূষণ ছিল গায় ।
 রজক-নাপিতে তখন পাড়িয়া কিলায় ॥
 ধর্মের মায়া কিছু কহনে না যায় ।
 ধর্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
 পয়জার ইড়িক ঘন মারে সোটা নড়ি ।
 ভৈরবী গঙ্গার জলে যায় গড়াগড়ি ॥
 বাজুবন্দ স্ববর্ণ মাছুলি সোনা নিল ।
 পূর্ব ধন বিনা যত ^{১৭} সকল হরিল ॥
 সেইখানে বিস্তর পাইল অপমান ।
 কান্দি কান্দি রজক-নাপিত ঘর যান ॥
 বেগারি ধরিয়া ধন আনিল রাজার ।
 বাহির দলজে রাখে দক্ষিণ দুআর ॥
 মাগস্তা ফকির আইলে ভিক ^{১৮} দিতে
 চাই ।
 দলজে রাখিল ধন বসন কাবাই ॥
 দরবার বসিল তবে দক্ষিণ দুআর ।
 প্রণমিঞা চরণে বলিছে সমাচার ॥
 মহাপাত্র বলে রাজা ভাল কর্ম নয় ।
 বিশেষ তোমার রিপু বলবন্ত হয় ॥

রিপুশেষ রাখিলে বংশের রক্ষা নাই ।
 চুরি কর লাউসেন যে করে গোসাঞি ॥
 লাউসেনের ঋধিরে আপুনি কর স্নান ।
 তবে বলবন্ত হবে যেন হুম্মান ^{১৯} ॥
 সুধবা পড়িল রণে হংসধ্বজের বেটা ।
 তার রক্ত ধরিয়া অর্জুন নিল ফোটা ॥
 সেই হতে অর্জুন সংসার হইল জরী ।
 মন দিয়া শুন রাজা তোরে এত কই ^{২০} ॥
 যে জন পরশ করে রিপুর রকত ।
 সেই বলে মহাবীরে জিনিল স্বরথ ॥
 সর্বকাল গুণাচ্ছি রিপুকে অশ্রি (?)
 আছে ।
 পরিবন্ধ করিয়া অনেক জন বাঁচে ॥
 চুরি কব লাউসেন বিলম্বে নাঞি কাজ ।
 নিজ হস্তে কাটিবে ময়নার ঘুবরাজ ॥
 গোড়েশ্বর রাজা কি বলিল বিবরণ ।
 ইন্দা ^{২১} মাট্যা চোর বল্যা তাকিল
 রাজন ॥
 জোহার করিয়া নিদা জোড় হাথে রয় ।
 বাব ভুঞা সমুখে ভূপতি কিছু কয় ॥
 শুন ভাই নিদা মাট্যা আমার বচন ।
 অবিলম্বে চল তুমি ময়না ভুবন ॥
 দু-হাতে তোড়ল ^{২২} দিব দু-কানেতে
 সোনা ।
 লাউসেন করিবে চুরি পাত্রের ভাগিনা ॥

১৬। পা বগবায়ে ।

১৮। পা ফিক ।

২০। আদর্শ পুঁথি সেই বলে হিমাছলে আশ্রাছিল বই । ধৃত পাঠ ব (২)-পুঁথির ।

২১। অ ঐন্দা, ইঁদা, ইন্দা, নিদা, নিন্দা ।

১৭। পা স্বতে ।

১৯। পা বলুবান ।

২২। অ তোড়ড়, টোপার ।

এত বলি পান দিল পঞ্চাশ মোহর ।
 বিলম্ব না সহে শীঘ্র চল অম্লচর ॥
 বসিতে বিলম্ব নাঞি রাজার আরাতি ॥
 নিদা চোর ময়না সাজিল রাতারাতি ॥
 সংহতি-করিয়া নিল চোর পাঁচজন ।
 যুগল ভাগিনা ভাই সাজিল তখন ॥
 লাউসেন করিতে চুরি চলিল ময়না ।
 বিধাতা বুঝিতে নায়ে চোরের মন্ত্রণা ॥
 ধীরে ধীরে যান পথে চরণে চরণ ।
 গলায় চাঁপার মালা চোরের লক্ষণ ॥
 পরিবন্ধে পার হৈল ভৈরবীর জল ।
 মলা মজ্জা ডাল (?) নিল পথের সম্বল ॥
 ময়না চলিল সবে মায়াধর বেণে ।
 যোগি-সিদ্ধা পাটা গলে লম্বিত বিশেষে ॥
 কেহ হলায় গুরু গোসাঞি কেহ হলায়
 চেলা ।
 পথে চল্যা যেতে যেতে জপ করে মালা ॥
 সব অঙ্গে ভূষণ বিভূতি গলে কাঁথা ।
 চরণে চরণ চালি চঞ্চল বিধাতা ॥
 শীতলপুর দেখিল রাখিল রাজপাট ।
 তারাদিঘির দক্ষিণে দেখিল গোলাহাট ॥
 দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কত দূরে ।
 বর্দ্ধমানে দেখা দিল এ ছই গ্রহরে ॥
 সত্যের গঙ্গা দামুদর নাএ পার হয়া ।
 উড়ের গড় কামালপুর দক্ষিণে রাখিআ ॥
 বন্দিল দরিয়া-পীর সমুখে সেলাম ।
 বারবকপুর রাখে সৈয়দ^{২৩} মোকাম ॥

আমিলা মোগলমারি পশ্চাৎ করিআ ।
 উচালন-দৌঘির পশ্চিম পাড় দিয়া ॥
 রাঙ্গামাটিয়া সুরধনী সমুখে নিয়ড় ।
 ডানি দিগে মান্দারন পীর ইস্‌মায়েল্যর
 গড় ॥
 চৌবেড়া প্রতাপপুর পশ্চাৎ করিআ ।
 ধুলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুরে উত্তরিল গিআ ॥
 দিবারাতি চলে নাঞি বৈসে এক তিল ।
 ষোল ক্রোশ বই হইল পড়ুমার বিল ॥
 কালিন্দী গঙ্গার তীরে দিল দরশন ।
 তাহার দক্ষিণে দেখে ময়না ভুবন ॥
 চোর সব চেয়ায় দেখে ময়না ময়াল ।
 সারি সারি কদলী পনস তাল শাল ॥
 চারিদিকে বেউড বিষম গড়খানা ।
 ভিতরে পাথর গড় পদাতিব থানা ॥
 নিদা বলে হেন গড় কভু নাঞি দেখি ।
 উড়ে যেতে গগনে না পারে কোন পাখি ॥
 রাজ্যের দেখিয়া শোভা প্রাণ উড়ে যায় ।
 কৌশিক বাসরে দেখি না দেখি উপায় ॥
 চোর বলে এহাতে কেমনে হান্ দিব ।
 এহাতে কেমনে চুরি লাউসেন করিব ॥
 রাজার দরবারে আমি নিল ফুল পান ।
 গডের নির্মাণ দেখি উড়িল পরাণ ॥
 না ভজিল হরি দ্বিজে দান নাঞি দিল ।
 এত বলি চোর সব কান্দিতে লাগিল ॥
 এক কোটা জনমে মনুষ্য জন্ম পায় ।
 এহাতে তস্কর আমি মিছা জন্ম যায় ॥

দিন্ম মধ্যে একবার না বলিল হরি ।
 প্রাণ গেল সদাই পরের কার্য্য করি ॥
 কেহ বলে ময়না যাবেক কোন জনে ।
 পাত্রেয় ভাগিনা চুরি করিব কেমনে ॥
 কোন মতে এবার ময়না হানা দিব ।
 যদি জীয়ে এবার অনেক কাল জীব ॥
 কেহ বলে এখানে হইব পারাপার ।
 চোর আছে কমল কমলে অবতার ॥
 বেলা আছে বিস্তর পতঙ্গ পানে চায় ।
 আসন করিল চোর গাছের তলায় ॥
 ইন্দা মাট্যা বসিল চোরের মহাগুরু ।
 নিদা সন্নিধানে তার সদা বাক্য সুরু ॥
 কেহ চেলা হইল সমুখে জোড় হাত ।
 ধাণাধাই চরণকমলে প্রণিপাত ॥
 মারিচি সম্বধ (?) মায়া করিল আরম্ভ ।
 দৈত্যগুরু সমুখে শিষ্যের বড় দম্ভ ॥
 মৌনগতি কল্পনা অনেক মন্ত্রণা করে ।
 গুরু গোসাঞি বলিআ চরণে গিয়া ধরে ॥
 মুখে শোভা বিভূতি কঠিন চক্ষে চায় ।
 মহাজন দেখিলে প্রণাম করে পায় ॥
 বসিয়া এসব চোর করে কানাকানি ।
 নিন্দা বলে পূজা কর বিষ্ণুর জননী ॥
 ভবানী করিয়া পূজা মেগে নিব বর ।
 তবে যেতে পারি রাজ্য ময়না নগর ॥
 ধর্ম্মের মায়া বুঝনে না যায় ।
 ধর্ম্মের মঙ্গল স্বিজ রূপরাম গায় ॥
 কানাকানি যুক্তি করে চোর পাঁচ জন ।
 দেবীপূজা আনন্দে করিল আরম্ভন ॥

পঞ্চভাজা পরিপূর্ণ তায় থণ্ড চিনি ।
 আরস্তিল দেবীপূজা সমুখ রজনী ॥
 চাঁপা কলা ছড়া ছড়া গঞ্জল নাডু ।
 পান ফুল পরিপূর্ণ কাঞ্চনের গাডু ॥
 ধুপধুনা আনিল অনেক আয়োজন ।
 কমল কুমুদ কল্লা(?) কস্তুরি চন্দন ॥
 কাল ধল ছাগল দিল বলিদান ।
 মহাবিভা জপ করে হয়্যা সাবধান ॥
 মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা ।
 স্মরণ করিতে দেবী হল্যা উপনীতা ॥
 কাজলবরণ কালী পলে মুণ্ডমালা ।
 ছহাতে খর্পর কাতি দাঁশন বিশালা ॥
 পরিপাটী মড়ার উপরে দুই পা ।
 নিকটে শিবার শূনি বিপরীত রা ॥
 মহুয়ের ফুল কানে বিশালবদনা ।
 জবাজুতি টসটস দীঘল রসনা ॥
 কালিকা বলেন বাপু মেগ্যে লহ বব ।
 অধিকার দিব কিছু ইজের উপর ॥
 যে বর মাগিবে তোরে সেই বর দিব ।
 মনের বাসনা তোরা সফল করিব ॥
 এত যদি বায়ুলি বলিল ঘনে ঘন ।
 স্তব করে ইন্দা চোর অভয়চরণ ॥
 তুমি জয় ব্রহ্মাণী জনক জৈমুনি ।
 তোমার মহিমা গুণ ভাগবতে শূনি ॥
 বিপত্ত্যে করিলে রক্ষা বস্তুদেব-স্তুতে ।
 সর্ব্বজয়া যশোদানন্দিনী নমস্তুতে ॥
 গোদাবরী গোবিন্দী আপনি গর্গ ঋষি ।
 পৈরাগ মথুরা হরিদ্বার বারাণসী ॥
 জীবজন্তু জল তুমি সাগরসঙ্গম ।
 তুমি বিষ্ণু বিধাতা বরুণ ইন্দ্র যম ॥

রাজার হুকুম বড় যদি বর দেন ।
 চুবি করি লইব যয়নার লাউসেন ॥
 অকালে করিব চুরি বজ্রাব নন্দনে ।
 এই বর মনে আশা অভয়চরণে ॥
 নিন্দাটীর উপর হইবে পক্ষাবল ।
 নিন্দা মাগে এই বল চবণকমল ॥
 ভবানী বলেন বাপু ঐ বব দিল ।
 বর দিয়া সর্বজয়া কান্দিতে লাগিল ॥
 বলেন করুণাময়ী মধুর বচন ।
 হেনস্ত হেনস্ত(?) বব নিলে অভয়াচরণ ॥
 ব্রহ্মাব উপরে নাঞি নিলে অধিকার ।
 আমার সাক্ষাতে বব নিলে হেন ছার ॥
 এই বলি সর্বজয়া সত্বে গমন ।
 বর পাআ ইন্দা মেট্যা প্রফুল্লবদন ॥
 পডামাটি সিদ্ধকাটি যতনে লইআ ।
 ময়না ঈশান কোণে উত্তবিল গিয়া ॥
 নিন্দাটি আবস্ত কবে নিশি অবসান ।
 গুরুব চরণে ইন্দা কবিল প্রণাম ॥
 বাম হাত তুলে নিল ইন্দুবাব মাটি ।
 তিনবার পবন কবালা সিদ্ধকাটি ॥
 নিন্দাটি লাগিল দেবী কালিকাব গুণে ।
 যোগরূপা দেবী যেন বিষ্ণুব লোচনে ॥
 নিন্দাটি লাগিল গিআ ময়নাব গড়ে ।
 আছুক অচোর^১ কাজ পাতা নাই নড়ে ॥
 নিবাতকে নিন্দা যায় ময়না নগব ।
 প্রহরী ঘুমায় যত চৌকিব উপর ॥
 তৈল লবণ খাব^২ বেচে যত জন ।
 সেইখানে নিন্দাগত পাড়িয়া বসন ॥
 যুতি নিন্দায় যত যুবকেব কোলে ।
 বাঙ্কনি সে নিন্দা যায় বন্ধনের শালে ॥
 গাএব বসন খসি চাঁপা কুচি গা ।
 সাধ কর্যা খোপা বাঙ্কনি তিন^৩ ছেল্যাব
 মা ॥
 গডাগডি যায় খোপা সাধের ভাবন ।
 বালক বহিল জাগে^৪ না কবে বোদন ॥
 ঘবের বিবাল নিন্দায়^৫ নাছেব কুকুব ।
 ফুলবনে গডাগডি ভুজঙ্গ মউব ॥
 ধবেছিল মণ্ডুক গণ্ডুষ নাঞী কবে ।
 গিল্যাছিল আহাব বাখিল কত দূবে ॥
 তাঁত বোনে তাঁতি ভাষ্যা ঘন মাথা
 নাড়ে ।
 নিন্দাটি লাগিল তাঁতি তাঁত-গাড়ে
 পড়ে ।
 সিদ্ধাল চোব সিদ্ধ কাটে গৃহস্থেব বাড়ি ।
 নিন্দাটি পাইয়া তাবা যায় গডাগডি ॥
 কাক পক্ষ কোকিল ঘুমায় বস্তা ডালে ।
 মকব কুস্তীর মৎস্ত নিন্দাগত জলে ॥
 নিন্দাটি নাগিল গিয়া সভাকাব গায় ।
 আছুক অতোর কাজ জাম্বুকী ঘুমায় ॥
 কপাটে প্রবেশ কবে যোগিনীর হাড ।
 সিদ্ধ গুরুব দোহাই কপাটে^৬ খিল ছাড় ॥
 তবে খিল খসাইল ব্রহ্মাব জননী ।
 মহলে প্রবেশ করে প্রসন্ন বজনি ॥

২৪। অ সন্ধার । ২৫। পা গার, ন-পুথি তৈল লবণ বাজেরা (= বাজার) ।

২৬। অ তের । ২৭। অ কোলে । ২৮। অ ঘুমায় ।

ভিতর মহলে গেল চোর পঞ্চ জন । মথুরা নগরে যখন জয়লা মদন ।
 চারি দিগে ঘর বাড়ি দেখে বিচক্ষণ ॥ সম্বর করিল চুরি কৃষ্ণের নন্দন ॥
 চামরে ছায়নি ঘর তের ঘণ্টা ঘর (?) । মদন পেলিল নিএ সমুদ্রের নীরে ।
 প্রবাল-বাঙ্কনি রঙ্গ-মন্দিব মনোহর ॥ নারদের বাক্য শুনি চলা গেল ঘরে ॥
 প্রসাদ-মোহিনী ঘর তাষ আট পিডা । তথি নষ্ট নাষ্ট হৈল কৃষ্ণের তনয় ।
 চন্দনে লেপিত তায় চন্দনের গড়া ॥ সেই অবতার কিবা মোর মনে লয় ॥
 প্রবাল মুকুতা তায় গড়াগড়ি যান । শিশু দেখি মরমে অনেক দয়া উঠে ।
 মৈষর^{২২} পৌষে যেন গৃহস্থেব ধান ॥ এহারে কবিলে হত্যা পঞ্চ পাপ ঘটে ॥
 পান্ডাড গোহাল্যে যেন ভুজঙ্গের মণি । কি কৰ্ম্ম কবিল আমি মহুয়া জন্ম হৈয়া ।
 চোর বলে কর্ণসেন রাজা হৈতে^{৩০} ধনী ॥ বিপ্রেস ভজনা বিনে জন্ম গেল রয়া ॥
 স্তৃতিকার ঘর পাইল স্ত্রন্দর গঠন । ছয় মাসের শিশু যদি আমি লয়া যাব ।
 ছুআরে দাণ্ডাল্য তবে চোর পাঁচ জন ॥ যমেব দরবারে আমি কত দুঃখ পাব ॥
 পূর্ণরস সোনার প্রদীপ সব জ্বলে । গোপাল গোবিন্দ হরি না বলিলা মুখে ।
 চঞ্চল চোবের মন চৌদিক নেহালে ॥ জন্ম হৈল্য বিফল জনম যায় দুঃখে ॥
 লাউসেন মাএর কোলে স্তুখে নিদ্রা যান । শালে ভর দিল বজ্রা ইহার কারণ ।
 বাহির হইতে চোর দেখিবারে পান ॥ কেমনে করিব চুরি হাপুতির ধন ॥
 যশোদার কোলে যেন দৈবকীর ধন । হেন কৰ্ম্ম করিআ অকার্য্য অতিশয় ।
 দেবতামূৰ্তি দেখি বজ্রাব নন্দন ॥ কাঁচ-মূল্যে চিন্তামণি করিল বিক্রয় ॥
 বদন প্রসন্ন দেখি কোঁকিল মূৰ্তি । আমি নই আমার কতেক দিন জীব ।
 প্রভাতে কমল যেন জলধর জুতি ॥ হেন মহাপাপ আমি কেমনে করিব ॥
 নাসিকা উন্নতি জেন সাক্ষাৎ তিলফুল । ছয় দিবসের শিশু পথে যদি মৈল ।
 রাতুল অধর দেখি ভমর আকুল ॥ ইহার বধের ভাগী রাজা পাত্র হৈল ॥
 শোভা করে রাজদণ্ড কপালের কাছে । দ্বারেতে বসিয়া কান্দে চোর পাঁচ জন ।
 নোতন বদন-শশী আল করি আছে ॥ সিদ্ধা বলে নিন্দা ভাই একথা কেমন ॥
 বদনের শোভা দেখি কান্দে চোর সব । রাজার লবণ খাই রাজার চাকর ।
 মনে করে কদাচিৎ এ নহে মানব ॥ ইহার হত্যার পাপ রাজার উপর ॥
 এহার নাহিক মৃত্যু মনে পাই সাক্ষি । প্রাণ পাই এখন এডালে গুআহাটী ।
 রূপে গুণে এমন মানব নাই দেখি ॥ রাজার আজ্ঞা পাইলে বাপেব মাথা
কাটি ॥

কি করিবে দান তুমি কি করিবে ধ্যান । দোকান করিআ কোলে ঘুমায় দোকানি ।
 কেন মোরে কৈল হরি পরাধীন প্রাণ ॥ মুড়কি সন্দেশ তায় বিলি নাডু চিনি ॥
 পরাধীন সদাই পঙ্কর হইল শেষ । চোর বলে বিধি দিল পথের সঞ্চল ।
 বালক বনিতা রাখি বুলি দেশ দেশ ॥ বসনে বান্ধিয়া নিল বিশেষ চপল ।
 অস্ত্রের চাকর হলা ইথে দোষ নাই । সত্বরে এডাল্য নিম্না সহর বাজার ।
 লাউসেন লয়া যাব যে করে গোসাঞি ॥ কুটিল পদ্ধতি পাইল কালিনীর ধার ॥
 চোরের ভাগিনা সিদ্ধা এই যুক্তি করে । বালিচরে পেরুল্য কালিনী গঙ্গা নীর ।
 দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়েব বরে ॥ মনোবেগে ধায় রড়ে যেন চোট তীর ॥
 নিচুপে নিচুপে চোর করিল গমন । পছমা করিল পাছু গড় মান্দারন ।
 লাউসেন মায়ের কোলে ঘুমায় তখন ॥ রাঙ্গামেট্যা রাখিয়া রাখিল উচালন ॥
 স্বপনে ঘুমায় বালা জননীব কোলে । যোগলমারি আমিল্যা করিল পাছু-
 আন ।
 দু-হাতে ধরিয়া বালা পদ্ম যেন তোলে ॥ বারবকপুর রেখা পাইল বর্দ্ধমান ॥
 কোলে নিল লাউসেন ঐমনি বুকে হাত । দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কত দূরে ।
 গাএ আড়ার বসন দিল পারিজাত ॥ কালীচক দিআ গেল বারবকপুরে ॥
 মনে করে গুরু চরণ ভদ্রকালী । ভৈরবী গঙ্গার নীরে দিল দবশন ।
 রক্ষা কর জয়চূর্ণা বিষম কবালী ॥ অন্তকূল হৈল্য বেলা রবিব কিরণ ॥
 ডাকা দিল তস্কর রাজার অন্তঃপূব । লাউসেন করিয়া কোলে সেইখানে রয় ।
 কৃষ্ণের নন্দন যেন হরিল অশ্বর ॥ গজমাতা তস্কর সিদ্ধাবে কিছু কয় ॥
 রাধা কৃষ্ণ বলে চোর গোবিন্দ গোপাল । এতক্ষণ কেহ বলে প্রাণ আইল ধড়ে ।
 স্তিতকার ঘরে নিল জালিয়া মশাল ॥ প্রাণ উড়ি গিআছিল ময়নাব গড়ে ॥
 কোলে কবি লাউসেন বাহিরে দিল পা । কেহ বলে অনেক দিবস খাব ভাত ।
 তাকাতাকি তস্কর চৌদিকে বুঝে রা ॥ আপনার মাথায় আপনি বুলায় হাত ॥
 চারিদিকে চারি চোব সিদ্ধা তাব মাঝে । বড় ভাগ্য জয় হৈল দক্ষিণের হানা ।
 মহল হতে বেরাইল মনের হরিষে ॥ নিরীক্ষণ করে সবে পাত্রের ভাগিনা ।
 উভ রড়ে ধাইল লাউসেন কোলে করি । নিখিল স্ত্রীধীর যেন শিরিষের ফুল ।
 তৃণাবর্ত যেন তুলিয়া নিল হরি ॥ পঙ্কজসদৃশ দৃষ্টি চরণ রাতুল ॥
 দেখ্যাছে তস্কর সব পায়ে কাঁপে মাটি । তিলফুল উন্নতি নাসিকা অন্তপাম ।
 বাজারের ভিতরে কাড়ায় দিল কাটি ॥ তত্বকিচি শোভে যেন দুর্বাদল শ্রাম ॥

রাজদণ্ড কপালেতে কমল ভূজঙ্গ ।
 কি দিয়া গড়িল বিধি রসের তরঙ্গ ॥
 চারি দণ্ড সভাই লাউসেন দেখে চায়া ।
 হাপুতির বাছা বলে আনে করে দয়া ॥
 নিন্দা বলে এখানে করিব কালীপূজা ।
 নদীকূলে আনন্দে সারিব সিদ্ধিভূজা ॥
 দণ্ড দুই বলিষে রাজার ঠাঞি যাব ।
 ভেট দিয়া লাউসেন বাড়িতে অন্ন খাব ॥
 সোনা পাব দুই কানে তোড়ল দুই
 করে ॥
 মুখ চেয়ে বালক বনিতা সব ঘবে ॥
 বলিতে বলিতে সভে বৈসে সেই ঠাঞি ।
 ভূপতির রিপু হৈল দয়া মায়া নাই ॥
 কেহ [বলে] লাউসেনে পেলো রাখ গনে ।
 গজসিঙ্গা চোর বলে পেলো রাখ বনে ॥
 নিন্দা বলে বাঁজি-বেনা সমুখে বিস্তর ।
 ইথে পেলো রাখ ভাই লাউসেন কোণব ॥
 এই সব যুক্তি কৈল চোর পাচ জনে ।
 লাউসেন পেলিআ রাখ বাঁজি-বেনা
 বনে ॥
 অজ্ঞান বালক বনে বসন-পিহিত ।
 সকারে সকারে(?) যেন করিল শোভিত ॥
 একে বাঁজি-বেনা বন উভে দুই হাত ।
 তার উপর বসন পাতিল পারিজাত ॥
 তার মধ্যে লাউসেন রাখি প্রাণপণে ।
 নিদ্রা যান লাউসেন বাঁজি-বেনা বনে ॥
 ডাল পালা পেল্যা তার চারি পানে
 রাখে ॥
 অহুমান কিবা জানে পশ্চাৎ রিপু
 থাকে ॥

জোড়া শিঙ্গা বাজিল কাড়ায় দিল কাটি ।
 বাতাসে বসিল চোর বিছাইআ পাটি ॥
 পরিণামে বিভোল বদনে জল দেয় ।
 কেহ বা উঠিতে নারে কেহ ধৈর্য্য নেয় ॥
 গঙ্গা নারায়ণ বলে রাম কৃষ্ণ হরি ।
 হাথ নেড্যা রাখিল শ্রীকৃষ্ণ আর হরি ॥
 ঢাল খাণ্ডা রাখিল ভূষণ আর বেশ ।
 স্নান করিবারে চলে ছাড়ি মল্ল-বেশ ॥
 স্নান পূজা তর্পণ সারিল গঙ্গাজলে ।
 সিদ্ধিভূজা সারিতে বসিল তরুতলে ॥
 গোটা দশ মল্লিকা চাঁপার মালা কেনে ।
 গলায় পরিয়া বেশ মলয়পবনে ॥
 কপালে তিলক তার তরুণি-কিরণ ।
 রাজ্যেব ঠাকুব কিবা আরম্ভ এমন ॥
 বারি-পরিপূর্ণ কেহ আনে রামরস ।
 ঘটী করি বসিল ভোজনে সিদ্ধিরস ॥
 পরিসর পাতিলেক পাটেব পাছুড়ি ।
 তার উপর ঝিলি নাডু চিড়া-ভাজা
 মুড়ি ॥
 আনন্দে বসিআ সভে সিদ্ধিভূজা থায় ।
 সদাগর বলিআ পথুক বলে যায় ॥
 কার কার বদনে তুলিয়া কেহ দেয় ।
 রাম রাম শব্দ করা রামের নাম নেয় ॥
 * রাম রস পেয়া কেহ কৃষ্ণ বলে ডাকে ।
 হাজার হাজার হাথি বাম হাতে রাখে ॥
 চোর সব সত্তর গঙ্গার জল খায় ।
 বেনাবনে লাউসেন তখন নিদ্রা যায় ॥
 দেবতা অহর দেখ্যা হায় হায় করে ।
 বিধি বাম লাউসেন লয়া যায় চোরে ॥

বিষ্ণু বলে পশ্চিম-উদয় নাই হলা । বলিবার বচন বিলম্ব মোরে নাই ।
 এই পাকে ধর্মের ভকিতা কত মল্য ॥ ভারথি বলিতে বীর হইল বিদায় ॥
 এ মহীমণ্ডলে পুঙ্খ না হলা বারমতি । লাউসেনের উদ্দেশ করিতে বীর যায় ।
 কলি যুগে কুটিল জীবের কোন গতি ॥ মনে মনে চিন্তে বীর কি করি উপায় ॥
 ধর্ম বলি কলি যুগে কেহ না জানিব । দশ বার প্রণাম করিল জোড় করে ।
 কত আর উদ্ধার করিব সদাশিব ॥ শঙ্খচিল রূপ ধরি উডিল অশ্বরে ॥
 রাম নাম ভজিয়া কতেক হৈল পার । পাকসাট সঘনে ঐমনি উড়ে বীর ।
 তবু নাঞি হৈল ধর্ম পূজার প্রচার ॥^{৩১} ঘুরিতে ঘুরিতে পাইল ভৈরবীর তীর ॥
 পরিত্রাই-শব্দ করে দেবতা অশ্বব । পাক দেঘ পালক পসারে ঘনে ঘন ।
 আপনি লাউসেনে রাখ মায়া'র ঠাকুর ॥ উডিয়া পড়িতে বীর ঘুরিছে গগন ॥
 বেনাবনে নিজা যায় রাজার নন্দন । লাউসেন দেখিতে পাইল পবননন্দন ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখে দেব নারায়ণ ॥ হরষিত হৈলা বীর তুণিতগমন ॥
 যার হেতু তপস্যা করিল রজাবতী । উপরে ঐমনি ঘোরের ঘন দেয় ছো ।
 বাঁজি-বেনার বনে লোটায় মহামতি ॥ ঐমনি তুলিতে চায় কর্ণসেনের পো ॥
 হুহুমা'নে আপনি বলিল মায়াধব । উড়ে পড়্যা ঐমনি লাউসেন নিল
 ঐ দেখ বেনা বনে লাউসেন কোণব ॥ কোলে ।
 তুমি মন করিলে বার্মতি পূজা পাই । পথুর বাগানে যেন চিল মাছ তোলে ॥
 তুমি চল লাউসেন আনিতে ধাণধাই ॥ লাউসেন করিয়া কোলে উঠে হুহুমান ।
 বলবন্ত বীর তুমি পবন-তনয় । পামরি বসন চিরায় করে খান খান ॥
 যেখানে আপনি যাবে সেইখানে জয় ॥ কোলে করি লাউসেন বৈকুণ্ঠ মুখে ধায় ।
 সমুদ্র লজ্জিলে তুমি শতেক যোজন । উভরড়ে ধাইআছে ধর্মের সভায় ॥
 উদ্ধাব করিলে সীতা অশোক-কানন ॥ দেবতা সভায় বস্তু দেব নারায়ণ ।
 অনায়াসে কৈলে নষ্ট অক্ষয়কুমার । সারি সারি বসিআছে উন কোটি
 দশনেন তোমা হইতে সবংশে সংহার ॥ দেবগণ ॥
 পূজা পাই অনায়াসে তুমি দিলে মন । বিধাতা দক্ষিণে বসি আছে পশুপতি ।
 যদি রাখ লাউসেন রজার নন্দন ॥ পবন বরুণ বস্তু বিষ্ণুর সংহতি ॥
 না পাইলাম আত্মপূজা অনন্তমুরতি । ছয় রাগ বসি আছে ছত্রিশ রাগিণী ।
 কলিযুগে না জানিগ কেহ পূজা বার্মতি ॥ মূর্ত্তিমান হয়্যা দেব বস্তুআছে আপনি ॥

সম্মুখে নারদ ঋষি বীণাযন্ত্র হাতে ।
 উত্তরিল হনুমান ধর্মের সাক্ষাতে ॥
 সম্মুখে লাউসেন রাখি করে প্রণিপাত ।
 লাউসেন করিল কোলে অনাত্মার নাথ ॥
 আপনি অনাত্ম কোলে করিল কৌতুকে ।
 মানবমূর্তি দেখি সদা হাস্ত মুখে ॥
 কোলে করি লাউসেন বলেন নিরঞ্জন ।
 হয়্যাছে মনুষ্যরূপ কণ্ঠপননন ॥
 অপরূপ দেখেন দেবতাগণ চেয়্যা ।
 বিশেষ দেখিতে আইল দেবতার মেয়্যা ॥
 দেবতাব বালক বৈকুণ্ঠে যত ছিল ।
 দেখিতে মানবরূপ সত্ত্বরে আসিল ॥
 মনুষ্য দেখিআ সবে মনে হরষিত ।
 গুণাপান খান ধর্ম কর্পূর সহিত ॥
 ভক্ত কোলে করি ধর্ম ভকত-বৎসল ।
 সভামধ্যে আপনি হাসেন খল খল ॥
 আকস্মাৎ মুখে হৈতে কর্পূর পড়িল ।
 কর্পূর পাতর বলি তথি জন্ম হৈল ॥
 দেবতা রাখিল নাম কর্পূর পাতর ।
 বালক জন্মিল দেখ কর্পূর-সুন্দর ॥
 লাউসেনের সখা হৈব সর্বজন গায় ।
 ভূত ভবিষ্যৎ বাণী বলিবারে চায় ॥
 বদনকমলে দিল কপিলার ক্ষীর ।
 মহীতলে অতেব লাউসেন মহাবীর ॥
 অনাত্মের মুখে [যদি] কর্পূর জন্মিল ।
 অলুচিত মনে গুণে মূর্খ সব মৈল ॥
 কর্পূর লাউসেন থাকে দেবতা-সভায় ।
 দ্বিজ রূপরাম গায় ধর্মের কুপায় ॥

বৈকুণ্ঠে লাউসেন তবে রঞ্জার নন্দন ।
 সিন্ধিভূজা খাইল ত চোর পাঁচ জন ॥
 রামরস ফুরাইল ঝারি হৈল শুধু ।
 পতঙ্গ ভাসিল ঘামে লিপ্ত হৈল বিধু ॥
 মায়াধারী বেশ রেখ্যা পরে জামা
 জোড়া ।
 কাবাই পরিল কেহ বাঞ্ছা ঢাল খাড়া ॥
 সিন্ধা বলে আরে নিন্দা লাউসেন আন ।
 রাজা যার রুধিরে করিতে চান স্নান ॥
 সজীয়ন্ত দিতে যাই নৃপতির আগে ।
 ছুগ্ন বিনে মরে জানি ফোভ পাছে লাগে ॥
 বিষ্ণুপদতলে বেলা হইল বিস্তর ।
 চল ভাই ভেটিব পঞ্চম গৌড়েশ্বর ॥
 এবার অনেক ভাগ্য এড়াইল জীবন ।
 ঘরে গিয়া দেখি শিশু-বনিতা বদন ॥
 মাএর চরণে গিয়া দণ্ডবৎ নিব ।
 জয় দেখি এবার অনেক কাল জীব ॥
 চল যাই দরবার বিলম্বে নাই কাজ ।
 দম্ভ করি উঠে চোর যেন মহারাজ ॥
 এত বলি লাউসেন আনিতে কেহ যায় ।
 কাড়ার উপর কাটি পড়িল স্বরায় ॥
 সম্মুখে ফলঙ্গ দেয় বিশাল বড়াণ্ডি ।
 বেনা বনে দেখে গিয়া লাউসেন নাই ॥
 দিশা করে চৌদিগ রাখিলু কোন খানে ।
 পগার খন্দক খালে খোঁজে চারি পানে ॥
 চোর বড় চঞ্চল বিপাক দেখি বড় ।
 সিন্ধা নিন্দা গজমাতা এক ঠাই জড় ॥
 উলকেশ্যা বন দেখে ঝোড় ঝাঝার ।
 কানন খুঁজিয়া বোলে ভৈরবীর ধার ॥

কেহ বলে শাদুল সাবিয়া গেল গনে ।
 কেহ বলে টানাটানি কবিল শৃগালে ॥
 মনে অল্পমান কবে নয়নে জলধাবা ।
 চান্দ বল্যা চকোব গিলিয়া গেল পাবা ॥
 শিশু ছিল এইখানে পামরি ছিল ঢাকা ।
 কি জানি চোবেব ঘবে দৈবে দিনে
 ডাকা ॥
 নিন্দা কান্দে মাথায় তুলিআ দুই হাত ।
 কি বোল বলিব গিআ বাজাব সাক্ষাৎ ॥
 হানা দিতে ময়নায় অনেক পাইছু ছুথ ।
 সব হৈল বিফল দেখিছু কাব মুখ ॥
 ছুঃখসিদ্ধি দূব হৈল অনেক যতনে ।
 চোব সব বস্ত্রা কান্দে বাঁজি-বেনা বনে ॥
 কানে সোনা পবিতে মনেব সাধ ছিল ।
 মাঘমাসে অকস্মাৎ বনুঝনা পড়িল ॥
 কি বলিআ যাব ঘব আব নাকী পাব ।
 মবিলে জঞ্জাল ঘুচে কোন দেশে যাব ॥
 পবিবাব পালনে অনেক ছুঃখ পাই ।
 বিহঙ্গ হইল মন হরিষাব যাই ॥
 এত বলি বেনা বন ভান্দিল বিশেষে ।
 নিন্দা বলে দিশা পারা লাগিল দিবসে ॥
 আনে বলে লাউসেন এইখানে রেখ্যা-
 ছিল ।
 অবতার মনে কবি চিলে ছুঃখ নিল ॥
 মাথায় যুগল পাণি হায় হায় কবে ।
 বিধাতা দিলেক ডাকা চোবদিগেব ঘবে ॥
 বেনা বনে সিদ্ধা চোর গডাগডি যায় ।
 যুক্তি করি বলে কেহ এহাব উপায় ॥

কুকুরেব রুধিবে ভেটিব নবপতি ।
 কান্দিতে কান্দিতে সডে কবেন যুগতি ॥
 মন্ত্র বলি^{৩২} নিন্দা চোর বেনা বনে উঠে ।
 মন দিলে বিষাদে ব্রহ্মাব বল টুটে ॥
 লাউসেনেব বক্ত বলি বাজাকে ভেটিব ।
 চল ভাই কুকুব কাটিয়া বক্ত নিব ॥
 অস্তবে সাহস হল্যে বণে বনে জয়^{৩৩} ।
 সাহস কবিলে লক্ষ্মী ঘবে বসি পায় ॥
 এত বলি সাহস কবি বলে দুর্গানাম ।
 ভবানিবামেব বলে ভকতের সম ॥(৭)
 পাব হয়্যা ভৈববী গোডেতে দবশন ।
 কুকুরেব বক্ত নিঞা ভাবে মনে মন ॥
 ভুমেতে ঢালিআ দিল খই চিডা^{৩৪} মুড়ি ।
 চাবিদিগে কুকুব ধাইল বডাবডি ॥
 চিডা খেত্যা খেত্যা কুকুব খাণ্ডাখাই
 কবে ।
 কাটাবি হানিল সিদ্ধা তাহাব উপবে ॥
 কথির ধবিল তাব ধবিআ [ত] শবা ।
 কোটাল কুটিলবুদ্ধি কিছু নহে হাবা ॥
 বাম কবে বক্ত শবা নিল প্রাপণে ।
 দডবডি বাজাব দববারে দবশনে ॥
 বক্ত শবা দিলেক বাজাব ববাবব ।
 চোব বলে মাথায় জুড়িয়া দুই কব ॥
 লাউসেনেব বক্ত লইআ আনিল যতনে ।
 ছয় দিবসে শিশু মবে গেল গনে ॥
 দুগ্ধ বিনে গাথে মৈল পাত্রেব ভাগিনা ।
 লাউসেন মবিল বলিতে অ্রবণে পাইল
 সোনা ॥

জোঁড়া পাইল কাবাই তুবঙ্গ খাঁড়া ঢাল ।
 বক্সিস পাইল নিন্দা হইল নেহাল ॥
 বিদায় হ'ল্য বাড়িকে যতেক চোরগণ ।
 লাউসেনের রক্ত দেখে যত সভাজন ॥
 বার ভুঞে বসিল অধরে দিআ হাত ।
 পাত্র মহামদ বলে রাজার সাক্ষাৎ ॥
 এই রক্তে ভূপতি এখনি কর স্নান ।
 অমর হইবে তুমি ইন্দের সমান ॥
 বলিতে বলিতে বড় মনে হৈল ত্রাণ ।
 ভূপতির মাথায় ঢালিল রক্ত শব্দ ॥
 জামা জোঁড়া অঙ্গে রক্ত পড়িল তখন ।
 পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন লাগিল গ্রহণ ॥
 পবিত্র পাতকপূর্ণ পাপ রক্তে স্নান ।
 শব্দ করে খলখল কুকুর সমান ॥
 কুকুর-আকাব মুখ পিঙ্গল লোচন ।
 পাতক প্রতাপপূর্ণ গেল পূর্ক ধন ॥
 বড়ই চঞ্চল হৈল উঠে আর আর বৈসে ।
 রাম শব্দ বলিতে কুকুর-ভাষা আইসে ॥
 পাগল হইল বাজা পর শব্দ শুনি ।
 আকস্মাৎ টলবল করে গোড়ের ধবণী ॥
 কেহ [বলে] কি জানি হইল কোন রূপ ।
 সঙ্গদোষে নষ্ট হইল গোউডের ভূপ ।
 অর্থদান করে বাজা বসন ভূষণ ।
 মহাভারতের বাক্য শুনে রামায়ণ ॥
 পূর্কের প্রতাপে দূরে পাতক সকল ।
 পবিত্র হইল রাজা যেন গঙ্গাজল ॥

রামস্বর হইল বেরাইল অগ্নি কথা ।
 কলিযুগে গোড়েশ্বর যেন কর্ণদাতা ॥
 রাজভূষা বিশ্বর সন্তোষ হইল মতি ।
 জয়মুনি ভারথ শুনে রামায়ণ পুথি ॥
 প্রহ্লাদ^{৩৫} সদৃশ যেন ছিল চন্দ্রহাস ।
 বলবন্ত রিপু তার করিতে বিনাশ ॥
 চন্দ্রহাস বিষ দিতে লিখিল রাজন ।
 বিষ অর্থ্যদান লয়্যা দিলেক মদন ॥
 পাটে বস্ত্রে কৃষ্ণকথা শুনে গোড়েশ্বর ।
 ময়না লইআ কিছু শুনহ উত্তর ॥
 ময়নার লোক কান্দে হায় হায় করে ।
 লাউসেন চুরি গেছে নৃপতির ঘরে ॥
 ধর্মের প্র[ভাব] হেতু বিধাতার থেলা ।
 ঘুমায় আলিসে লোক দশদণ্ড বেলা ॥
 বৈকুণ্ঠেতে লাউসেন কেহ নাই জানে ।
 রঞ্জাবতী লাউসেন না দেখে নঅানে ॥
 পরাণে বিকল বড় হৈল রঞ্জাবতী ।
 দাসীরে বিনয়ে বলে করিআ প্রণতি ॥
 কল্যাণী মানিকী শুন আমার বচন ।
 কোনখানে রাখিআছ মোর প্রাণধন ॥
 পরাণে বিকল বলে কল্যাণী মানিকী ।
 কোলে তোমার লাউসেন সকালেতে
 দেখি ॥
 আছাড় খাইআ পড়ে রঞ্জাবতী রানী ।
 বদনে ঐমনি কেহ দেয় গঙ্গার পানি ॥
 বৃকে হানে দু-হাত উরাতে মারে ঘা ।
 ধূলায় ধূসর তনু মুখে নাই রা ॥

ধর্মের মায়া কিছু কথা নাই যায় ।
রূপরাম ফকির ধর্মের গীত গায় ॥^{৩৬}

নানা অমঙ্গল হৈল ভূপতি মহলে ।
কোথা গেল কিবা হল্য সর্বলোক বলে ॥
কেহ বলে চোরে নিল কেহ বলে বাঘে ।
কেহ বলে একথা শুনিতে ভয় লাগে ॥
কেহ বলে বায় পিচাশে পারা নিল ।
ময়নার লোক যত কান্দিতে লাগিল ॥
চৌদিকে চাকর দৌড়ে ঘাটি ঘাটি থানা ।
টলমল করে মহী দক্ষিণ ময়না ॥
ময়নার লোক কান্দে অঝোর নানানে ।
রায় কর্ণসেন কান্দে হইয়া অজ্ঞানে ॥
লাউসেন বলি রঞ্জা কান্দে উচ্চসবে ।
ডুঘুর হারাএ যেন বাঘিনী ফুকরে ॥
ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন হারাইঅ মণি ।
মদন হারায়ে যেন পাগল রুক্মিণী ॥
মেঘনাদ নিধনে ঘেমন মুগ্ধদবী ।
কি হল্য কি হল্য বলি কান্দয়ে সুন্দবী ॥
এয়্য স্থয়্য দেখা দিল সান্ধাতিনীগণ ।
সই বলে মুখে মুখে প্রবোধ বচন ॥
আকুল হইয়া রঞ্জা যায় গড়াগড়ি ।
দরিয়ায়^{৩৭} পড়িল যেন রূপণের কড়ি ॥

যার ভার পাএ ধরে আকুল বিশেষ ।
কি বলিতে কিবা বলে নাই বুদ্ধিলেশ ॥
সান্ধাতিনী বলে শুন অপরঞ্চ সহ ।
কয়্যা দিবে নিশ্চয় আমার বাছা কই ॥
শালে ভরা দিয়া আমি তেজিলাম জীবন ।
তবে বাছা দিয়াছে অনাচ্ছ ভগবান ॥
আমার জীবন ধন কে করিল চুরি ।
কেবা নিল হাথে হাথে রূপের মাধুরি ॥
তেলি সইয়ে মালি সইয়ে
জিজ্ঞাসিয়া জান ।
পুত্রের শোকেতে আমি হয়েছি অজ্ঞান ॥
বলিতে কেহ না পারে প্রবোধবচন ।
হেন বেলা বৈকুণ্ঠে জানিলা নারায়ণ ॥
পুত্র না দেখিয়া যদি মবে বঞ্জাবতী ।
শুন হস্তমান বীর আমাব ভাবধি ॥
অবনিমণ্ডলে আমি নাই পাব পূজা ।
পুত্রশোকে মবে পাছে কর্ণসেন বাজা ॥
কোলে করি লাউসেন কর্পূব পাতর ।
মনগতি মনে কর ময়না নগর ॥
রঞ্জাবতী ভাগ্যবতী তাব কোলে দিবে ।
কর্পূরের বাণী বাপু বিবলে বলিবে ॥
বড় দুঃখ পাইলে এক পুত্রের
লাগিয়া ।
ছই [পুত্র] ধর্মরাজ দিল পাঠাইয়া ॥

৩৬। এই স্থলে ন পুথিতে ত্রিপদী আছে । তাহার ভণিতা

মাধায় ভাঙ্গিয়া হাঁড়ি যায় বামা গড়াগড়ি
মুরছিত ধরণী উপর ।
পতিতপাবন শ্রাম কহে দ্বিজ রূপরাম
কায়তি-শ্রীরামপুরে বার ঘর ॥

৩৭। পা দর্যায় ।

এই বাণী বলিবে রঞ্জার বিঘ্নমাক্ত ।
 বিলম্ব না সহে বাপু অবশ্য পআন ॥
 বলবন্ত বীর তুমি রামায়ণে লেখৈ ।
 চলে যাও বিমানে দেবতা নাই দেখে ॥
 সেতুবন্ধ^{৩৮} অবতার তোমা হতে হলা ।
 ইন্দ্রজিৎ তোমার বিক্রম হৈতে মৈল ॥
 পাতালে মরিল মহী পালা পরাজয় ।
 পতঙ্গ ধরিতে মনে না করিল ভয় ॥
 কর্পূর লাউসেন লহ না কর বিলম্ব ।
 অমর অম্বর কাঁপে দেখি তব দম্ব ॥
 কর্পূর করিল কোলে লাউসেন মাথায় ।
 না বলিতে মহাবীর হইল বিদায় ॥
 দুই শিশু কোলে নিল বীর হনুমান ।
 সত্বর ময়না দেখে করিল পআন ॥
 পবন সাক্ষাতে হরি বিষ্ণুপদতলে ।
 দেখাদেখি গেল বীর অবনিমণ্ডলে ॥
 কোন মায়াৰূপে দেখা দিব কর্ণসেনে ।
 বালক করিআ কোলে যুক্তি করে মনে ॥
 কি বলিব রাজাকে কেমনে শিশু দিব ।
 মায়া কবি ফুলবনে বিরস^{৩৯} রাখিব ॥
 দৈবজ্ঞের বেশ ধরি যাব সভা আগে ।
 পশ্চাৎ বালক দিব এই মনে লাগে ॥
 ফুলের বাগান আছে ময়নার মাঝে ।
 তাহাতে কর্পূর রাখে ময়নার দরজে ॥
 ফুল মধ্যে রাখিল অনেক ফুল তুলি ।
 কর্পূরের রূপে ঘেন খেলায় বিজুলি ॥
 কর্ণসেনের রূপে আলো ফুলের বাগান ।
 কোকিল উগারে মধু অলি গীত গান ॥

ফুলশয্যা বিছাইয়া রাখিল দুইজন ।
 ফুলের বালিশ দিল ফুলের উড়ন ॥
 নানাবর্ণের ফুল দিল লাউসেনের গায় ।
 মকরন্দ লোভে অলি উড়িআ বেড়ায় ॥
 রাখিল যুগল শিশু নিবাত কুলির (?) ।
 তখনি দৈবজ্ঞ হৈলা হনুমান বীর ॥
 কেহ কান্দে করুণা করিয়া মায়াফান্দে ।
 লাউসেন হারায়্যা কেহ বুক নাই বান্দে ॥
 পরম যতনে বীর নিল পাঁজি পুথি ।
 তিলক উজ্জল পরিধান গুরু ধৃতি ॥
 নৃপতি বস্ত্রাছে তখন হইআ অজ্ঞান ।
 রাজার নিকটে তখন গেল হনুমান ॥
 অবোর নয়ানে বস্ত্রা আছে রঞ্জাবতী ।
 হেনকালে মহাবীর যান শীঘ্রগতি ॥
 ডাক দিয়া বাক্য বলে আপনা আপনি ।
 বাছা চুরি হৈল আমি গুণ্যা দিতে ॥
 জানি ॥
 এত বলি রাজার মহলে দেখা দেন ।
 রঞ্জাবতী রানী যথা রাজা কর্ণসেন ॥
 দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন ।
 জোড়হাতে রঞ্জাবতী করে নিবেদন ॥
 পুত্র হারা হৈল গোসাঞি আজিকার ॥
 রাতি ।
 গুণে দিলে সোনায বান্ধাব পাঁজি ॥
 পুথি ॥
 এত বলি রঞ্জাবতী গড়াগড়ি যায় ।
 শোকে বড় কাতর কুটিল চক্ষে চায় ॥
 হনুমান অঙ্ক রাখে অবনি উপরে ।
 পাঁজিখান পরিপাটি শোভে বাম করে ॥

অঙ্কের উপর খড়ি রাখিল তখন । রঞ্জাবতী মনে করে লাউসেন নয় ।
 অস্তরযামিনী বীর করে নিবেদন ॥ হেনবেলা হুতুমান আগু হুয়া কয় ॥
 চোর পাঠাইয়াছিল তোর বড় ভাই । এক পুত্র হেতু তুমি শালে দিলে ভর ।
 নিন্দা মেট্যা চোর এথা আইল দুই পুত্র তোমারে দিলেন মায়াধর ॥
 ধাণাধাই ॥ এত বলি লাউসেন দিল তার কোলে ।
 রাতারাতি লাউসেনে নিলেক বলে ছলে । আপনি পড়িল দুগ্ধ বদনমণ্ডলে ॥
 ঠাকুর করিল রক্ষা ভৈরবীর জলে ॥ রাজ্যের সহিত রানী মনে হরষিত ।
 মালির বাগানে ফেল্যা গি আছে সস্তর । দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের সঙ্গীত ॥
 সেইখানে গেলে পাবে লাউসেন কুণ্ডর ॥
 রাজ্যের সহিত রাজা উর্দ্ধমুখে ধায় ॥ হুতুমান বলে শুন রঞ্জাবতী রাণী ।
 সভা আগে হুতুমান ফুলবন পায় ॥ তোমার মনের কথা আমি ভাল জানি ॥
 দুই শিশু হুতুমান কোলে করি নিল । তুমি বড় ভাগ্যবতী বেণু রায়ের ঝি ।
 রঞ্জাবতীর সম্মুখে তখন দেখা দিল ॥ তোমার ভাগ্যের কথা লেখা দিব কি ॥
 অতিশয় বিনয় বলে মধুর ভারথি । কর্পূরের জন্ম হৈল অনাঙ্কের মুখে ।
 আপনার পুত্র বাছা নেহ রঞ্জাবতী ॥ পুত্র হৈতে দ্বিগুণ পালন কর স্থখে ॥
 শালে ভর দিলে তুমি বড় পাইলে দুখ । কর্পূর অমুজ ভাই লাউসেন বড় ।
 ব্যাকুল হুয়াছে মন দেখ পুত্রমুখ ॥ বিশেষ মনের কথা তো[রে] কই দড় ॥
 এত বলি হুতুমান দাণ্ডাইল দূরে । এত বলি চল্যা গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।
 দুই শিশু দেখি রঞ্জা মনে যুক্তি করে ॥ বিশেষ আনন্দ গুরু ময়না দক্ষিণে ॥
 নিশ্চয় বলিতে নারে লাউসেন কে । মনে যদি বাহড়ে হারাইলে রুদ্র পাই ।(?)
 অসিত কমল রাজি সমসংজ্ঞিত^{১০} দে ॥ তার প্রতি কতু নাই আপদ বলাই ॥
 সমান নয়ন দেখে সমান বদন । আপন মহলে রানী দিল দরশন ।
 সমান সমান দেখে চম্পকবরণ ॥ তোলা গঙ্গাজলে স্নান করিল তখন ॥
 এত অহুমান যদি করি[ল] বিস্তর । অষ্ট অলঙ্কার দিল দুই জনের গায় ।
 লাউসেন বলিআ নিল কর্পূর পাতর ॥ স্ববর্ণের টাড়ি বালা আপনি পরায় ॥
 ঐমনি বদনকমলে শুন দিল । সদাই দেহেলা করে মুহুমন্দ হাসি ।
 দুগ্ধ নাই খায় শিশু কান্দিতে লাগিল ॥ একদিন লাউসেন মায়ের কোলে বসি ॥

অঙ্গরুচি অতি শোভা কাস্তি নাই টুটে ।
 আচম্বিতে লাউসেন কান্দ্যা কান্দ্যা
 উঠে ॥
 আকুল হইয়া কান্দে করুণামাধুরি ।
 প্রীতবাক্য বলিছেন রঞ্জা বিজ্ঞাধরী ॥
 ওরে বাছা লাউসেন বাছা আরে আয় ।
 না জানি প্রাণের বাছা কিবা ধন চায় ॥
 আজি কেন লাউসেন নাই শুনে কথা ।
 পুনর্বীর কান্দিলে মায়ের পাণ্ড মাথা ॥
 আপুনি পেতায় রানি আয় আয় বলে ।
 সোনার বাজার তায়ে সমুদ্রের জলে ।
 গোপনে হয়্যাছে পূর্ণ কৃষ্ণ অবতাব ।
 না কান্দ না কান্দ বাপু এই সমাচার ॥
 হার গৈঁথ্যা দিব কালি আকাশেব ফুলে ।
 কানাই বাজান বাঁশী কদম্বের মূলে ॥
 রাম অবতার বাপু কৃষ্ণ অবতাব ।
 শ্রীরামলক্ষণ হৈল সমুদ্রের পাব ॥
 ওরে লাউসেন বাছা আ[য়] বাছা আয় ।
 কলধৌত তরণী তরঙ্গে ভেসে যায় ॥ধু ॥
 পুনরপি শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ হয় ।
 এত বলি পেতায় কদাচ নাই রয় ॥
 কান্দিতে কান্দিতে কান্দে নহে নিবারণ ।
 ব্যাকুল হইয়া তখন রঞ্জাবতী কন ॥
 চারি দণ্ড হৈল বাছা দুহু নাই খায় ।
 কল্যাণী মানিকী বলে এহার উপায় ॥
 কেহ কানকথা কেহ কেহ বান্ধে রক্ষা ।
 কেহ বলে পাটপড়িশি বা গেল দেখা ॥
 কান্দিতে কান্দিতে শিশু কোলে ঘুম
 গেল ।
 কল্যাণী মানিকী বলে জঞ্জাল করেছিল ॥

কোলে দুহু খায় তখন লাউসেন কোঙর ।
 দ্বিজ রূপরাম গান সেবি মায়াধর ॥
 আনন্দে যুগল শিশু বাড়ে দিনে দিনে ।
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন উদয় গগনে ॥
 এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায় ।
 পূণ্য দিন ছয় মাসে পরিবন্ধ তায় ॥
 দুই ভাই ধাণাধাই বুলে বাড়ি বাড়ি ।
 সজাগ দেখিলে দুহে যায় রডারড়ি ॥
 ঘটি বাটি থালা ভান্ধে ভরন্ত কলসি ।
 মেজিয়া ঢালিয়া জল কাদা করে বসি ॥
 ঘরে আয় বাহিরে সদাই ধাণাধাই ।
 দিনে দিনে চামালি [হইল] দুই ভাই ॥
 বাহিবে করিয়া কাদা তায় বোনে ধান ।
 ভুজঙ্গ বিলাই ধরে ভুজঙ্গ সমান ॥
 নিবডিল দুই বৎসব তিনেতে প্রবেশে ।
 মনে করে ময়না নগরে বস্তা কিসে ॥
 গুলি-দাণ্ডা ভেটা খেল্যা বোলে ধাণাধাই ।
 বিশেষে জুআর চোর হইল দুই ভাই ॥
 দুই সন্ধ্যা ঝালি খেলে চড়ি বড় গাছ ।
 সাটাদীঘির জলে সদাই খেলে মাছ ॥
 [হেনকালে রঞ্জাবতী ভাবে অহুমান ।
 দাসী দিয়া স্বামীকে ডাকিল বিগ্গমান ॥
 বুড়া রাজা কর্ণসেন দিল দরশন ।
 জোড়হাথে রঞ্জাবতী করে নিবেদন ॥
 রঞ্জাবতী রানী তখন বলে জোড়-কর ।
 এই নিবেদন করি তুয়া বরাবর ॥
 নিজ দোষে মূর্থ হইল লাউসেন কর্পূর ।
 সদাই সহরে খেলে চরণে নপূর ॥

জঞ্জাল করয়ে তুহে সহরে সহর ।
 প্রজাগণ এতাইছিল মোর বরাবর ॥
 ডাকিয়া আনহ গোসাঞি কুলের ব্রাহ্মণ ।
 লাউসেন কর্পুরে আজি পড়াকু যতন ॥
 রঞ্জার বচনে মহারাজা সায় দিল ।
 কুলের ব্রাহ্মণ তবে ডাকিয়া আনিল ॥
 নানা উপহার দিব্য আনিয়া তখন ।
 স্নান করে লাউসেন রঞ্জার নন্দন ॥
 পঞ্চ দেবতার পূজা আনন্দে করিল ।
 সরস্বতী দ্বিজবর পূজিতে লাগিল ॥
 খড়ি হাথে দ্বিজ [তবে] দেখাল অক্ষর ।
 লাউসেন হইতে দিল কর্পূর পাতর ॥
 ক খ আদি পড়িল অক্ষর যথোচিত ।
 চোতিশ অক্ষর আগে পড়িল তুরিত ॥
 পড়িল আঠার ফলা হইয়া সাবধান ।
 আক আঙ্ক পড়ে আর সিদ্ধি বানান ॥

পরশৈশব পড়ে আত্মনেপদে মন ।
 তরাতনি ভাবপদ পড়িল তখন ॥
 কর্মপদ পড়িলেন শতপদ তায় ।
 আনন্দে লাউসেন পড়ে ময়নার রায় ॥
 তিন কাণ্ড স্ববস্ত্র পড়িল তিন দিনে ।
 মঞ্জরী পড়িতে মন হইল শুভক্ষণে ॥
 অল্প দিনে লেখাপড়া শিখিল বিস্তর ।
 ভট্টাচার্য্য সহিত সমস্তা নিরন্তর ॥
 যার তার সনে করে টীকার বাধান ।
 পড়িল নিগম শাস্ত্র ভারথ পুরাণ ॥
 জ্যোতিষ পড়িল কিছু রাজার কোঙর ।
 লাউসেন পড়ে আর কর্পূর পাতর ॥
 এগার বৎসরে হইল কর্পূর লাউসেনে ।
 হেন মতে নানা বিদ্যা পড়ে দুইজনে ॥
 অনাছের মায়া कहने না যায় ।
 মউরভট্ট বন্দ্য দ্বিজ রূপরাম গায় ॥^{৪১}

